পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 67 Thursday, 6 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৬৭ সংখ্যা ❋ ২৪ মাঘ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বাণিজ্য সম্মেলনে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দেউচা পাচামিতে কয়লা উত্তোলন চাইলে আজ থেকেই হতে পারে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ চাইলে আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে দেউচা পাচামিতে কাজ শুরু করা যেতে পারে। সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি রয়েছে। জমিদাতাদের পরিবারের সকলে চাকরি পাবে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাও সম্পন্ন। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে বড় ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়র। বুধবার থেকে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে বাংলার শিল্পবান্ধব ছবিটা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই তাঁর কথায় উঠে আসে বীরভূমের দেউচা পাচামির কয়লা খনির কথা। যেখানে ২১০ কোটি ২০ লক্ষ টন কয়লা মজুত রয়েছে। মজুত থাকা কয়লার নিরিখে দেউচা পাচামি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম। এশিয়া ও ভারতের নিরিখে বৃহত্তম খনি। কবে থেকে সেখানে কাজ শুরু করা যায়, প্রশ্ন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই নিজে সুখবর দিয়ে তিনি জানান, চাইলে কাল থেকেই কাজ শুরু করা যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই কয়লা খনি থেকে উত্তোলন শুরু হলে আগামী কয়েক শো বছর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না। শক্তি উৎপাদনে ঘাটতি হবে না। তাঁর কথায়, আজকে ভীষণ শুভ দিন। আজ আমাদের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। ওখানে আমাদের সব কাজ সারা। জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। জমিদাতাদের পরিবারের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকী আদিবাসী পরিবারের জন্য সমস্ত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থাও তৈরি। শিল্পপতিদের আহ্বান, চাইলে কাল থেকেই কাজ শুরু করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বীরভূমের মানুষকে ধন্যবাদ। আমরা কাল থেকেই কাজ শুরু করব। বীরভূমের মানুষজনই চাকরি পাবেন। তাঁর ঘোষণা, কয়েক লক্ষ মানুষের চাকরি হবে। অনুসারী শিল্প তৈরি হবে। সেখান থেকে আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এদিন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব হলেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে কই? বারবার এমনই প্রশ্ন করেন বিরোধীরা। তবে অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক কতটা লাভজনক এই বাণিজ্য সম্মেলন, তার ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অনেকেই বলেন বাণিজ্য সম্মেলন করে কী লাভ? অথচ আমাদের দেখে অন্য রাজ্য সম্মেলন করছে। ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য এই বাণিজ্য সম্মেলন। বাংলায় এখন ধর্মঘটের সংস্কৃতি নেই। বাংলার মানুষের জন্য রাজ্য সরকারের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন মমতা। বলেন, আমাদের সরকারে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। বাংলায় বিনিয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগের জন্য আদর্শ বাংলা। ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পে বাংলা এক নম্বরে। নারী ক্ষমতায়নে এক নম্বরে বাংলা। মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। হাতে নগদ টাকা পাচ্ছেন। কন্যাশ্রী পুরস্কার পেয়েছে বাংলা। সংসদে ৩৯ শতাংশ প্রতিনিধি মহিলা। দুয়ারে সরকার পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড রয়েছে। যেকোনও পরিবারের মহিলা সদস্যের নামে কার্ড।

ছবি সৌরভ দত্ত

উল্লেখ্য, শিল্পের অনুকূল পরিবেশ, আদর্শ পরিকাঠামো। দেশে হোক বা বিদেশে-মুখ্যমন্ত্রী বারবার শিল্পমহলের কাছে বাংলার শিল্পবান্ধব পরিবেশের কথা তুলে ধরেছেন। তবে শুধু কথায় নয়, এ রাজ্য যে শিল্প স্থাপনে কতটা আগ্রহী, তা বোঝাতে প্রতি বছর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবছরও ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেঃটারে অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে কার্যত চাঁদের হাট। অংশ নিয়েছেন ৪০ দেশের দুশোর বেশি প্রতিনিধি। রয়েছেন মুকেশ আম্বানি, সজ্জন জিন্দালরাও।

২৯ এপ্রিল দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ২৯ এপ্রিল দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে দিনক্ষণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর এই ঘোষণায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। ২২ একর জমির উপর তৈরি হচ্ছে দিঘার জগন্নাথ মন্দির। প্রায় ২৫০ কোটি টাকা খরচ করছে রাজ্য সরকার। আগামী আরও কয়েক বছর মন্দিরের সমস্ত খরচ বহন করবে সরকার। জগন্নাথ মন্দিরে আলাদাভাবে ভোগঘর, স্টোর রুম, গেস্ট রুম, বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা থাকবে। পুজো দেওয়ার সামগ্রী বিক্রির আলাদা জায়গা থাকবে। সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদেরে জিনিসপত্র বিক্রির ব্যবস্থাও করা হবে। দোকান করবেন সনাতন ধর্মের লোকেরাও। পুরীর খাজার মতো দিঘায় মিলবে বাংলার ক্ষীরের গজা, প্যাড়া, গুজিয়া। এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ঘর তৈরি করে হবে ট্রাস্টি। মার্বেলের মূর্তি তৈরির কাজ শেষ। নিম কাঠের মূর্তি বানানোর কাজ চলছে। এই মূর্তিকে সামনে রেখেই পুজো হবে।

এছাড়াও তৈরি হবে লক্ষ্মীর মন্দিরও। বানানো হবে চৈতন্যদ্বারও। সেখানে থাকবে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি। এটাই হবে মূল দ্বার। নাম হবে, 'চৈতন্যদ্বার জগন্নাথ ধাম।' পুরীর মতোই এখানেও ধ্বজা তোলার ব্যবস্থা থাকবে। এনিয়ে পুরীর সদস্যদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। সেখানকার মন্দিরে ধ্বজা তুলতে পারেন এমন কয়েকজনকে দিঘার মন্দিরে পাঠানোর অনুরোধও জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী।

ভাগ্য পরীক্ষা চলছে ৬৯৯ জন প্রার্থীর

রাজধানীতে পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন? গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল জনতা

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ হাইভোল্টেজ প্রচার শেষে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বুধবার সকাল ৭টা থেকে দিল্লিতে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। ৭০ আসনের দিল্লি বিধানসভায় ভাগ্য পরীক্ষা চলছে ৬৯৯ জন প্রার্থীর। আপের হ্যাট্রিক নাকি এবার পালাবদল তা নির্ধারণ করছেন রাজধানীর ১.৫৬ কোটি ভোটার। বুধবার সকাল সকাল বুথে গিয়ে ভোট দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পাশাপাশি ভোট দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। পাশাপাশি ভোট কেন্দ্রগুলিতে সাধারণ মানুষের ভিঃও চোখে পড়ার মতো। এদিন সকালে দিল্লির নির্মাণ ভবনে ভোট কেঃন্দ্র গিয়ে ভোটদান করেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এনডিএমসি স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস, তুঘলক ক্রেসেন্টে গিয়ে সস্ত্রীক ভোট দেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ভোট দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি, দিল্লির পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় আরোরা, বিজেপি সাংসদ বাঁসুরি স্বরাজ-সহ অন্যান্য ভিভিআইপিরা। ভোট দেওয়ার আগে এদিন কালকাজি মন্দিরে পুজো দেন জঙ্গপুরা কেন্দ্রের আপ প্রার্থী মণীশ সিসোদিয়া। ভোট দান করেছেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। অন্যদিকে, ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে দিল্লিবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের সব আসনে ভোটগ্রহণ হবে। আমি দিল্লির সমস্ত ভোটারদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি পূর্ণ উদ্যমে গণতন্ত্রের এই উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য। সকলে যেন বুথে গিয়ে নিজেদের মূল্যবান ভোট দেন। পাশাপাশি প্রথমবার ভোট দিতে যাওয়া যুবসমাজকে আমার অভিনন্দন। মনে রাখবেন, 'ভোটদান, তারপর বিশ্রাম।' পাশাপাশি এক্স হ্যান্ডেলে আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল লেখেন, 'প্রিয় দিল্লিবাসী আপনাদের ভোট শুধু একটি বোতাম নয়, আপনার সন্তানের ভবিষ্য। ভালো স্কুল, ভালো হাসপাতাল ও পরিবারের সম্মানজনক জীবন তৈরির সুযোগ। মিথ্যা, ঘৃণা ও ভয়ের রাজনীতিকে পরাস্ত করে সত্য ও বিকাশ ও সততাকে জয়ী করতে হবে। নিজে ভোট দিন ও সকলকে ভোটদানে উসাহ দিন।' উল্লেখ্য, ৭০ আসনের দিল্লি বিধানসভায় আজ ১৩ হাজার পোলিং বুথে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত দিল্লিতে ভোট দেবেন ১.৫৬ কোটি মানুষ। লোকসভা নির্বাচনে জোট বেঁধে লড়েছিল এমন ৫টি দল এবার রাজধানীতে একে অপরের মুখোমুখি। ৬৮ আসনে লড়ছে বিজেপি। জোটসঙ্গী জেডিইউ ও এলজেপি লড়ছে ২টি করে আসনে মহারাষ্ট্রে বিজেপির জোটসঙ্গী অজিতের এনসিপি বিজেপির বিরুদ্ধে ৩০ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। অন্যদিকে, ৭০ আসনে লড়ছে আপ, সব আসনেই প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস। পুরোদমে লড়াইয়ে বিএসপি। ৭০ টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে তাঁরা। ১২ টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে আল ইন্ডিয়া মিল্লি মুসলিম লিগ। বামেরা লড়ছে ১০টি আসনে।

চারদিন পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা, অথচ এখনও অ্যাডমিট কার্ডই পেলেন না বহু পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৫। হাতে মাত্র চারদিন। অথচ এখনও অ্যাডমিট কার্ড পায়নি বহু পরীক্ষার্থী। ফলে তাঁদের পরীক্ষায় বসা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতির জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদকেই দায়ী করেছেন শিক্ষক, শিক্ষিকা থেকে পরীক্ষার্থীরা। তাঁদের কথায়, পর্ষদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসা নিশ্চিত করার জন্য পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়কে এদিন ডেপুটেশন দিয়েছে প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস (এএসএফএইচএম)। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, ''পর্ষদের গাফিলতির কারণেই পরীক্ষার চারদিন বাকি থাকতেও অ্যাডমিট কার্ড না পেয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে বহু পরীক্ষার্থীকে। অবিলম্বে তাদের পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে আমরা আইনের দ্বারস্থ হব।'' এ বছর থেকেই প্রথম অনলাইন সিস্টেমে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করানো হয়েছিল। শিক্ষক থেকে পড়ুয়াদের অভিযোগ, বহু স্কুলে ইন্টারনেট কানেকশন ঠিকমতো নেই। বহু জায়গায় আবার ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নেই। এসব সত্ত্বেও বহু স্কুল নিজেদের তাগিদেই সব কাজ সঠিকভাবে করতে পারলেও অনেক স্কুলের কাছে সেটা সম্ভব হয়নি। যার ফলে একই নামে থাকা দুজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছবি এবং তথ্য আলাদা হয়ে যাওয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, ''মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনলাইনে এডিট অপশন দিলেই সমস্যাটা মিটে যেত। যেখানে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কোনও কাজ নেই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকেই সমস্ত কাজ করে দেওয়া হচ্ছে অথচ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সমস্ত অর্থ পরীক্ষা ফি বাবদ নিচ্ছে। কিন্তু এডিট অপশন না দেওয়ার ফলে, সংশোধনের সুযোগ না থাকার ফলে পরীক্ষার মুখে বহু পরীক্ষার্থীকে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হল।''

'জেনে বুঝেই নির্দেশ দিয়েছি', সন্দীপের উপর ক্ষুব্ধ বিচারপতি ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ফের বিপাকে আর্জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। নিম্ন আদালত নির্দেশ দিয়েছিল সাতদিনের মধ্যে ট্রায়াল শুরুর। সেই নির্দেশ পুর্নবিবেচনার জন্য হাইকোর্টে ফের আবেদন সন্দীপ ঘোষের। ট্রায়ালের জন্য সময় বাড়ানোর আবেদন করতে গিয়ে তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, প্রায় ১৫ হাজার পাতার নথি সিবিআই দিয়েছে। যার সব এখনও খতিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি। তাই আগের দেওয়া নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হচ্ছে। এ দিকে, সন্দীপের এই আবেদনে বিরক্ত বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিচারপতির মন্তব্য, সন্দীপ ঘোষ এই নিয়ে দু'বার একই আবেদন করলেন। তিনি বলেন, ''আমি জেনে বুঝে নির্দেশ দিয়েছি। ওই নির্দেশ কোনও পরিবর্তন হবে না। বরং নিম্ন আদালতে গিয়ে বিচারে সহযোগিতা করুন।'' উল্লেখ্য, গতকালই আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন সন্দীপ ঘোষ। এর আগে তিলোত্তমা ধর্ষণ খুনের মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন তিনি। এবার এই মামলাতেও অব্যাহতি প্রার্থনা করেন। মঙ্গলবার আলিপুর বিশেষ আদালতের বিচারক স্পষ্ট করে দেন, বুধবার এই মামলার চার্জ গঠন হবে। তাই যাঁরা অব্যাহতি চান, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন। বিচারকের এই মন্তব্যের পর সন্দীপ ঘোষ-সহ পাঁচ জন অ্যাবহতি চান।

৭ লক্ষ ভারতীয়কে ফেরত পাঠাবে ট্রাম্পের আমেরিকা!

নয়াদিল্ল, ৫ ফেব্রুযারি ঃ বুধবার মার্কিন মুলুক থেকে ' ২০৫ জন ভারতীয়কে নিয়ে অমৃতসরে পৌঁছেছে মার্কিন বায়ুসেনার বিমান। এর মধ্যেই কংগ্রেস সাংসদ রাজীব শুক্ল দাবি করলেন, মোট ৭ লক্ষ ২৫ হাজার ভারতীয়কে ফেরাবে আমেরিকা। সমাজমাধ্যমে কংগ্রেস নেতা দাবি করেছেন, বিদেশ মন্ত্রকের একটি বৈঠকে থাকার সুবাদে এই তথ্য জানতে পেরেছেন তিনি। ক্ষমতায় আসার আগেই অভিবাসীদের নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই মতোই আমেরিকা থেকে অবৈধ অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তিনি। সেই সূত্রেই বুধবার ২০৫ জন ভারতীয় মার্কিন সেনার বিশেষ বিমানে অমৃতসরে পৌঁছেছে। একই দিনে সমাজমাধ্যমের একটি পোস্টে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ এবং বিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব জানান, সংসদে বিদেশ মন্ত্রকের একটি বৈঠকে যোগ দিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে কংগ্রেস নেতা লিখেছেন, আজ আমি সংসদে বিদেশ মন্ত্রকের একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। সেখান থেকে জানতে পারলাম, ৭ লক্ষ ২৫ হাজার ভারতীয়কে ফেরত পাঠাচ্ছে আমেরিকা। তাঁদের অবৈধ নাগরিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষগুলো বছরের পর বছর ধরে আমেরিকায় থাকছিলেন। এ দেশে তাঁদের কিছুই নেই। এখানে আসার পর তাঁরা কী করবেন? এঁরা আচমকাই ধনী থেকে দরিদ্র হয়ে পড়েছেন। উল্লেখ্য, আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাসের মুখপাত্র অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর বিষয়টি মঙ্গলবারই নিশ্চিত করেছিলেন। এরপরই বুধবার ভারতে পৌঁছেছে মার্কিন সেনার বিশেষ বিমান। এই মুহূর্তে আমেরিকার মাটিতে ১ কোটি ৪০ লক্ষ অভিবাসী। তাঁদের মধ্যে ৭ লক্ষ ২৫ হাজার ভারতীয়। মার্কিন মুলুকে এবার তীব্র শীতের কামড়ে নয়, বরং ট্রাম্প-আতঙ্কেই কাঁপছেন তাঁরা। কারণ অফিসে এসে প্রথমদিনই ট্রাম্প হুঙ্কার দিয়েছেন, নথিবিহীন অভিবাসীদের আমেরিকা থেকে বের করে দেওয়া হবে। শুধু তা-ই নয়, কর্মসূত্রে অভিবাসী যাঁদের সন্তানের জন্ম হয়েছে আমেরিকার মাটিতে, তাঁরাও আর পুরনো আইনের সুবিধায় মার্কিন নাগরিকত্ব পাবেন না। এছাড়া বাবা কিংবা মায়ের মধ্যে অন্তত একজনের গ্রিনকার্ড না থাকলে, সন্তান পাবে না জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের সুযোগ। বাস্তবেই সেই পথে এগোচ্ছেন ট্রাম্প!

দিল্লির উন্নয়নের জন্য ভোট দিয়েছে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বার্তা স্বাতীর

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। ভোট দেওয়ার পর স্বাতী বলেছেন, দিল্লির উন্নয়নের জন্য আমি ভোট দিয়েছে। দিল্লির জনগণের কাছেও বিপুল সংখ্যায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল বুধবার সকালে নিজের ভোট দিতে চাঁদনি চক বিধানসভা কেন্দ্রের একটি ভোট কেন্দ্রে যান। সেখানে ভোট দেওয়ার পর তিনি বলেন, আমি দিল্লির জনগণকে বাইরে এসে নিজেদের ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছি। আপনাদের ভোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই ভোট জাতীয় রাজধানীর ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে। আমি দিল্লির উন্নযনের জন্য আমার ভোটও দিয়েছি। দিল্লির জনগণকে অবশ্যই গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং নিজেদের ভোট দিতে হবে।

বিজেপি ও এএপি নিজেদের পরাজয় দেখতে পাচ্ছেঃ অজয় মাকেন

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় নিয়ে আশা ব্যক্ত করলেন কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন। বুধবার সকালে দিল্লির রাজৌরি গার্ডেনের একটি বুথকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন অজয় মাকেন। ভোট দেওয়ার পর তিনি বলেছেন, বিজেপি ও এএপি নিজেদের পরাজয় দেখতে পাচ্ছে।অজয় মাকেনের কথায়, গত ১০ বছরে দিল্লিকে যদি কোনও কিছুর জন্য মনে করা হয়, তা হল মুখ্যমন্ত্রী বনাম উপ-রাজ্যপালের জন্য। কংগ্রেসের আমলে এমনটা কখনও হয়নি...জনগণ এখন কংগ্রেসকে স্মরণ করছে। কারণ, আমাদের মেয়াদে শুধু উন্নয়ন ছিল, দলগুলির মধ্যে কোনও লড়াই ছিল না। অজয় আরও বলেছেন, বিজেপি এবং এএপি নিজেদের পরাজয় দেখতে পাচ্ছে এবং এই কারণেই তাঁরা সম্ভাব্য সবকিছু করছে, নির্বাচন কমিশনের উচিত উভয় দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।অন্যদিকে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। বুধবার সকালে সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ও তাঁর স্ত্রী নতুন দিল্লি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কে. কামরাজ লেনের একটি ভোট কেন্দ্রে নিজেদের ভোট দিয়েছেন। ভোট দেওয়ার পর সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী এবং তাঁর স্ত্রী সুনিতা দ্বিবেদী একটি সেলফি বুথে দাঁড়িয়ে ছবিও তোলেন।ভোট দেওয়ার পর সেনাপ্রধান বলেছেন, সর্বপ্রথম, আমি অভিনন্দন জানাতে চাই, এটি সমগ্র দেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে আমরা আজ যা দেখছি তা হল একটি গণতন্ত্রে প্রত্যেকে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। এটি কেবল ভোট দেওয়ার অধিকার নয়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া এবং ভারতের ভবিষ্যত নিজেরাই নির্ধারণ করা প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের দাযিত্বও।

'শিক্ষা কি ক্রান্তি' জয়ী হবে, আত্মবিশ্বাস সিসোদিয়ার

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। এএপি নেতা ও জংপুরা আসনের প্রার্থী মনীশ সিসোদিয়া বুধবার সকালে নতুন দিল্লি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লেডি আরউইন সিনিযর সেকেন্ডারি স্কুলের একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট দিযেছেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সীমা সিসোদিয়াও।ভোট দেওয়ার পর মনীশ সিসোদিয়া বলেছেন, আমি আমার পরিবারের সঙ্গে ভোট দিয়েছি, দিল্লির জনগণের জন্য একটি ভাল জীবনের জন্য। আমি দিল্লির জনগণকে তাদের সন্তানদের গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, দিল্লিতে জল এবং বিদ্যুতের জন্য ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছি। আমরা আশা করি 'শিক্ষা কি ক্রান্তি' জয়ী হবে।

যে দিল্লির হয়ে কাজ করবে, সেই জনগণের ভোট পাবেঃঅরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃসস্ত্রীক নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল লেডি আরউইন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে ভোট দিযেছেন। তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী ও ছেলেও এখানে ভোট দিয়েছেন।ভোট দেওয়ার পর কেজরিওয়াল বলেছেন, আমার বাবা-মা নিজেদের ভোট দেওযার জন্য খুব উচ্ছ্বসিত ছিলেন। আমি দিল্লির জনগণকে দিল্লির উন্নয়নের জন্য বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ও নিজেদের ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছি। যে দিল্লির জন্য কাজ করবে সেই জনগণের ভোট পাবে।অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল বলেছেন, দিল্লির জনগণ খুব বুদ্ধিমান। আমরা তাঁদের বিশ্বাস করি। তাঁরা 'গুন্ডাগর্দি' সহ্য করে না। তাই, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে দিল্লির মানুষ সঠিক নির্বাচন করবে। অন্যদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন সিপিআই (এম) নেত্রী বৃন্দা কারাট। তাঁর কথায়, ডবল ইঞ্জিনের দুর্যোগ থেকে দিল্লিকে বাঁচাতে হবে। বুধবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বৃন্দা কারাট ও তাঁর স্বামী প্রকাশ কারাট। ভোট দেওয়ার পর বৃন্দা কারাট বলেছেন, দিল্লিকে ডাবল-ইঞ্জিন বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে হবে আমাদের এবং আমরা সেটা মাথায় রেখে ভোট দিয়েছি। উল্লেখ্য, বুধবার সকাল সাতটা থেকে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।অন্যদিকে সস্ত্রীক দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ও তাঁর স্ত্রী কল্পনা দাস তিন মূর্তির কাছে লায়ন্স বিদ্যা মন্দির মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট দিযেছেন।ভোট দেওয়ার পর ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। বলেছেন, ভারতীয় গণতন্ত্র অসাধারণভাবে পরিপক্ক, জনগণ দাযিত্ব সম্পর্কে সচেতন। তিনি আরও বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট বারংবার আমাদের ইভিএমের বৈধতা বহাল রেখেছে। সাংবিধানিক বিচারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টই শেষ কণ্ঠস্বর, ইভিএমের বৈধতা নিশ্চিত করেছে এবং আমি মনে করি আমাদের এটা মেনে নিতে হবে, এটাই সুপ্রিম কোর্টের রায়। চন্দ্রচূড় আরও বলেছেন, তরুণ ভোটারদের কাছে আমার বার্তা হল, নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন।

ফিলিস্তিনিদের ইরানের অভিন্দন, 'অপরাধী নেতাদের শাস্তির জন্য বিশ্বকে প্রস্তুতি নিতে হবে'

ইরান,৫ফেব্রুয়ারিঃইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি অর্জনের জন্য প্রতিরোধকামী জনগণ এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ এবং এ অঞ্চল ও বিশ্বের সকল প্রতিরোধ শক্তির সমর্থক ও ভক্তদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সফলতা মহান ফিলিস্তিনি জনগণের অতুলনীয় প্রতিরোধ,দৃড়তা সাহসিকতা এবং কঠিন পরিস্থিতির মুখে টিকে থাকার ধৈর্যের ফসল বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতিক্রিযায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি জারি করেছে। পার্সটুডে অনুসারে এই বিবৃতি নীচে দেয়া হলঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি অর্জনের জন্য প্রতিরোধীকামী জনগণ এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধক এবং এ অঞ্চল ও বিশ্বের সকল প্রতিরোধ শক্তির সমর্থক ও ভক্তদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সফলতা মহান ফিলিস্তিনি জনগণের অতুলনীয় প্রতিরোধ,দৃ।তা, সাহসিকতা এবং কঠিন পরিস্থিতির মুখে টিকে থাকার ধৈর্যের ফসল। ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির বিরুদ্ধে সম্মানজনক ও অবিচল প্রতিরোধকে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য একটি ঐতিহাসিক বিজয় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে দখলদার ও গণহত্যাকারী ইসরাইলি সরকার মৌলিক আন্তর্জাতিক নীতি ও নিয়ম,মানবাধিকার এবং মানবিক আইন পরিকল্পিতভাবে এবং ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে আসছে। তারা সেখানে সবচেয়ে গুরুতর যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করছে এবং এখনো হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আট দশক আগে শুরু হওয়া ফিলিস্তিনি জনগণকে 'ঔপনিবেশিকভাবে ধ্বংসের' পরিকল্পনা যেটি ঔপনিবেশিক শক্তির সমর্থন বা তাদের নীরবতার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং এখনো তা নজিরবিহীন বর্বরতার সাথে অব্যাহত রয়েছে সমস্ত আইনি ও নৈতিক রেড লাইন অতিক্রম করে তা ইতিহাসে বর্বরতার এক নতুন স্তর লিপিবদ্ধ করেছে। মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা, ঘরবাড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস, হাসপাতাল ও স্কুল ধ্বংস, শরণার্থী শিবির ও তাঁবুতে আক্রমণ এবং সাংবাদিক, ডাক্তার এবং নার্সদের লক্ষ্যবস্তু করা ছিল ইসরাইলি অপরাধযজ্ঞের পুনরাবৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড। গত ১৫ মাস ধরে সংঘটিত এই ঘটনার লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনকে মুছে ফেলা এবং প্রতিরোধের চেতনা ভেঙে ফেলা।এই ১৫ মাসে ফিলিস্তিনি গণহত্যা পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে ইহুদিবাদী সরকারকে যে বিষয়টি উৎসাহিত করেছিল তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশের ব্যাপক এবং প্রত্যক্ষ সামরিক,আর্থিক এবং রাজনৈতিক সহায়তা। এছাড়া যারা ইসরাইলি শাসকগোষ্ঠীর নেতাদের জন্য দাযমুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করছে, দখলদার সরকারের অপরাধ বন্ধে জাতিসংঘের কার্যকর পদক্ষেপকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি দেওযার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ব্যাহত করেছে নিঃসন্দেহে এই দেশগুলো ইহুদিবাদী ইসরাইলের অপরাধের অংশীদার হিসেবে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।আশা করা হচ্ছে যে নতুন উন্নযনের আলোকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় এবং দাযিত্বশীল আন্তর্জাতিক অভি নেতাদের কার্যকর ভূমিকার মাধ্যমে আমরা গাজায় গণহত্যা এবং জাতিগত নিধন সম্পূর্ণ অবসানসহ সম্মত ব্যবস্থাগুলোর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করব। দখলদারদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার,গাজা উপত্যকায় তাৎক্ষণিক ও ব্যাপক ত্রাণ এবং এই অঞ্চলে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করা এবং গাজার স্থিতিশীল ও ধৈর্যশীল জনগণের দুর্ভোগ কমাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এগিয়ে আসবে বলে আমরা জোর আশাবাদ ব্যক্ত করছি।গাজায় গণহত্যা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পশ্চিম তীরে আন্তর্জাতিক আইন, মানবিক আইন এবং মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন এবং আল-আকসার বিরুদ্ধে দখলদার শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত আক্রমণের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ এবং সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারাধীন সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটনের জন্য ইসরাইলি শাসনের অপরাধী নেতাদের গ্রেপ্তার, বিচার এবং শাস্তির জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করার প্রতিও তেহরান জোর দিচ্ছে।ইহুদিবাদী সরকারের নিপীড়ন,আগ্রাসন,দখলদারিত্ব এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গর্বিত শহীদদের প্রতি বিশেষ করে ইসমাইল হানিয়া, ইয়াহিয়া সিনওয়ার, সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ, সাইয়্যেদ হাশেম সাফিউদ্দিন এবং হাজার হাজার ফিলিস্তিনি, লেবানিজ, ইরাকি শহীদদের প্রতি, ইয়েমেনি এবং ইরানি মুজাহিদরা যারা ফিলিস্তিনের পবিত্র লক্ষ্যের জন্য এবং ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদ, আইনহীনতা এবং অপরাধ থেকে এই অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন আমরা প্রতিরোধের এসব মহান পরিবারকে আমাদের শুভেচ্ছা এবং সমবেদনা জানাচ্ছি এবং জোর দিচ্ছি যে তাদের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত পথের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

পানিহাটি মেট্রোপলিটন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে সরস্বতী পূজা

দুরন্ত বার্তা,৫ফেব্রুারিঃমেট্রোপলিটন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালের প্রাঙ্গণে সরস্বতী পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো কলেজের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে। কলেজের এই পূজা পরিদর্শনে এসেছিলে স্থানীয় বিধায়ক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ মহাশয়। সঙ্গে ছিলেন মেট্রোপলিটন হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল-এর প্রিন্সিপাল চন্দ্রনাথ দাস মহাশয়। সব মিলিয়ে বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে কলেজের সরস্বতী পূজা খুব সানন্দে অনুষ্ঠিত হলো , গত ৩ ফেব্রয়ারি ২০২৫ তারিখে।তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী ভোগ প্রসাদ গ্রহন করেন

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ড্রাগের নেশার তাণ্ডব

কলকাতা, ৫ফেব্রয়ারি ঃ ড্রাগের নেশায় পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপকভাবে জর্জরিত। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার রাজ্যের ৮ টি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় ' মুক্তি ভারত প্রকল্প' বাস্তবাযিত করেনি বলে অভিযোগ।ড্রাগ দুরীকরণে পশ্চিমবঙ্গের স্বেচ্ছাসেবী নানা সংগঠনের (এনজিও) জন্য ₹৪.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হযনি। সাংসদ সৌমিত্র খাঁ অভিযোগ জানিয়ে বলেন, আমি কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গে কতজন মাদকাসক্ত। প্রশ্নের উত্তরে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ এই নেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। মন্ত্রক নিচের তথ্য দিয়েছে।কেন্দ্রীয় জবাবের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিসংখ্যান-অ্যালকোহলে জর্জরিত ২৭০০০০০২. গাঁজার নেশায় জর্জরিত - ১৪৪০০০।৩. আফিমের নেশায় জর্জরিত - ৩৪৩০০০৪. নানা নেশায় জর্জরিত - ১১২০০০।সৌমিত্রবাবু বলেন।

অবৈধবাসী ভারতীয়দের নিয়ে বিমান এল অমৃতসরে, ফিরলেন ২০৫ জন

অমৃতসর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ অবৈধবাসী ভারতীয়দের নিয়ে অমৃতসরে নামল আমেরিকা সেনার বিমান। মঙ্গলবার টেক্সাস থেকে উড়েছিল বিমানটি। আর বুধবার অমৃতসর বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয়। প্রথম দফায় এই ২০৫ জনকে পাঠানো হয়েছে ভারতে। এর পরে আমেরিকায় থাকা আরও অবৈধবাসী ভারতীয়কে ক্রমে ক্রমে পাঠানো হবে।বুধবার দুপুর ১.৫৯ মিনিট নাগাদ অমৃতসরের শ্রীগুরু রামদাসজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামে মার্কিন সেনার বিমানটি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্তারা। দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের এক প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন বিমানবন্দরে। উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরই সে দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

জল বন্ধ হাওড়া পুর এলাকায়

হাওড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃবৃহস্পতিবার বেলা ১২টা থেকে শুক্রবার সকাল ৬ টা পর্যন্ত প্রায় ১৮ ঘণ্টা পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে হাওড়ার পুরসভা এলাকায়। বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে হাওড়া পুরসভা। পানীয় জল সরবরাহকারী পাইপ লাইনে জরুরিভিত্তিতে ছিদ্র মেরামত ও পাইপলাইন প্রতিস্থাপন কাজকর্ম চলবে বলে জানা গিয়েছে।হাওড়া পুরসভার তরফে জানানো হযেছে, পুর এলাকার বিভিন্ন স্থানে পানীয় জল সরবরাহকারী পাইপ লাইনে জরুরিভিত্তিতে ছিদ্র মেরামত, বিভিন্ন ব্যাসের পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও ৩টি ৯০০ মিলিমিটার ব্যাসের ভাল্ব প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর জন্যে বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা থেকে পরের দিন শুক্রবার সকাল ৬ টা পর্যন্ত পুরনিগমের সবকটি ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে পুনরায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছে হাওড়া পুরসভা।

ঝাড়খণ্ডে জোড়া খুনের অভিযোগ, আটক ৬জন

রাঁচি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে মঙ্গলবার রাতে জোড়া খুনের অভিযোগ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে , এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৬ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।এক পুলিশ অধিকারিক জানান, মঙ্গলবার রাতে স্কুটি করে দুই দুস্কৃতী এসে নাগড়ি থানার অন্তর্গত কাতরপা

লেইক চৌমুহনী বাজারের অসামাজিক কাজকর্ম কোনমতেই বরদাস্ত করা হবে নাঃমেয়র

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আগরতলা শহরের লেইক চৌমুহনী বাজারের অসামাজিক কাজকর্ম কোনমতেই বরদাস্ত করা হবে না।মঙ্গলবার বাজারের ব্যবসায়ী এবং এলাকাবাসীদের নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে একথা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা এলাকার বিধায়ক দীপক মজুমদার।রাজধানীর লেইক চৌমুহনী বাজারের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে মঙ্গলবার এলাকাবাসী, ক্লাব প্রতিনিধি এবং বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা এলাকার বিধায়ক দীপক মজুমদার। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কর্পোরেটর ভাস্বতী দেববর্মা, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডঃ শৈলেশ কুমার যাদব, পোলস্টার ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক, পুর নিগমের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।বৈঠকে মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সাফ জানিয়ে দেন উন্নয়নই হচ্ছে সরকার এবং পুর নিগমের প্রধান লক্ষ্য। এই ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা আমরা চাই। আগরতলার লেইক চৌমুহনী বাজার নিয়ে বিশেষ করে বাজারের পরিচালন কমিটির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগগুলির প্রমাণ রয়েছে। তিনি জানান, বাজার উন্নয়ন কমিটির একাংশের এই ধরনের মানসিকতা থাকলে সরকার এবং আগরতলা পুর নিগমের উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হবে। এর বিরুদ্ধে কেউ না হোক তিনি প্রতিবাদ করবেনই বলে জানান মেযর। এদিন মেয়র আরো বলেন, যারা এই উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সহযোগিতা করবেন নিগম এবং প্রশাসন তাদের পাশে থাকবে।উল্লেখ্য, লেইক চৌমুহনী বাজার নিয়ে প্রশাসনের কাছে বিস্তর অভিযোগ রযেছে। এই সমস্ত বিষয়গুলির প্রমাণ রয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র আগে একাধিকবার লেইক চৌমুহনী বাজারের সমস্যার সমাধানে বাজার পরিদর্শন করেন। কিন্তু এরপরও লেইক চৌমুহনী বাজারের অবৈধ কাজকর্মগুলি ঠেকানো যাচ্ছে না। এবার বৈঠক করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা এলাকার বিধায়ক দীপক মজুমদার।

সত্য বনাম মিথ্যার লড়াই, জনতা গুন্ডামিকে পরাজিত করবেঃঅতিশী

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির নির্বাচন শুধুমাত্র একটি সাধারণ নির্বাচন নয়, এটি একটি 'ধর্মযুদ্ধ'। দিল্লির জনগণ যারা কাজ করছে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। তারা গুন্ডামি চায় না। বুধবার দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের দিন এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মার্লেনা। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর প্রসঙ্গে অতিশী বলেছেন দিল্লি পুলিশ যে কোনও কিছু করতে পারে। দিল্লি পুলিশ প্রকাশ্যে বিজেপিকে জিততে সাহায্য করছে। একদিকে, বিজেপির গুন্ডামি, অন্যদিকে, দিল্লি পুলিশ বিজেপিকে পূর্ণ সমর্থন করছে।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং কালকাজি বিধানসভা আসন থেকে এএপি প্রার্থী অতিশী বুধবার সকালে কালকাজির একটি ভোটকেন্দ্রে নিজের ভোট দিয়েছেন। ভোট দেওয়ার আগে কালকাজি মন্দিরে তিনি পূজার্চনা করেছেন। অতিশী এদিন বলেছেন, দিল্লিতে এই নির্বাচন শুধু একটি নির্বাচন নয়, এটি একটি ধর্মযুদ্ধ। এটি ভাল এবং খারাপের মধ্যে লড়াই। একদিকে শিক্ষিত মানুষ যারা উন্নয়নের জন্য কাজ করছে, অন্যদিকে, এমন লোকেরা আছে যারা গুন্ডামি করছে।

সমস্ত অভিযোগের মোকাবিলা করা হয়েছে, তথ্য ও আইনের ভিত্তিতে ঃরাজীব কুমার

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। বুধবার মেয়ে ও স্ত্রীর সঙ্গে নিউ মোতি বাগের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। ভোট দেওয়ার পর তিনি বলেছেন, আমি সমস্ত পোলিং অফিসার, নিরাপত্তা বাহিনী, এমসিডি, এনডিএমসি-কে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সবাই গত ১-২ মাস ধরে কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। সকল রিটার্নিং অফিসার এবং ডিসিপিরা কঠোর পরিশ্রম করছেন।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার আরও বলেছেন, সিভিজিল খুবই কার্যকরী। জনতা, নেতা ও প্রার্থীরা সিভিজিল ব্যবহার করেছেন। এটির একটি ডিজিটাল ট্রেইল রয়েছে। এটি ছাড়াও, সমস্ত অভিযোগের মোকাবিলা করা হয়েছে, তথ্য ও আইনের ভিত্তিতে।

আদালত চত্বরে বিচারকের দেহরক্ষীর দেহ উদ্ধার, তদন্তে হেয়ার স্ট্রিট থানা

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার সিটি সিভিল কোর্ট চত্বরে এক বিচারকের দেহরক্ষীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। বুধবার সকালে ওই দেহরক্ষীর দেহ আদালত চত্বরে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়েরা। গুলিবিদ্ধ ছিল দেহ। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে ওই দেহরক্ষীর, তা জানতে তদন্তে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ।বুধবার সকাল তখন ৭টা হবে, আদালত ভবনের নীচের তলায় ওই দেহরক্ষীর দেহ উদ্ধার হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই দেহরক্ষীর দেহের পাশেই একটি ৯এমএম পিস্তল পড়েছিল। সেটি তাঁর নিজস্ব সার্ভিস বন্দুক।

বিজেপি ও এএপি নিজেদের পরাজয় দেখতে পাচ্ছেঃঅজয় মাকেন

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় নিয়ে আশা ব্যক্ত করলেন কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন। বুধবার সকালে দিল্লির রাজৌরি গার্ডেনের একটি বুথকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন অজয় মাকেন। ভোট দেওয়ার পর তিনি বলেছেন, বিজেপি ও এএপি নিজেদের পরাজয় দেখতে পাচ্ছে।অজয় মাকেনের কথায়, গত ১০ বছরে দিল্লিকে যদি কোনও কিছুর জন্য মনে করা হয, তা হল মুখ্যমন্ত্রী বনাম উপ-রাজ্যপালের জন্য। কংগ্রেসের আমলে এমনটা কখনও হয়নি...জনগণ এখন কংগ্রেসকে স্মরণ করছে। কারণ, আমাদের মেয়াদে শুধু উন্নয়ন ছিল, দলগুলির মধ্যে কোনও লড়াই ছিল না। অজয় আরও বলেছেন, বিজেপি এবং এএপি নিজেদের পরাজয় দেখতে পাচ্ছে এবং এই কারণেই তাঁরা সম্ভাব্য সবকিছু করছে, নির্বাচন কমিশনের উচিত উভয় দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

ব্যাংশাল কোর্ট তৃণমূল লিগাল সেলের আইনজীবীদের পরিচালনায় বাগদেবীর পূজা-২০২৫

দুরন্ত বার্তা,৫ ফেব্রুয়ারিঃ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ব্যাংশাল কোর্ট তৃণমূল লিগ্যাল সেল-এর সরস্বতী পূজা-২০২৫। এই সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে প্রায় এক হাজারেরও বেশি আইনজীবী অংশ নেয় ব্যাংশাল কোর্ট মূল ফটকে পূজা প্রাঙ্গণে। বানসাল কোর্টের গেটে এই পুজো হাজার হাজার পথ চলতি মানুষজনেরও নজর কাড়ে। এই পূজাতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় সিং মহাশয়, কলকাতা কর্পোরেশনের বোরো চেয়ারম্যান অনিন্দ্য রাউত, বরানগর পৌরসভার পৌরপিতা বিশ্বজি বর্ধন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী-(উপদেষ্টা)সেলের সভাপতি সন্দীপ কুমার রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এক হাজারের বেশি অ্যাডভোকেট এই পূজানুষ্ঠানে অংশ নিলেও প্রসাদ গ্রহণ করেন প্রায় ১৫০০ মানুষের বেশি। সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে জ্ঞানী-গুণী মানুষের সমারোহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সমগ্র এই অনুষ্ঠান ও পূজা পরিচালনায় সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আইনজীবী মিঠু দাস, দেবযানী মুখার্জী ও শ্যামল মন্ডল।

ধর্মনগরে কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ইভিএম এবং ভিভিপেট প্রহরারত অবস্থায় পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু। মৃত পুলিশকর্মীর নাম নবীন চন্দ্র চাকমা (৪৭)। বাড়ি কাঞ্চনপুরের শিবনগর এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে। কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিশকর্মীর মৃত্যুতে সহকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল ছয়টা চল্লিশ মিনিট নাগাদ সহকর্মীরা নবীন

মহাকুম্ভে পূজার্চনা প্রধানমন্ত্রীর, ত্রিবেণী সঙ্গমে করলেন পূণ্যস্নান

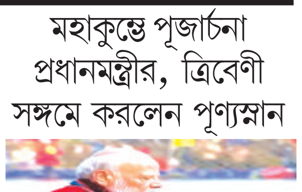

প্রয়াগরাজ, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে আস্থার ডুব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লিতে যখন ভোট চলছে, সেই সময় ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের আগে পুজোও করেন নরেন্দ্র মোদী। এরপর ত্রিবেণীতে ভক্তিভরে ডুব দিতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে।ত্রিবেণীতে পুণ্যস্নানের আগে প্রধানমন্ত্রী মহাকুম্ভের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন। কোথায়, কী ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পুণ্যার্থীদের জন্য কেমন তপর প্রশাসন, সবকিছু প্রধানমন্ত্রী খতিয়ে দেখেন। এরপরই মহাকুম্ভে প্রধানমন্ত্রী পুণ্যস্নান সারেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন উত্তর প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফের পারদ-পতন। সোমবারের তুলনায় মঙ্গলবার তাপমাত্রা নামলো অনেকটাই। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৮ ডিগ্রি বেশি। পারদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রত্যাবর্তন হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কিছু দিন তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। তবে, জমজমাট শীত আর ফিরবে না। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতেই শীত বিদায় নিতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কুয়াশার পূর্বাভাসও জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা৫২মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২০মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৩মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহঃবার, ইংরেজীঃ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২২ মাঘ, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২১ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্তগ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

ঝালাইয়ের কাজ চলাকালীন কলকাতা বিমানবন্দরে আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ঝালাইয়ের কাজ চলাকালীন আগুন লাগল কলকাতা বিমানবন্দরে, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বুধবার সকালে ঝালাইয়ের কাজ চলাকালীন কলকাতা বিমানবন্দরের একটি ফ্লেক্সে আগুন ধরে যায়। বেশ কিছুটা অংশে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় দমকলকে। তবে দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন বিমানবঃদরের কর্মীরা। বুধবার সকালে ঝালাইয়ের কাজ চলাকালীন আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ে নিকটবর্তী ফ্লেক্সে। আচমকা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ফ্লেক্স। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, আবর্জনা ফেলার জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে, অল্প সময়েই সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে রাজ্যকে নিশানা শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন (বিজিবিএস) নিয়ে ফের রাজ্যকে নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধে তিনি বুধবার সংবাদমাধ্যমে বলেন, একটা বাসরিক উসব হয়, একটা কোম্পানিকে কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। প্রায় ৫০ কোটি টাকা সরকার খরচ করে একটা কোম্পানিকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন ঘনিষ্ঠ লোক আছেন, তাঁকে টেন্ডার না করেই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ দেওয়া হয়। ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। এখনও পর্যন্ত যে ক'টা বিজিবিএস হয়েছে, তাতে ১৪-১৫ লক্ষ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে। ১৪-১৫ টাকাও লগ্নি হয়েছে কোথাও? উল্টোদিকে ২০২১ সালের পর একাধিক সংস্থা, জুটমিল, কারখানা বন্ধ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্মেলন নিয়ে কটাক্ষ তথাগত রায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্মেলন নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বুধবার একটি দৈনিকের সংশ্লিষ্ট খবরে এই সম্মেলন সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেই খবরের কাটিং যুক্ত করে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, ২০১৫ সাল থেকে নাকি পশ্চিমবঙ্গে উনিশ লক্ষ কোটি টাকার বেশি লগ্নির প্রস্তাব এসেছে। সেগুলো দিয়ে কি হল একটিবার জানাতে আজ্ঞে হোক ! অন্তত সৌরভ দাদার গ্রিলের কারখানাটা-যার জন্য মাননীয়াকে স্পেন পর্যন্ত ছুটতে হয়েছিল! কিছুই হয় নি। আসলে এগুলো প্রস্তাব নয়, প্রস্রাব। আমন্ত্রিত অভ্যগতরা পশ্চিমবঙ্গে এসে পেট ভরে খেয়ে, ঐটি দিয়ে প্রস্থান করেছেন।

নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি অভিযোগে প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিবেশী চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল হাসনাবাদ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় দাদু সম্পর্কের ওই ব্যক্তি প্রতিবেশী চতুর্থ শ্রেণীর এক নাবালিকাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে বাড়িতে ডেকে এনে শ্লীলতাহানির করে। মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটার পর ওই নাবালিকা ছাত্রী তার বাবা-মায়ের কাছে ঘটনার কথা খুলে বলে। এরপর তার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা তদন্তে নেমে প্রতিবেশী ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। বুধবার দুপুরে তাকে পাঠানো হযেছে বসিরহাট মহকুমা আদালতে।

বাংলার ক্রমবর্ধমান ইসলামিকরণে তোপ সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যাযের তোষণনীতি বাংলাকে সাম্প্রদায়িক বিভেদের আঁতুড়ঘরে পরিণত করেছে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এক্সবার্তায় প্রকাশ্যে এই কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। বুধবার সুকান্তবাবু লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের নৈরাজ্যবাদী ভয়ভীতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে হিন্দু উৎসবগুলির শান্তিপূর্ণ উদযাপন বারবার বিপদের মুখে পড়ছে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো রাজ্যজুড়ে সরস্বতী পুজোর সময় সংঘটিত সহিংসতা ১. নন্দীগ্রামের সীতানন্দ কলেজে সরস্বতী পুজোর আয়োজন তীব্র পুলিশি পাহারার মধ্যে সম্পন্ন হয়, কারণ টিএমসি-পৃষ্ঠপোষিত আক্রমণের আশঙ্কা ছিল সর্বক্ষণ। ২. বহিরাগত টিএমসি নেতা সাব্বির আলির হুমকির পর যোগেশ চন্দ্র ল' কলেজে পুলিশি নিরাপত্তা ও হাইকোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে পুজো অনুষ্ঠিত হয়। ৩. নদিয়ার চাপড়ায় দুষ্কৃতীদের দ্বারা ' প্রতিমার অপবিত্রকরণ হিন্দুদের প্রতি চলমান শত্রুতার জ্বলন্ত প্রমাণ। ৪. হুগলির বলাই বেরিযা স্কুলে টিএমসি-সম্পৃক্ত ইসলামপন্থী গোষ্ঠী সরস্বতী পুজোর আয়োজন নিষিদ্ধ করে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশের নিরাপত্তার জন্য বারবার আবেদন জানালেও প্রশাসন নির্বিকার ছিল। ৫. তৃণমূল নেতা আলিমুদ্দিন মণ্ডলের হুমকির কারণে, হরিণঘাটা দাস বেরিযা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুলিশ ও আরএএফ-এর পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে দরজা বন্ধ করে সরস্বতী পুজো সম্পন্ন হয়। হিন্দুদের নিজেদের ধর্মীয় উৎসব পালন করতে হলে আদালতের হস্তক্ষেপ ও পুলিশের সুরক্ষা নিতে বাধ্য হতে হয়। এই ভয়াবহ ঘটনা প্রমাণ করে যে বাংলার ক্রমবর্ধমান ইসলামিকরণ ঘটছে। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছত্রছায়ায় প্রশ্রয়প্রাপ্ত উগ্রবাদীরা রাজ্যের মৌলিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছে। এই ঘটনাগুলি বাংলার হিন্দুদের জন্য এক সতর্কবার্তা, যাতে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটব্যাংক রক্ষার জন্য আশ্রয় দেওয়া এই রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত জিহাদি শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

মেধা ও যোগ্যতাকেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ যোগ্য মেধাবীরা যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে সরকারের নজর রয়েছে। দলীয় আনুগত্যকে প্রাধান্য না দিয়ে মেধা ও যোগ্যতাকেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। বুধবার আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে নিয়োগপ বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন কর্মচারিরা হচ্ছেন প্রশাসনের মূল চালিকা শক্তি। সরকারের নীতি, নির্দেশিকা, জনকল্যাণে গৃহীত কর্মসূচিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কর্মচারিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরার যুবক যুবতীরা যাতে রাজ্যে চাকরি পেতে পারেন তার জন্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ১৬,৪৫১ জনকে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে।

ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

বনস্পতি দে, হুগলি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভের পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিনে তিনি কুম্ভস্নান সারেন। গেরুয়া পোশাক পরে, গেরুয়া টিকা লাগিয়ে সঙ্গমে ডুব দিয়ে স্নান করলেন রচনা। সেই ভিডিও তিনি আপলোড করেছেন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়। কুম্ভের ব্যবস্থাপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে কুম্ভমেলা। তা চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৪৪ বছর পরে এই বছরের মহাকুম্ভর আয়োজন। প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করার জন্য সেখানে গিয়েছেন বহু মানুষ। বাদ পড়লেন না রচনাও। দুই মিনিট ১১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও বানিয়ে সেই ভিডিও তিনি পোস্ট করেছেন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, মহাকুম্ভ স্নান করতে আসা একটি ভাগ্যের

ব্যাপার। বসন্ত পঞ্চমী অর্থা সরস্বতী পুজোর দিন তিনি গঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিন নদীর সঙ্গমে তিনি স্নান করবেন বলে এসেছেন। এখানে এসে তিনি স্নান করে তাঁর পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছেন। গোটা কুম্ভের ব্যবস্থাপনা তাঁকে খুবই মুগ্ধ করেছে। কুম্ভমেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনা বলেন, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাকই লেগেছে। ভীষণ সুসংগঠিত। বাথরুম থেকে আরম্ভ করে, মানুষের থাকা থেকে আরম্ভ করে, যাঁরা হোটেলে থাকতে পারছেন না তাঁদের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ত্রিপল খাটিয়ে, কাপড় টাঙিয়ে ঢেকে দেওয়া যাতে মানুষ থাকতে পারেন মাথা গুঁজে। রাস্তার ওপরেও যাতে মানুষকে শুতে না হয়, তার উপরে কাপড় লাগানো রয়েছে। সবথেকে বড় কথা হোটেলে জায়গা নেই। থাকবে কোথায় গিয়ে মানুষ? যাঁরা ঢুকছেন, লাখো লাখো মানুষ হেঁটে ঢুকছেন। তাঁরা থাকবেন কোথায় ? তাঁরা যদি ব্রিজের তলায়ও থাকেন, সেটাও কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদা আলাদা করে বাথরুম তৈরি করা হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। সব জায়গায় বাথরুম। খুবই ভাল ব্যবস্থাপনা।

হুগলির বলাগড়ের খামারগাছির নার্সারি থেকে কয়েক কোটি টাকার গাছ গিয়ে পৌঁছেছে প্রয়াগরাজে

দুরন্ত বার্তা, বলাগড়, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের কুম্ভমেলার শোভা বৃদ্ধি করছে বাংলার বাহারি গাছ। হুগলির বলাগড়ের খামারগাছির নার্সারি থেকে কয়েক কোটি টাকার গাছ গিয়ে পৌঁছেছে প্রয়াগরাজে। বাহারি ফুল গাছ থেকে বিভিন্ন ডেকোরেশনের জন্য যে গাছ প্রয়োজন, তা সবটাই যোগান দিয়েছে হুগলির খামারগাছি নার্সারি। এতে যেমন একদিকে মহাকুম্ভের শোভা বৃদ্ধি করেছে বাংলার গাছ, তেমনি নার্সারি শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে এসেছে এই লগ্নির ফলে। হুগলির বলাগ। ব্লকের বলাগড়, জিরাট, খামারগাছিতে প্রায় দুই হাজার নার্সারি আছে। নার্সারি অ্যাসোসিয়েশান থেকে কোটি কোটি টাকার গাছ প্রয়াগরাজে পাঠানো হয়েছে বলে জানান, নার্সারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নবকুমার দাস। তিনি বলেন, বলাগড়ের দুই হাজার নথিভুক্ত নার্সারি আছে যারা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আছে। প্রায় দশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এখানে। এখন এই নার্সারি বড় শিল্প হয়েছে হুগলিতে। সব নার্সারি থেকে কমবেশি গাছ পাঠানো হয়েছে প্রয়াগরাজে। রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকেও গিয়েছে। মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে অনেক গাছ পাঠানো হয়। গোটা দেশে নার্সারি মালিকদের অ্যাসোসিয়েশন আছে। তাদের মাধ্যমে বরাত আসে। মূলত ফুটন্ত ফুলের গাছ পাঠানো হয়েছে। এক নার্সারি মালিক বলেন, ' কোটি টাকার একটা টেন্ডার পাশ হয়। আমাদের বলাগ। থেকে প্রায় দেড়শ কোটি টাকার গাছ গেছে। আমি নিজে দশ লক্ষ টাকার গাছ পাঠিয়েছি। কুম্ভমেলায় গাছ দিয়ে ভালোই লাভ হয়েছে। অপর এক নার্সারি মালিক বলেন, গোটা ভারতবর্ষে বলাগড়ের গাছ যায়। নেপাল ভূটান বাংলাদেশেও যায়। প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলাতেও গিয়েছে। মূলত সেখানে ডেকরেশান করে দিতে হবে এই চুক্তিতে ফল ফুলের গাছ পাঠানো হয়েছে।''

সমন্বয় কমিটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বিনিয়োগ এলে সরকারি স্তরে শিল্পপতিদের যেন কোন প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে পড়তে না হয় সেই জন্য রাজ্য সরকার একটি সমন্বয় কমিটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্য সচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে চলতি মাসেই এই সংক্রান্ত একটি শিল্প বিষযক সমন্বয় কমিটি তৈরি করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন। আজ নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনে তিনি বলেন এই কমিটি শিল্পের সঙ্গে জড়িত দমকল, পরিবেশ সহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

সুন্দরবন দেখানোর নামে এক দম্পত্তিকে অপহরণ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবন দেখানোর নাম করে দিল্লীর এক দম্পত্তিকে অপহরণ কান্ডে গ্রেফতার দুই। বাসন্তীর দুই যুবক দিল্লিতে গিয়ে ছিলেন কাজের সূত্রে। সেখানে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁকে সুন্দরবন ঘুরে দেখার আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে দিল্লি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন সাদ্দাম মোল্লা। ওই ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়।কাল বিলম্ব না করে স্ত্রী পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।পুলিশের তৎপরতায় বানচাল হয় অপহরণ।গ্রেপ্তার অন্যতম দুই অভিযুক্ত।পুলিশ সূত্রে জানা গেল,দঃ ২৪ পরগনার বাসন্তীর সেলিম মোল্লা ওঘুটিয়ারী শরীফের সৈয়দ আজগার আলি কাজের জন্য দিল্লিতে গিয়ে ছিলেন। সেখানে জনৈক সাদ্দাম মোল্লা নামে এক যুবকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। ওই দুই যুবক সাদ্দামকে সুন্দরবনভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। আর সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করে সাদ্দাম ও তাঁর স্ত্রী সোমবার ক্যানিং আসেন সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়ার জন্য।অভিযোগ, ওই দুই যুবক এলাকার একটি চায়ের দোকানে তাঁদেরকে বসিয়েছিলেন। এরপর তাঁরা সাদ্দামকে নিয়ে বেরিয়ে যান। চায়ের দোকানেই বসেছিলেন স্ত্রী। দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলেও স্বামী ও ওই দুই যুবক আর ফিরে আসেননি। এর পরই সন্দেহ হয় স্ত্রীর। শুরুতে তিনি কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন। পরে স্থানীয়দের সাহায্যে ক্যানিং থানায় যান ওই মহিলা। সব কিছু জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগ পেয়েই পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে। মোবাইল ফোনের লোকেশনও ট্রেসও করা হয়।আর তার পর ওদিন রাতে বাসন্তীর সোনাখালি এলাকা থেকে অভিযুক্তদের পাকড়াও করা হয়। উদ্ধার করা হয় সাদ্দামকেও। জানা গিয়েছে, প্রথমে সাদ্দামকে ঝ।খালিতে নিয়ে যাওয়া হয়।তাঁকে অপহরণ করে মোটা টাকা মুক্তিপণ দাবির উদ্দেশ্য ছিল ধৃতদের। মঙ্গলবার দুজনকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়। আদালতের বিচারক তাঁদের পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেয়।এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত আছে তা জানার চেষ্টার করছে পুলিশ।সাদ্দামের স্ত্রী উপস্থিত বুদ্ধিতে দ্রুত থানায় যাওয়াতেই তাঁদের ধরা সম্ভব হয়েছে।

হিন্দুদের নির্যাতিত হওয়ার ঘটনায় শঙ্কিত আরএসএস

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশে এবং এপার বাংলায় কিছু অংশে হিন্দুদের লাগাতার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় চিন্তিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। বুধবার সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র সহ-প্রচার প্রমুখ ডঃ জিষ্ণু বসু রাজ্যের কারও নাম না করে প্রকাশ্যেই দাবি করেন, রাজনৈতিক দল যদি এ ব্যাপারে ভুল করে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পক্ষ থেকে এদিন মানিকতলায় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। সেখানে জিষ্ণু বসুকে হিন্দুদের ওপর বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, কালিয়াচক, ধূলাগড়, খাগরাগড়-সহ কিছু অঞ্চল সংবাদে এসেছে।

ইলেকট্রিক নাগরদোলা থেকে পড়ে গোসাবায় মৃত্যু ঘটলো এক নাবালিকার,গ্রেফতার নাগরদোলার মালিক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ইলেকট্রিক নাগরদোলা থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু ঘটলো এক নাবালিকার।গ্রেফতার হলো নাগরদোলার মালিক। এক মুহূর্তে আনন্দ বদলে গেল শোকে। চলন্ত নাগরদোলা থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক তরুণীর। ঘটনাটি ঘটেছে দঃ২৪ পরগণার গোসাবার কুমিরমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মৃত তরুণীর নাম সায়ন্তনী মণ্ডল(১৭)। তাঁর মৃত্যুতে শোক নেমে এসেছে এলাকায়।ঐ নাগরদোলার মালিককে গ্রেপ্তার করেছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,সোমবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের কুমিরমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্দ্যোগে কুমিরমারীতে ৮দলীয় নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের সাথে ৫দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলার আয়োজন করা হয়ে ছিলো। ওদিন রাতে টলিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের অনুষ্ঠান ছিলো। সেই অনুষ্ঠান দেখতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিলো সেখানে।মেলায় ইলেকট্রিক নাগরদোলা চড়তে উঠেছিল কুমিরমারীর সায়ন্তনী মন্ডল, মানসী মন্ডল ও টুম্পা মন্ডল। হঠাৎ নাগরদোলা চড়ার সময় এই তিন জন ছিটকে পড়ে যায়।গুরুতর আহত হয় সায়ন্তনী মন্ডল নামে এক তরুণী। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় বেলভিউ নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হলে মঙ্গলবার ভোর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর জানাজানি হতে এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই বারুইপুরে মিলন মেলায় নাগরদোলা থেকে পড়ে আহত হয়ে ছিলো তিনজন। তবে সেবার প্রাণে বেঁচে যান আহত ব্যক্তিরা। আর এবার নাগরদোলা থেকে পড়ে মারা গেল ওই ছাত্রী। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনায় অমল মণ্ডল নামে ঐ নাগরদোলার মালিককে গ্রেফতার করেছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিস।

কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ এ আই ইউ টিউ সি র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাটঃ শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী চারটি কোড বাতিল করতে হবে। এমনটাই দাবি তুলে কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র বিরোধিতা করে বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন এ আই ইউ টিউ সি র কর্মী সমর্থকরা। বুধবার সারা ভারত যুক্ত ট্রেড ইউনিযনের ডাকে আগামী ২৫ শে ফেব্রয়ারি সারা ভারত বিক্ষোভ সমাবেশ হবে। সেই বিক্ষোভ সমাবেশকে সমর্থন জানাতে ও সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার যে বাজেট পেশ করেছে, সেই বাজেট শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী চারটি কোড বাতিলের দাবিতে বসিরহাটের বোটঘাট এলাকায় হয় এক প্রতিবাদ মিছিল সভা। সেই প্রতিবাদ সভা থেকে কেন্দ্র সরকারের বাজেটের বিরোধিতা করে প্রতিলিপি পুড়িয়ে তারা বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীদের দাবি মিড ডে মিলের কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করতে হবে, শ্রম আইন মেনে সরকারে নির্ধারিত মাইনে দিতে হবে। শ্রমিকদের স্বার্থে এমন বেশ কয়েকটি দাবি জানানো হয় এদিন। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে চলে এই কর্মসূচি। এই প্রসঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এসইউসিআই এর সদস্য অজয় বাইন বলেন,'কেন্দ্র সরকারের এই বাজেট আমরা মানিনা, শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী চারটি কোড বাতিল করতে হবে, শ্রমিকদের স্বার্থে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করতে হবে, আমাদের এই দাবি মানা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো'।

উড়িষ্যায় কাজে গিয়ে বহুতল থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল সুতির পরিযায়ী শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উড়িষ্যায় রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়ে মৃত্যু হল পরিযায়ী শ্রমিকের। জানা যায়, বহুতল নির্মাণের কাজ চলাকালীন তিনতলা থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু হয় শ্রমিকের। উপযুক্ত সুরক্ষা এবং নির্মাণকারী সংস্থার গাফিলতির কারণেই এই মৃত্যু, এমনটাই অভিযোগ মৃতের পরিবারের। মৃতের নাম রবিউল শেখ, বয়েস ২৩বছর। সুতির দিহি গ্রাম এলাকার বাসিন্দা। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা মাকে রেখে উড়িষ্যায় রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে একটি নির্মাণে কাজ করছিলেন রবিউল। জানা যায়, কাজ চলাকালীন তিনতলা থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় সুন্দরগড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়। সুন্দরগড় হাসপাতাল থেকে তাকে রেফার করে দেওয়া হয় উড়িষ্যার ভুলনা হাসপাতালে। ভুলনা হাসপাতলে তিনদিন চিকিৎসার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রেফার রেফার

করে দেয় রবিউলকে। উড়িষ্যা থেকে রবিউল কে আনা হয় কলকাতায়। কলকাতার এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে, ১ তারিখে মৃত্যু হয় রবিউলের। পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর খবর পেয়ে নার্সিংহোমে পৌঁছালে পরে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পুলিশি ঝঞ্ঝাট দেখিয়ে পরিবারের হাতে রবিউলের মৃতদেহ ছাড়তে গরিমসি করে। অবশেষে সাহায্যের দাবি নিয়ে পরিবারের লোক দ্বারস্থ হয় সুতি থানার আধিকারিকদের কাছে। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ শুনে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয় সুতি থানার তরফ থেকে রবিউলের পরিবারকে। সুতি থানার অফিসার ইনচার্জ বিজন রায় এবং এ এস আই সমর হালদারের তত্ত্বাবধানে অবশেষে দুদিন পর মঙ্গলবার রবিউলের দেহ হাতে পায়ে পরিবার। রবিউলের দেহ মঙ্গলবার গভীর রাতে বাড়ি ফেরার পর, আজ তার জানাযার হবে। তার আগে আজ সকালে এএসআই সমর হালদার সমবেদনা এবং গভীর শোক জানিয়ে শোকাহত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন তিনি।

কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল মাইক্রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত নির্মাল্য বিশ্বাস দেবব্রত রায় চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল মাইক্রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে রিজিওনাল ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হল নির্মাল্য বিশ্বাস পরিচালিত তিনটি ফিল্ম। পাঁচশটি দেশের পাঁচানব্বইটি চলচিত্র প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হয় এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। নির্মাল্য বিশ্বাস নিজে পেলেন দুটি এওয়ার্ড। 'হলুদ বসন্ত' ফিল্মে অভিনয়ের জন্য তিনি পেলেন বেস্ট সাপোর্টিং এক্টর এওয়ার্ড। তাঁর কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় নির্মিত 'বৃষ্টি ভেজা আকাশ' এর জন্য তিনি পেলেন বেস্ট স্ক্রিন-প্লে এওয়ার্ড। এছাড়াও তাঁর চিত্রনাট্য ও পরিচালিত 'জলতরঙ্গ জীবন' এর জন্য রীতা ঘোষ পেলেন বেস্ট স্টোরি এওয়ার্ড। মৌলালী যুব কেন্দ্রে ফেস্টিভ্যালের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা অরিন্দম গাঙ্গুলী, দেবদূত ঘোষ, চিত্রপরিচালক শতরূপা সান্যাল, সাহিত্যিক চুমকি চট্টোপাধ্যায়, জয়তী রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ফেস্টিভ্যালের চেয়ারপার্সন নীলাঞ্জন ভৌমিক জানান, চলচ্চিত্র উসবে একে অন্যের ছবি দেখে পরষ্পরকে উসাহ দিলেই তাঁদের এই প্রচেষ্টা সার্থক।

হালকা কুয়াশায় মৃদু শীতের আমেজ, ১৯ ডিগ্রিতে কলকাতার তাপমাত্রা

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলে তাপমাত্রা নামলেও, বুধে নামল না। পশ্চিমবঙ্গে শীতের খামখেয়ালিপনা অব্যাহত। বুধবার সকালে হালকা কুয়াশায় মৃদু শীতের আমেজ অনুভূত হল শহর ও শহরতলিতে। মহানগরী কলকাতায় এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৮ ডিগ্রি বেশি। ফের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে আপাতত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার ওঠা-নামা অব্যাহত থাকবে। ফেব্রুয়ারি প্রথমার্ধে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাঝে মাঝে কমলেও, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় কনকনে ঠান্ডা প।ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের ৭ জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের ৩ জেলায় ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে। উত্তরবঙ্গে স্বভাবিকের কাছাকাছিই থাকতে পারে তাপমাত্রা। বুধবার সকালে কুয়াশার আধিক্য ছিল শহর ও শহরতলিতে। বেশ কয়েকটি জেলায় সকাল ৯টা পর্যন্ত কুয়াশা ছিল। তবে বেলা বাড়তেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে, কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

অতিরিক্ত পণ বাবদ মোটরবাইক না দেওয়ায় গৃহবধূকে শ্বাস রোধ করে খুন

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বিয়ের মাস পাঁচেক পর থেকেই গৃহবধূকে বাপের বাড়ি থেকে অতিরিক্ত পণ বাবদ অত্যাধুনিক মানের একটি মোটর বাইকের দাবি করছিল স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। চাহিদা মত ওই মোটরবাইক দিতে না পারায় মাঝেমধ্যেই গৃহবধুর উপর অত্যাচার চালাত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। ওই মোটর বাইক না দেওয়ায় গৃহবধূকে শ্বাস রোধ করে খুন করার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো, মাটিয়া থানার অন্তর্গত স্বরূপনগর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত মাস সাতেক আগে হাসনাবাদের বরুনহাট রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালুতলা গ্রামের বছর ২৪ এর তুহিনা পারভীনের সঙ্গে বিয়ে হয় মাটিয়ার স্বরূপনগর এলাকার বছর ২৭ এর সাব্বির আহমেদের সঙ্গে। বিয়ের সময় নগদ অর্থের পাশাপাশি আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাংসারিক জিনিস পণ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের মাস পাচকের পর থেকেই অতিরিক্ত পণ বাবদ একটি অত্যাধুনিকমানের মোটর বাইকের দাবি করছিল। অভিযোগ সেই দাবি মতো মোটরবাইক না দেওয়ায় মঙ্গলবার দুপুরবেলায় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা শ্বাসরোধ করে তাকে খুন করে। ওই গৃহবধূকে খুন করে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ধান্যকুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে শারীরিক ভাবে অসুস্থ বলে। ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকেরা খবর পেয়ে ধান্যকুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে দেখে তার মেয়ের গলায় ও শরীরের একাধিক জায়গায় ক্ষত চিহ্ন। তাদের দাবি তার মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। এমনটাই ঘটনার বিবরণ জানিয়ে বুধবার মাটিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে গৃহবধুর বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে। ঘটনার পর পলাতক স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। এই প্রসঙ্গে মৃত গৃহবধুর বাবা খলিলুর রহমান গাজী জানান, 'বিয়ের সময় মোটা অংকের টাকা সাংসারিক জিনিসপত্র ও সোনার গহনা দিয়েছিলাম, তারপরেও একটি মোটর বাইকের দাবি করেছিল অর্থের জন্য দিতে পারিনি, মোটর বাইক দিতে না পারার জন্য আমার মেয়েকে খুন করলো, আমি দৃষ্টান্তমূলক সাজার দাবি জানাচ্ছি'।

দুর্গাপুজোর কার্নিভাল প্রতিরূপ যেন ফুটে উঠল সরস্বতী পুজোর কার্নিভাল

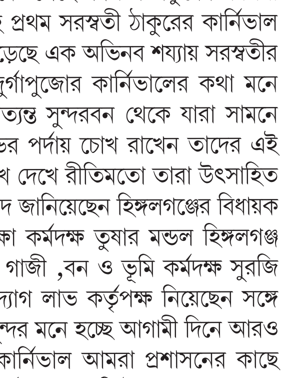

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার সরস্বতী পূজোর কার্নিভাল দেখল প্রান্তিক মানুষেরা উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের প্রত্যন্ত সুন্দরবনের দুলদুলি কোটাবাড়ি আয়োজন করলো সরস্বতী ঠাকুরের প্রদর্শনী সুন্দরবনের ৩২ টা সেরা সেরা সরস্বতী থিম ও ঠাকুর প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে তাদের আজ কার্নিভাল শুরু হল মঙ্গলবার সন্ধ্যা বেলায় সর্বসেরা প্রতিমা ও তাদের থিম নিয়ে বিশেষ বিশেষ ট্যাবলো বাংলার লোকসংস্কৃতি কৃষ্টি কালচার পরিবেশবান্ধব রংবেরঙের আতশবাজির রোশনায় আকাশ আলোকিত করে এগিয়ে চলেছে সরস্বতী ঠাকুরের প্রদর্শনী আর রাস্তার দু'ধারে অবনতি মানুষ এই প্রথম সরস্বতী ঠাকুরের কার্নিভাল দেখে রীতিমতো আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছে এক অভিনব শয্যায় সরস্বতীর ঠাকুরের কার্নিভাল দেখে রীতিমতো দুর্গাপুজোর কার্নিভালের কথা মনে পড়ে গেল প্রান্তিক মানুষদের যারা প্রত্যন্ত সুন্দরবন থেকে যারা সামনে থেকে কার্নিভাল দেখতে পায় না, টিভির পর্দায় চোখ রাখেন তাদের এই সরস্বতী পুজোর কার্নিভাল নিজের চোখে দেখে রীতিমতো তারা উৎসাহিত আনন্দিত এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মন্ডল হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত শিক্ষা কর্মদক্ষ তুষার মন্ডল হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহীদুল্লাহ গাজী ,বন ও ভূমি কর্মদক্ষ সুরজি বর্মন। বিধায়ক বলেন এই ধরনের উদ্যোগ লাভ কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করেছি এটা প্রথম সুন্দর মনে হচ্ছে আগামী দিনে আরও বেশি বড় করে যাতে করা যায় এই কার্নিভাল আমরা প্রশাসনের কাছে জানাবো আপনারা জানেন ইতিমধ্যে দুর্গাপুজো হেরিটেজ ঘোষণা হয়েছে শহর এবং জেলা সদর গুলোতে দুর্গা কার্নিভাল হয় আমাদের এখানে অত্যন্ত বড় এবং জনপিয় সরস্বতী পুজো গুলো হয আমরা চাইবো আগামী দিনে এই সরস্বতী পূজোর কার্নিভালতে আরো ভালো সুন্দর করে তুলে ধরার জন্য মানুষের কাছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৬৭ সংখ্যা, শুক্রবার ২৩ মাঘ, ১৪৩১

বাংলার গোটা সেদ্ধ

বাঙালীর গোটা সেদ্ধ। রবি ও সোমবার সরস্বতী পুজোর পর অনেক বাঙালির বাড়িতে, বিশেষ করে ঘটি পরিবারদের মধ্যে, গোটা সেদ্ধ খাওয়া হয়ে থাকে। আসুন জেনে নিই কেন খাওয়া হয় এই গোটা সেদ্ধ,। পঞ্চমীর দিন সরস্বতী পুজোর পরেরদিনই সকালে ষষ্ঠী তিথিতে হয় ষষ্ঠী পুজো। তাই সরস্বতী পুজোর দিনই সকালে বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গৃহস্থরা। চড়া দাম হলেও বাজার থেকে বাছাই করে গোটা সেদ্ধর সামগ্রী হিসাবে শিষ পালং, গোটা মুগ, গোটা বেগুন, গোটা শিম, গোটা কড়াইশুটি, টোপা কুল, সজনে ফুল কিনে আনেন তাঁরা। পুজো মিটে গেলে বিকেলের দিকে পরিষ্কার হাঁড়িতে শুরু হয় গোটা রান্না। কোনও সবজি না কেটেই হাঁড়িতে দিতে হয়, তাই তা গোটা সেদ্ধ নামেই পরিচিত। সেদ্ধ হয়ে গেলেই গোটা রান্না শেষ। কেউ কেউ গোটা রান্নায় মশলা দেন। আবার অনেকেই মশলা ছাড়াই গোটা রান্না করেন। ফুল, প্রসাদ দিয়ে বাড়ির শীল, নোড়ার পুজো হয়। পুজোর সময় দইয়ের ফোঁটা দেওয়া হয় শীল-নোড়ার গায়ে। পুজো শেষে সেই দইই আগের দিনের রান্না করা খাবারে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এদিন কিন্তু সকাল থেকে বাড়িতে আগুন জ্বালানো হয় না। অনেকটা অরন্ধনের মতো এই পার্বণ নিয়ে সরস্বতী পুজোর পরদিন বেশ একটা অন্য আবহ তৈরি হয়। কিন্তু কেন হয় ঠিক এই সময়ে? যেহেতু এই সময়কালে মরশুম বদল হয় আর রোগ জীবাণুদের ঘোরাফেরা লেগেই থাকে। পক্স, ইনফেকশন, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ হয়। তাই শরীর ঠান্ডা রাখতে গোটা সেদ্ধ খাওয়া হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। নানান রোগ থেকে দূরে থাকতে ও শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এই গোটা সেদ্ধতে থাকা মরশুমি সবজিরা ভূমিকা নেয়। কারণ এই পদে সব সবজি সেদ্ধ করা হয়। ফলে গুণাগুণের বেশিরভাগই শরীরে যায়। তাই এই সময় ঘরে ঘরে অরন্ধন পালন করা হয়গ্ধআগের দিন রান্না করে এদিন গোটা সেদ্ধ খাওয়ার নিয়ম। গ্যাস-উনুনের পাশাপাশি এদিন বাঙালি বাড়িতে শিল নোড়াকেও বিশ্রাম দেওয়ার নিয়ম। যেহেতু ষষ্ঠী তাই এই সময়কার ৬ রকম মরশুমি সবজি একসঙ্গে গোটা সেদ্ধ করে খাওয়া হয় বলে একে বলা হয় গোটা সেদ্ধ। উপকরণ গুলি দেখলেই বোঝা যায় যে এটি একটি নিতান্ত লোক উৎসব। খুব একটা গোঁড়ামি নেই। দেশি বেগুন, শিষ পালং শাক, সিম, কুল, সবুজ মুগ কড়াই, সর্ষের তেল, হলুদ গুঁড়ো, জিরে, পাঁচফোড়ন, নুন, চিনি ও আদাবাটার সাথে মিশে গেছে একেবারে ইউরোপীয় সব্জি আলু, রাঙা আলু, মটরশুঁটি আর লঙ্কা। আর ইউরোপীয় সব্জি দেখে অনুমান করা যায় যে এই উৎসব প্রায় ১৫০ থেকে ১৭৬ বছর পুরনো। তার বেশি না। আর ঠিক এই সময়েই বাংলার স্কুল কলেজে সরস্বতী পুজো শুরু হয়েছিল। এটি সরস্বতী পুজোর একটি অতিরিক্ত বোনাস। তবে খেতে ভালো। আগেকার সময়ে টোলগুলিতেও সরস্বতী পুজো হতো। তখন আবার প্রতিটি বাড়িতে গোটা সেদ্ধর রেওয়াজ ছিল। আজকে গোটা সেদ্ধর দিন ক্রমশ ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এটা ঘর পার্বন আরকি।

ননসেন্স কবি সুকুমার রায়

হাড় হিম করা মাঘের শীতেই জ্বরটা বাঁধিয়েছিলেন সুকুমার রায় । কালাজ্বর। ১৯২১ সালে সেই যে অসুস্থ হলেন, ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তার যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। দু'বছরব্যাপী যন্ত্রণার ভিতর তিনি যা যা লিখে গিয়েছিলেন, প্রায় সবই এমন হাস্যকর যে স্রেফ্ হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুকুমার রায় ব্যক্তিটি কি নেহাৎই 'ননসেন্স' ছিলেন, না হলে মৃত্যুর প্রহর গুনতে গুনতে কেনই বা খামোখা একের পর এক পরাবাস্তব কৌতুক কাহিনি রচনা করতে যাবেন! এ শুধু পরাবাস্তবই নয়, স্যাটায়ারেরও ঊর্দ্ধে। ১৯২১-এ কালাজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পর ওই বছরই মে মাসের শেষ দিকে দার্জিলিঙে লুইস জুবিলি স্যানিটোরিয়ামে ছিলেন কিছু দিন, চিকিৎসার্থে। তার কিছু দিন আগেই, ২ মে তাঁর 'খোকা'র জন্ম হয়েছে। আর দু'বছরব্যাপী যন্ত্রণার ভিতর তিনি জন্ম দিয়েছিলেন, আবোল তাবোল, হেঁয়ালি নাট্য, রাজার অসুখ, খোকার ভাবনা, লড়াইবাজ জানোয়ার, মানুষমুখো, বুমেরাং, হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রি, আকাশবাণীর কল, আরও কত গল্প, নাটক, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ। ১৯২২ সালের ৮ জানুয়ারি গিরিডির 'হোম ভিলা' থেকে শিশিরকুমার দত্তের স্ত্রীকে পাঠানো একটি কবিতা থেকে জানা যায় তখন তিনি সেখানে। সম্ভবত এই সময়েই তিনি লিখেছিলেন 'হ য ব র ল' গল্পটি। 'জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে এমন রসিকতা আর কোনও রসস্রষ্টার পক্ষে পম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।' এ-কথা সত্যজিৎ লিখেছিলেন ১৯৭৩ সালে সুকুমার রচনাবলীর ভূমিকায়। 'অসম্ভবের ছন্দ' প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ লেখেন; ছোটদের জন্য লেখা তাই খুব শক্ত কাজ। লেখক যদি মনে করেন চলতি সমাজের মূল্যগুলিকে ভাঙতে চান তিনি, ছোটোদের মন থেকে সরিয়ে দিতে চান ভুল সংস্কারগুলিকে, আর এইভাবে তার সামনে সাজিয়ে দিতে চান জীবনযাপনের একটা স্বাস্থ্যময় ছবি, তাহলে কীভাবে সেটা করবেন তিনি?... তাই অনেক সময়ে তাঁকে খুঁজে নিতে হয় হাসির চাল, খেয়ালখুশির হালকা হাওয়ায় তিনি করতে পারেন সেই কাজ... ঠিক এই কারণেই সুকুমারের লেখা বিশেষ ভাবে সাবালক পাঠ্য বলে মনে করতেন বুদ্ধদেব বসু। ছন্দমিল, চরিত্রসৃষ্টি, কবি কল্পনায় তিনি সাবালক। এবং অবশ্যই 'সিরিয়াস' ভঙ্গি করা বহু সাহিত্যিকের চেয়ে তাঁর কলম অনেক বেশি সাবালক। কথাটা চমৎকার ভাবে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল। 'হ য ব র ল', 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী', 'আবোল তাবোল'-এর লেখাগুলি জীবনের শেষ পর্যায়েই তৈরি, অথচ গভীর অন্তর্দৃষ্টির ছাপ, পরিণত শিল্পীর ছোঁয়ায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

জীবনটা হচ্ছে লড়াই। লড়াই দিয়ে জয় করতে হবে প্রতিকূল অবস্থাকে। ঠাকুর বলছেন, আমরা সবাই এই ধরনীতে এসেছি কিছু কাজ করতে। সেই কাজ আমাদের করে তবেই এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। আমরা সবাই কাজের জন্য এই ধরনীতে আবির্ভূত হয়েছি। আমাদের যার যা কাজ সমাপ্ত করে তবেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। তার আগে যাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই। ভগিনী নিবেদিতা বলতন, মায়ের ওপর ভরা রাখতে হবে। নিজের শক্তির ওপরে ভরসা রাখতে হবে। নিজের শক্তি ওপরে ভরসা রেখে চলতে হবে। কাজ করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত মাতা। মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মোহনবাগান দলের খাঁটি সমর্থক টেনিদার দলে ইস্টবেঙ্গল সমর্থক থাকলেও তাকে হাস্যরসের রসায়নে পূর্ণতা দিতেন লেখক নারায়ণ

রবীনন্দ্রকুমার শীল

১৯১৮সালের সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। টেনিদার স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আপলোগকা দাদা কালচার জবরদস্ত হ্যায়। এক পাঁচমেশালী সাহিত্য আড্ডায় মন্তব্যটা করেছিলেন এক হিন্দিভাষী বন্ধু।তিনি নিজ ভাষায় টুকটাক সাহিত্যচর্চা করেন। যে সময়ের কথা বলছি, সেসময়ে একজনই বাঙালি দাদা কেরিয়ারের মধ্যগগনে বিরাজ করছেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তবু একটু কৌতূহলের সুরে জিগ্যেস করেছিলাম, যেমন? ওই যে আপনাদের সব দাদারা আছেন না, ফেলুদা, টেনিদা, ঘনাদা। খুব অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, আপনি পড়েছেন? না। তবে অফিসে অনেক বাঙালি আছেন। শুনেছি অনেকবার। সাহিত্যের চরিত্র। জানেন এই চরিত্রগুলো কোন লেখকদের সৃষ্টি? ফেলুদাটা জানি। সত্যজিৎ রে। টিভিতে দেখেছি। শশী কাপুর রোলটা করেছিল। বাকি দুটো খনা। ঘটনাটা এতদিন পরেও মনে আছে একটাই কারণে, সৃষ্টি স্রষ্টাকে ছাপিয়ে অমর হয়ে যাওয়ার এমন উদাহরণ চোখের সামনে বড় একটা দেখিনি। অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে কিছু লিখতে বসে এই ঘটনাটা তাই প্রথমেই মনে পড়ল। তবে প্রথমে এটাও স্বীকার করে নিই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আমার অন্যতম প্রিয় সাহিত্যিক হলেও তাঁর রচনা পাঠ আমি কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবেই করেছি। বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হলেও তাঁর সমগ্র রচনাবলী আমার পড়া হয়নি। একজন সাহিত্যিক সম্পর্কে একজন পাঠকের নির্মোহ সম্যক ধারনা হওয়া সম্ভব নিবিষ্ট চিত্তে তার সমগ্র রচনাবলী পড়ার পরই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জীবিত ছিলেন মাত্র ৫২ বছর। মারা যাওয়ার ৪৮ বছর পরে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই শুরু করতে হবে, আজ কেমনভাবে তিনি বিরাজ করছেন বাঙালির মননে। কেন আজও টেনিদাকে ঐতিহাসিক চরিত্র মনে না হয়ে সমসাময়িক চরিত্র বলে মনে হয়। অথবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে চটজলদি আমরা কি মনে রাখব শুধুই টেনিদার জন্য? এর উত্তর অবশ্য একটা আছে। আমার মত অসংখ্য বাঙালি পাঠকের মনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রিয় সাহিত্যিক হওয়ার বীজটি বপন করে দিয়েছেন সেই কোন কিশোর বয়সে টেনিদা চরিত্রটি দিয়ে। অথচ যিনি এই টেনিদা চরিত্রের অমরস্রষ্টা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরকে দেখলে মনে প্রশ্ন জাগবেই, কিভাবে তিনি এই চরিত্র সৃষ্টি করলেন? এককালে স্বদেশী করেছেন। বামপন্থায় আস্থা ছিল। পরবর্তীকালে পেশাগতভাবে ভাবগম্ভীর অধ্যাপক। অধ্যাপক ছিলেন জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজ, সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জীবনানন্দ। ছাত্র ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মত কৃতি মানুষেরা। তাঁর তো স্বাভাবিক ঝোঁক থাকা উচিত ছিল গুরুগম্ভীর কাব্য, গদ্য বা প্রবন্ধ চর্চায়। অথচ তিনি হয়ে উঠবেন টেনিদার স্রষ্টা? তাই সেই আলোচনার যাওয়ার আগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামগ্রিক সাহিত্য সৃষ্টিটা একবার দেখে নেওয়া উচিত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাট্যকার, চিত্রনাট্যকার, প্রাবন্ধিক , সৃজনের সব শাখাতেই তাঁর ছিল অবাধ, স্বচ্ছন্দ্য এবং সফল বিচরণ। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সময়কালের একদিকে ছিল পরাধীন ভারত, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ধর্ম এবং বর্ণ বিদ্বেষে জর্জরিত সমকালীন সমাজ। আর এক দিকে ছিল স্বাধীন ভারত, রাজনীতি, বেকারত্ব, শ্রেণী বৈষম্য, দাঙ্গা, খাদ্য ও নানান সামাজিক সমস্যা। যেকোনও সাহিত্যিকের রচনায় সমকালীন সমাজ প্রভাব ফেলবেই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম ছিলনা। 'সোনালী বাঘ' গল্পে তিনি লিখেছেন, 'চলুক, চলুক, যুদ্ধ চলুক। বোমারই বুম নয়, ব্যবসায় বুম, চায়ের বাজারে বুম। যুদ্ধ দেবতার কুঠার মানুষকে হত্যা করে, কিন্তু তার ফলটা সোনায় তৈরি। আবার 'হাড' গল্পে তিনি লিখেছেন, 'চাকরি পাচ্ছ না যুদ্ধের বাজারে? এম.এ. পাশ করে কেরানীগিরির উমেদারি করছ? বী এ ম্যান ইয়াং ফ্রেন্ড, বেরিয়ে পড় অ্যাডভেঞ্চারে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য চর্চার শুরু কিন্তু কাব্য দিয়ে। ১৯৪০ সালের ভারতী পত্রিকার কবি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার একটি উদাহরণের দিকে তাকানো যাক। কবিতাটির নাম দ্বয়ী। দু'পর্যায়ে বিভক্ত এই কবিতাটির প্রথম পর্যায়ের প্রথম চারটি লাইন হল ,

আমার আকাশে সখি, বিচ্ছেদের অন্তিম গোধূলি, মৃত্যুর মলিন-বর্ণে প্রসারিছে প্রাণের প্রান্তরে ,প্রত্যাশার রক্তরাগে ক্ষীয়মাণ রবি রশ্মিগুলি, আত্মহত্যা করিয়াছে তিমিরের অতল সাগরে, অথবা ফিরে দেখা যাক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত 'নীড় ও দিগন্ত' উপন্যাসের অন্তর্গত একটি কবিতার কয়েকটি লাইন- 'আমার বিদায়-ক্ষণে, কানন কুঞ্জে কেঁদে উঠিবে না, মর্মর গুঞ্জনে

এখানে উল্লেখযোগ্য এই লাইনগুলি লেখার সময় কবির বয়সকাল মাত্র ২২-২৩ বছর। অথচ এক তীব্র বৈরাগ্য, এক আধ্যাত্মিক জীবনবোধ তাঁর কবিতার প্রতিটি ছত্রে। মনে হতেই

পারে এরপর সমকালীন আগ্রহী পাঠকরা চেয়ে থাকবেন এই ধারার লেখার জন্য। কিন্তু তাঁর সাহিত্য জীবনের পরবর্তী তিরিশ বছরের পথকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চেনা রাস্তার বাইরে নিরন্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন নিত্যনতুন অজানা রাস্তা। সে নিজের রচনার জন্যই হোক বা অন্যের রচনাকে অবলম্বন করে নিজের ভাবনা চিন্তা প্রসারের জন্যই হোক। এভাবেই নিজের উপন্যাস 'উপনিবেশ' বা 'পদসঞ্চার' অথবা অন্যের লেখা মূল উপন্যাসের নির্জাসকে প্রতিপাদ্য করে সিনেমার জন্য 'কপালকুণ্ডলা' বা 'ইন্দিরা'র চিত্রনাট্যে তিনি উজাড় করেছেন তার ভাবনার বিস্তার। নিজের স্বতন্ত্রতার স্বাক্ষর রেখেছেন অসংখ্য ছোটগল্প এবং প্রবন্ধতে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প, 'পাশাপাশি'। প্রকাশ কাল সম্ভবত ১৯৪৩। সাতটি গল্প নিয়ে প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'বীতংস'। এরপর নিয়মিত ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছে তার একটির পর একটি গল্পগ্রন্থ- ভাঙাবন্দর' (১৯৪৫), 'কালাবদর' (১৯৪৮), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৯৫১), 'শ্বেতকমল' (১৯৫১), 'গন্ধরাজ' (১৯৫৭) ইত্যাদি। শেষ গল্পগ্রন্থ 'শিলাবতী' (১৯৬৪)। নিয়মিত ব্যবধানে প্রকাশিত এই গল্পগ্রন্থ, উপন্যাস এবং সিনেমার চিত্রনাট্য কোথাও যেন হারিয়ে ফেলেছিল সেই আধ্যাত্মিক জীবনবোধে জারিত তরুণ কবিকে। কিন্তু তাঁর বুদ্ধিমেধার স্পর্শ একই রকম ভাবে রয়ে গিয়েছে তাঁর প্রতিটি রচনায়। এর মধ্যেই উল্লেখ্য টেনিদার চারমূর্তি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। অর্থাৎ স্থিতিশীল এক ধারার জঁরের বাইরে বেরিয়ে এসে নতুন নতুন রসের খোঁজ।

তবে শিশুসুলভ চাপল্যে ভরপুর টেনিদা হোক বা অন্য গম্ভীর ছোটগল্পই হোক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ যত্নশীল ছিলেন গল্পের টেকনিকের প্রতি। আমার পাঠ করা তাঁর কোনও গল্পেই আলগা বুনন দেখিনি। ইতিহাস, পরম্পরা এবং রোম্যান্টিসিজমকে তিনি সরল প্রবাহে রাখতেন। অথচ গল্পের

অভিঘাতকে গভীরভাবে বুনে দিতেন পাঠকের হৃদয়ে। 'বীতংস' গল্পের সুন্দরলাল ভেকধারী সাধু চরিত্রটির সঙ্গে সরল সাঁওতালদের বিশ্বাস সেরকম একটি উদাহরণ।

আবার 'হাড়' গল্পটিতে ইতিহাস, রাজনীতি এবং সমকালীন সমাজের এক সুন্দর মিশেল পাই, যার একটি উদাহরণ আগেই দিয়েছি। অতি নাটকীয়তাকে যেমন সচেতনভাবে পরিহার করেছেন তেমনই ধারালো রাখার চেষ্টা করেছেন সংলাপকে।

কোনও কোনও সমালোচক বলে থাকেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা সমগ্রকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। 'ফর দ্য ক্লাস অ্যান্ড ফর দ্য মাস' অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ পাঠ্য এবং সর্বজন পাঠ্য। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রচনাতে খুব কঠিনভাবে বাক্যবন্ধ বা ভাবনা প্রকাশ করতেন না যাতে সর্বজন পাঠ্যের অন্তরায় হয়ে যায়। বরং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত শব্দচয়ন বা উপমার প্রয়োগ তাঁর রচনাকে সুখপাঠ্য এবং জনপ্রিয় করেছে। এই বিষয়ে উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'সুনন্দর জার্নাল' ধারাবাহিক কলমটি। সমসাময়িক ঘটনাবলী, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে আরম্ভ করে ইতিহাস, দর্শন, প্রকৃতি বিভিন্ন বিষয়কে অত্যন্ত নির্মেদ উপায়ে তিনি উপস্থাপন করে গিয়েছেন।

শুরু করেছিলাম টেনিদা দিয়ে। শেষও করব টেনিদা দিয়ে। একথা বহুশ্রুত যে পটলডাঙা স্ট্রিটে সাহিত্যিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকতে এসে তাঁকে দেখে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নির্মাণ করেছিলেন ভজহরি মুখার্জ্জী ওরফে টেনিদা চরিত্রটি। ফেলুদার মধ্যে অনেকে সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিত্বের আদল খুঁজে পান বা ঘনাদার মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। তাহলে কি টেনিদার মধ্যে একটুও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং নেই? আসলে তুলনামূলক ভাবে ফেলুদাকে যদি মধ্যবিত্ত বনেদি খাঁটি বাঙালি মনে হয় বা ঘনাদাকে এক স্বপ্নদর্শী বাঙালি, সেখানে টেনিদা হচ্ছে এক জীবনযুদ্ধে হেরেও না হেরে যাওয়া আপামর আটপৌরে বাঙালি। বাঙালির সেই জিনটা সঠিক চিনে ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর সেই জিন এখনও আমরা আমাদের রক্তে বয়ে নিয়ে চলেছি। তাই টেনিদা এখনও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক এবং জনপ্রিয় চরিত্র।

আর্থর কোনান ডয়াল শার্লক হোমসকে একবার মেরে ফেলেও প্রভূত পাঠকরোষে বাধ্য হয়েছিলেন তাকে ফিরিয়ে আনতে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর পর বাঙালি পাঠকের আর সেই উপায় ছিল না। কিন্তু প্রবল হাহাকার ছিল। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে সপার্ষদ টেনিদাকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন লেখক পত্নী আশা দেবী। লিখতে হয়েছিল টেনিদাকে নিয়ে নতুন উপন্যাস, ছোটগল্প। চরিত্রের জনপ্রিয়তার এমন উদাহরণ বিশ্বসাহিত্যে কটা আছে? তাই আজও প্রথমেই বলা হিন্দীভাষি বন্ধুর সঙ্গে আলাপচারিতাটা মনের মধ্যে টাটকা। সৃষ্টি যে স্রষ্টাকে হারিয়ে দিতে পারে সেই স্রষ্টার জন্য একবুক গর্ব হয় বইকি।

আমাকে একটু সকাল সকাল অফিস যেতে হয়। আমহার্স্ট স্ট্রিট দিয়ে বউবাজারের দিকে যেতে রোজই চোখে পড়ে পুরসভার ছোট্ট সবুজ বোর্ডটা। পটলডাঙা স্ট্রিট। সকালের শান্ত শহর। আরও শান্ত পটলডাঙা স্ট্রিটের গলিটা। মনে হয় গাড়ি থামিয়ে কাচটা নামালেই ওই শান্ত গলিটা দিয়ে ভেসে আসবে সেই শব্দগুলো, 'ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস। ইয়াক। ইয়াক।' মনে হয় পঞ্চাশ বছর পরও টেনিদা ওখানেই আছে। শান্ত সৌম্য হাসিমুখে বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন সুদর্শন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও। একটু পরেই শহরটা আবার যখন দমবন্ধ চঞ্চল হয়ে উঠবে, উনি নেমে আসবেন ওঁর লেখার টেবিলে। সেই কিশোর বয়সে মাথার মধ্যে যে মুগ্ধতার বীজটা বপন করে দিয়েছিলেন সেটা যে আজ মহীরূহ হয়ে গিয়েছে।

টেনিদা এবং তার দলবল ছিল একেবারে মোহনবাগান ক্লাবের সমর্থক? তবে ক্যাবলা এবং প্যালারা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক। মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলের ফুটবল খেলা হলেই টেনিদার দল দুইভাবে বিভক্ত। তবে কারোর সঙ্গে হাতহাতি হতো না। দল জিতলেই ছিল খাওয়া।

প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বেশি স্বার্থপর বলেই আজকে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর ধ্বংসরূপ দেখতে পাচ্ছি

বিশেষ প্রতিবেদক

পৃথিবীর সব সম্পর্ক ভালো রাখতে গেলে একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়,সম্পর্ক শুধু মুখে বললেই হয় না বা শুধু স্বার্থের জন্য যখন আমার যখন যাকে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু তাকে ব্যবহার করে নিয়ে তারপর তার জীবনের

অন্যান্য ভালো-মন্দে,তার দুঃখে, তার আনন্দে,তার রোজনামচায় যদি আমাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া না যায়;সেটা সম্পর্কই নয়। সেটা শুধু স্বার্থের সম্পর্ক,সেটা শুধু কর্তব্য বা দায় হতে পারে;একটা সুস্থ সম্পর্ক কখনওই নয়,একটা ভালোবাসার সম্পর্ক কখনওই নয়। সম্পর্ক কারো খেয়ালখুশি মতো বা ইচ্ছে মতন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়বস্তু নয় বা শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্কের জেরে জোর খাটানোর বিষয়ও নয়। সব সম্পর্কের উপর নিয়মিত কাজ করতে হয়,তাকে ভালো রাখতে গেলে খাটতে হয়, নিজেকে ইমোশনালি অ্যাভেলেবল রাখতে হয় অপর পক্ষের জন্য। নাহলে সেটা শুধু নামের বা দায়ের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়। আপনি যেমন আয়না দেখাবেন,আপনার উল্টোদিকের মানুষটাও আপনার সেই ছায়াটুটুই দেখবে,তার বেশি নয়,তা সে যতই ভালোমানুষ হোক না কেন, প্রত্যেকের একটা ধৈর্যের শেষ আছে,একটা সীমাবদ্ধতা আছে। আর সম্পর্ক তাকেই বলে যেখানে কে আপন,কে পর,তার সীমারেখাটা,গন্ডিটা খুব স্পষ্ট। বাইরের যে কোনো অন্য কেউ আপনার আপন মানুষটাকে কষ্ট দিলে,দুঃখ দিলে বা অপমান করলে, আপনি তার হয়ে রুখে দাঁড়াবেন, সোচ্চারে প্রতিবাদ করবেন;সেটাই একজন আপনজনের ধর্ম বা কর্তব্য। আপনি যদি বরাবর কেবল নিজের স্বার্থটুকু বাঁচিয়ে চলেন,বা কেবলমাত্র আপনার নিজের গায়ে লাগলে তবেই প্রতিবাদ করেন,অন্য কারো জন্যে নয়;তাহলে আপনার উল্টোদিকের মানুষটাও আপনাকে দেখে ঠিক সেটাই শিখবে,সেটাই করবে,তা সে আপনার যত আপনার জন হোক না কেন। কারণ আপনি তাকে বহুকাল যাবৎ এটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আপনার কাছে সেই মানুষটার গুরুত্ব কতটুকু বা কতটা নগণ্য। তাই কাউকে অভিযোগ করার আগে,আশা করার আগে নিজের দিকটাও একবার ভালো করে ভেবে দেখবেন। যার বিষয়ে অভিযোগ করছেন,সেই মানুষটা নিজের কোনো কষ্ট,দুঃখ, মান,অভিমান,একাকিত্ব,ভালো থাকা,মন্দ থাকা,তার সমস্যা; আপনার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে কি? আপনি তাকে সেই স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন কি? তার মনের কোনো কথা বলতে চাইলে সে আগে আপনাকে মনে করে কি? নির্দ্বিধায় নিজের সব কথা আপনার সাথে শেয়ার করতে পারে কি? নাকি,আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তাকে ভাবনা-চিন্তা করে মেপে কথা বলতে হয়? আপনাকে অনেক কথা বলতে গিয়েই সে বারবার দেখেছে;আসলে আপনাকে কিছু বলে কোনো লাভই নেই? আপনার আসলে কিছুই এসে যায় না তার মনে কী চলছে তাই নিয়ে? আপনার আসলে সেই মানুষটার কথা শোনার কোনো আগ্রহই নেই? যদি তাই হয়,তাহলে সেই সম্পর্কটা নষ্ট করার দোষটা আপনার নয় কি? একতরফা কিন্তু জীবনে সবটা হয় না। আপনাকে সে আপন বলবে, এমন কাজ আপনি করেছেন কি? আপনি তার বন্ধু,আশ্রয়,ভরসা বা অবলম্বন হয়ে উঠতে পেরেছেন কি? আপনার সেই কাছের মানুষটির সব ইচ্ছে-অনিচ্ছে, মতামতের দাম আপনি দিয়েছেন কি? মনে রাখবেন;একঘর লোকের মধ্যেও যার চোখ আগে শুধু আপনার খোঁজ করে,সেই আপনার আসল আপনজন,যে ঘর খালি হয়ে গেলে বা আর কেউ না থাকলে তারপর আপনার খোঁজ করে; সে নয়। আপনি যাকে জীবনে যতটুকু গুরুত্ব বা প্রায়োরিটি দেবেন বা সারাজীবন দিয়ে এসেছেন; সেও আপনাকে ঠিক ততটুকুই গুরুত্ব দেবে বা দিতে শিখবে,তা সে আপনাকে একসময় যতই ভালোবাসুক না কেন। কারণ ভালোবাসার থেকে অনেক বড় হলো সম্মান ও গুরুত্ব,নিজের মনের কথা শোনার মানুষ,মনের কথা বোঝার মানুষ। নিজের লোক বা আপনজন কেউ এমনি এমনি হয় না। আজকাল গুরুত্ব দিলেও যেখানে মানুষ উল্টে গুরুত্ব পায়না,তা হলে কাউকে দিনের পর দিন অবজ্ঞা,অবহেলা,ইগনোর করে তারপর যদি আপনি তার কাছ থেকে গুরুত্ব আশা করে থাকেন সেটা বোকামি নয় কি? আসলে নিজের জায়গা,নিজের গুরুত্ব,ভালোবাসা আপনি নিজেই হারিয়েছেন আপনার কার্যকলাপে। তাই বলছি, নিজের অতীতটা একটু ভালো করে ভেবে দেখলেই দেখবেন আপনার আজকের বর্তমান জীবনের অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনি খুব সহজেই পেয়ে গেছেন। ভেবে দেখবেন, একটু ভালো করে ভেবে দেখবেন ভালো ব ক্ষ্যবহার করাটা একটি বড় গুণ। কারোর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলাটাও একটি মূল্যবান সম্পদ আপনি যত ভালো সম্পর্ক তৈরি করবেন ততই আপনি সবার সহযোগিতা পাবেন। আসলে মানুষ তার নিজের স্বার্থের জন্য এমনক কাজ করতে শুরু করে তার ফলে প্রকৃতি খুবই রুষ্ট হয়। প্রকৃতি রুষ্ট হলে মানুষ একেবারে অসহায়। সেখানে মানুষের কিছু করাদ্দর থাকে না। প্রাণী জগতে মানুষ সবচেয়ে বেশি স্বার্থপর। সেই কারণে আজকে বন্য নিরীহ প্রাণী লুপ্ত হতে বসেছে মানুষ বনের বাঘ সিংহকে মেরে ফেলে সেখানে নিজেদের বসতি স্থান করছে। বাঘ সিংহদের বাসস্থান রাখার কোনও দরকার নেই বলে মনে করে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ। হিংস্র সাপকে পর্যন্ত মেরে ফেলে তাদেরকে রক্ষা করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার কোনও উচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে না। আজকে বনজঙ্গলে সাপের বসবাস ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। বনের পশুপাখি থেকে শুরু করে গাছপালা ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে। সমুদ্রের গভীরে মাছ থেকে প্রাণীরাও মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। তার ফলে এক একটি সময়ে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে দ্বিধাবোধ করে না। তখন মানুষ অসহায়। ভূমিকম্প, বন্যা, পাহাড়ে ধস নামতে শুরু করে। ক্রমশ মানুষ তার নিজের বপদ ডেকে আনতে শুরু করে দিয়েছে।

প্রতিটি বাংলা সঙ্গীতের সৃষ্টির ইতিহাস রয়েছে

শঙ্করলাল কর্মকার

১৯৮৩ সালের কথা। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সেই বছর বেশ কিছু প্রেমের গান লিখলেও মান্না দে'র জন্য একটা পুজোর গানও লিখতে পারছেন না। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা পুজোর গান গাইছেন মান্না। মনে একটু আক্ষেপ ছিল গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের..! এরই মধ্যে একদিন গৌরীপ্রসন্ন গেলেন নিউ আলিপুরে নচিকেতা ঘোষের বাড়িতে। তখনকার বাংলা গানে সেরা জুটি ছিলেন নচিকেতা আর গৌরীপ্রসন্ন। নচিকেতার ছেলের সঙ্গেও গৌরীপ্রসন্নের ভালো হৃদ্যতা, গৌরীকাকার স্নেহের 'খোকা' তিনি। ইতিমধ্যেই সুপর্ণকান্তির সুরে মান্না দে গেয়ে ফেলেছেন তসে আমার ছোটো বোনদ এবং আরো কয়েকটি সুপারহিট গান। নচিকেতার বাড়িতে সুপর্ণকে দেখে গৌরীপ্রসন্ন মজা করে বললেন, কী বাইরে আড্ডা মেরে সময় কাটাচ্ছ? সুপর্ণ বললেন, কী সব গদগদে প্রেমের গান লিখে যাচ্ছ? একটু অন্য রকম গান লিখে দেখাও না! এই আড্ডা নিয়ে তো একটা গান লিখতে পারোদ।তুমি তো অক্সফোর্ডের এম এ হয়ে গিয়েছো? আড্ডা নিয়ে বাংলা গান গাইবে? শুধোলেন গৌরীবাবু। সুপর্ণের পাল্টা প্রশ্ন, এই যে আমরা কফি হাউসে আড্ডা দিতে যাই, এটা নিয়ে গান হবে না কেন...? এইভাবে তর্ক জমে উঠল। গৌরীপ্রসঙ্গ কিন্তু কথাবার্তা বলতে বলেই ভেবে চলেছেন গানের লাইন। একটু পরে সুপর্ণকে বললেন, লিখে নাও, 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই/ কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই'। সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সুর দিয়ে দিলেন সুপর্ণ। সেখানে শক্তি ঠাকুরও হাজির ছিলেন। তাঁর অনুরোধ, পুজোয় তিনিই এই গানটি গাইবেন। কিন্তু সুপর্ণ তখনই ঠিক করে ফেলেছেন, গানটা তিনি মান্না দে'কে দিয়েই গাওয়াবেন। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শক্তি ঠাকুরকে শান্ত করলেন তিনি। পরের দিন সকালে সুপর্ণকে ফোন করলেন গৌরীবাবুর স্ত্রী। বললেন, কী গান দিয়েছিস তোর কাকাকে? সারা রাত জেগে লিখে গিয়েছে। এত অসুস্থ, বহু দিন পরে রাত জেগে কোনও গান লিখল। ততদিনে ক্যানসার বাসা বেঁধেছিল গৌরীপ্রসন্নের শরীরে। দু'দিন পর গান লিখে গৌরীবাবু সুপর্ণের কাছে হাজির। সুপর্ণ চাইছিলেন, গানে আর একটি স্তবক যোগ করুন গৌরীপ্রসন্ন। কিন্তু গৌরীবাবু প্রথমে রাজি ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল, একটা নতুন স্টাইলে এই গানটা শেষ করছি। ও রকম ভাবে বাড়তি লাইন যোগ করার মানে হয় না। অন্যদিকে সুপর্ণের আবদার, গানে একটা ক্লাইম্যাক্স দরকার। অনেক পীড়াপীড়ি করে শেষ পর্যন্ত গৌরীবাবুকে রাজি করান আর একটা স্তবক লিখতে। যোগ হয়, সেই সাতজন নেই আজ, টেবিলটা তবু আছে... স্তবকটি। এই গানের শেষ তিনটে লাইন গৌরীপ্রসন্ন লিখেছিলেন হাওড়া স্টেশনে, একটা সিগারেটের প্যাকেটের পিছন দিকে। চিকিৎসা করাতে চেন্নাই যাচ্ছিলেন তিনি। এক চেনা লোকের মারফত গানের শেষ লাইনগুলো 'খোকার' কাছে পাঠিয়ে দেন তিনি। কফি হাউজের সেই আড্ডাটাদ বোম্বে শহরে রেকর্ড করলেন মান্না দে। পরের ঘটনা তো ইতিহাস।

বাংলার প্রতিটি গানের মধ্যে একটি করে ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। সেই সব ইতিহাসের কথা ব্যক্ত করতেন মান্না দে। কোনও কোনও মসয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করতে এসে সঙ্গীত তৈরি হওয়ার রহস্যকে মেলে ধরতেন।

ভারতীয় রেলওয়ের গতি বৃদ্ধির সহায়ক বাজেট

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তৃতীয় মেয়াদে ইতিমধ্যেই বড় ধরনের পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ে তোলার জন্য এমন এক পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে মানুষ রক্ষণশীল চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে দূরদর্শী চিন্তাভাবনা গ্রহণ করবে এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন নতুন ও উন্নত ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। উন্নত ভারতে পরিবহণের সব মাধ্যমের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় রেল দেশের লাইফলাইন, পরিবহনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। নব্য উন্নত ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং মধ্যবিত্তের প্রথম পছন্দের যাত্রাসঙ্গী হল ভারতীয় রেল। সেজন্য কোটি কোটি মানুষ তাকিয়ে থাকেন রেল ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে। জম্মু থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ এবং তামিলনাড়ুর পাম্বানে একটি নতুন প্রযুক্তির সেতু নির্মাণ করে ভারতীয় রেল দেশবাসীকে গর্বিত করেছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের নেতৃত্বে ভারতীয় রেল সব ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে কাশ্মীর উপত্যকাকে ভারতের মূল রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। পাম্বান চ্যানেলের ওপর নির্মিত সেতুটি এক ঐতিহাসিক সাফল্য, যার মাধ্যমে রামেশ্বরম আরও একবার ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। খুব শিগগিরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দুটি গৌরবময় প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এবারের বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তা ভারতীয় রেলকে আরও শক্তিশালী করতে চলেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতীয় রেলের জন্য ২২,৫২,২০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। একইভাবে, আগামী অর্থবর্ষের জন্য মোট মূলধনী ব্যয় (Capex) নির্ধারণ করা হয়েছে ২২,৬৫,২০০ কোটি টাকা। এর থেকে স্পষ্ট যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেল প্রকল্পগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উল্লেখ্য, ২০০৯-১৪ আর্থিক বছরে ভারতীয় রেলের মূলধন ছিল মাত্র ২৪৫,৯০০ কোটি টাকা। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছেন যে ভারতীয় রেল যুব সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে চলেছে। বন্দে ভারত, নমো ভারত ও অমৃত ভারত ট্রেনের প্রচলন এবং ১৩০০-রও বেশি অমৃত ভারত স্টেশনের পুনর্গঠনের মাধ্যমে ভারতীয় রেল এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে, যার জন্য প্রত্যেক ভারতীয় গর্ব করতে পারবেন এবং বলতে পারবেন যে তাঁর দেশের রেল ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম সেরা। গত ১০ বছরে পুরো রেল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সামগ্রিক মূলধন ব্যয়ের লক্ষ্য - নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, সুরক্ষা, বিদ্যুতায়ন, রোলিং স্টক এবং পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং বিহারের মতো রাজ্যগুলিতে গত ১০ বছরে সুইজারল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং বেলজিয়ামের মতো দেশগুলির মোট রেল নেটওয়ার্কের চেয়ে বেশি রেল লাইন পাতা হয়েছে। নতুন রেল লাইন নির্মাণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২৩২,২৩৫.২৪ কোটি টাকার বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে ২০০৯-১৪ অর্থবর্ষে নতুন রেলপথ নির্মাণের গড় বার্ষিক বাজেট ছিল মাত্র ২৫,০৭৫ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে গেজ রূপান্তরের জন্য ২৪,৫৫০ কোটি বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে ২০০৯-১৪ অর্থবর্ষে এর গড় বার্ষিক বাজেট ছিল ২৩,০৮৮ কোটি টাকা। ২০০৯-১৪ অর্থবর্ষে রোলিং স্টকের গড় বার্ষিক বাজেট ছিল টাকা ১৬,০২৯, তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রোলিং স্টকের জন্য ২৫৭,৬৯৩ কোটি টাকার বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে কয়েকশো নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, নমো ভারত র‍্যাপিড রেল এবং অমৃত ভারত ট্রেনের ব্যবস্থা করা হবে। যে শহরগুলির মধ্যে বন্দে ভারত, নমো ভারত এবং অমৃত ভারত চালু হয়েছে, সেখানকার মানুষ সাদরে এই ট্রেনগুলি গ্রহণ করেছেন। দেশের প্রায় প্রতিটি শহর থেকে বন্দে ভারত এবং অমৃত ভারত ট্রেন চালানোর দাবি রয়েছে। ব্যস্ত রুটগুলিতে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ লাইন চালু করার জন্য ভারতীয় রেল বেশ কয়েকটি প্রকল্পও অনুমোদন করেছে। এই কাজের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২ ৩২,০০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে ২০০৯-১৪ অর্থবর্ষে গড় বার্ষিক বাজেট ছিল মাত্র ২২,৪৬১ কোটি টাকা। এর ফলে ব্যস্ত রুটের লাইনের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে জনপ্রিয় গন্তব্যে আরও বেশি সংখ্যক ট্রেন পরিচালনা সম্ভব হবে। ভারতীয় রেলে নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়। পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ না হলে স্বাচ্ছন্দ্য ও উদ্ভাবনের কোনো গুরুত্ব থাকে না। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রেল নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য টাকা ১,১৬,৫১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) রোড আন্ডার ব্রিজ (আর ইউ বি) নির্মাণের জন্য ২৭,০০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০০৯-১৪ অর্থবর্ষে ছিল ২৯১৬ কোটি টাকা। রেললাইন পুনর্নবীকরণের জন্য ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য ২ ২২,৮০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। সকলেই সহমত যে, বিত্তশালী শ্রেণীর জন্য নয় ভারতীয় রেল, সাধারণ মানুষের পরিবহণের পছন্দের মাধ্যম। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে বাজেটে ১৭,৫০০ নন- এসি জেনারেল কোচ তৈরির সংস্থান রাখা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষ বহুল উপকৃত হবেন। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতীয় রেলওয়ে প্রচলিত কোচগুলিকে অত্যাধুনিক এলএইচবি কোচ দিয়ে প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। এর ফলে যাত্রা আরও আরামদায়ক হবে। এলএইচবি কোচগুলিতে উন্নত বৈশিষ্ট্য থাকায় সুরক্ষা আরও বৃদ্ধি পাবে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের বিপুল জনপ্রিয়তা ভারতীয় রেলকে বন্দে স্লিপার ট্রেন তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তৈরি করা হয়েছে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার রেক এবং বর্তমানে এটি পরীক্ষাধীন রয়েছে। ট্রায়ালের সাফল্যের পর এই ট্রেন যাত্রী সেবায় ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অংশ হয়ে উঠবে। এরপর ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মোট ৫০ টি বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন তৈরি করা হবে। ভারতীয় রেল ১০০ টি উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত নন- এসি অমৃত ভারত ট্রেন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। ভারতীয় রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য কবচ সিস্টেম কে আরও উন্নত করা হয়েছে। এই সংঘর্ষ বিরোধী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য, ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১০,০০০ লোকোমোটিভ এবং ৩,০০০ কিলোমিটার রেলপথকে কবচ দিয়ে সুরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রেল শুধুমাত্র যাত্রী পরিবহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমই নয়, পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১,৭০০ মিলিয়ন টন, যা ২০২৪-২৫ এর তুলনায় ৬৫ মিলিয়ন টন (৪) বেশি। ভারতীয় রেল বিভিন্ন পণ্যের পরিবহণের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে আধুনিক ওয়াগন তৈরির দিকেও নজর দিয়েছে। তহবিলের পাশাপাশি, ভারতীয় রেলের মতো একটি বিশাল নেটওয়ার্কের নিরাপদ পরিচালনা এবং সম্প্রসারণের জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং দৃষ্টি থাকাও প্রয়োজন। দেশ ভাগ্যবান যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো দক্ষ প্রশাসকের হাতে নেতৃত্বের ভার রয়েছে। তিনি সেই প্রধান সেবক যাঁর কাছে দেশ সবার আগে, সর্বদাই প্রথম। তিনি রেল ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে, যিনি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের সমর্থক। এই কারণেই ভারতীয় রেল জরুরি প্রয়োজন মেটাতে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলিতে মনোনিবেশ করছে। এই বাজেট রেলের দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলির জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ করবে, যা রেলের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে ও সামাজিক বার্তা দিতে অভিনব উদ্যোগ রানাঘাট পুলিশ জেলার

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ পারাপার এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে স্কুল ছাত্রীদের নিয়ে অভিনব উদ্যোগ রানাঘাট জেলা পুলিশের। এদিন নদীয়ার বগুলা বাজারে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে নিয়ে সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লালটু হালদার সহ একাধিক পুলিশ কর্তারা। মূলত ধানতলা থানা হাঁসখালি থানা সহ একাধিক থানা রয়েছে যে থানাগুলো অনেকটা সীমান্তবর্তী এলাকা রয়েছে। দেখা যায় সেই সমস্ত সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে যাতায়াত করে। আর যারা ওপার বাংলা থেকে অবৈধভাবে এপারে আসে কিছু ভারতীয় দালাল রয়েছে যারা এগুলোকে সাহায্য করে। মূলত তাদের জন্য করা বার্তা দিলেন পুলিশ সুপার। তিনি বলেন এখনো পর্যন্ত এইরকম ১০০ ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যারা এই বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাদেরও আমরা আগামীদিনে গ্রেফতার করবো। অন্যদিকে গ্রাম এলাকায় এখনো সচেতনতার অভাবে অনেক সময় বাল্যবিবাহ হতে দেখা যায়। মূলত: সে বিষয়েও তিনি বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। রানাঘাট পুলিশ জেলা এখনো উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসী।

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড
CIN: L51100WB1979PLC032376
রেজি. অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৫৫
ইমেইলঃ omnikol1997@gmail.com
নোটিশ
SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে; আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা বৃহস্পতিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে [illegible] কর্মচারীরা, আগেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং সভা শেষ হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পরে পুনরায় খুলবে।
ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেডের জন্য
স্থানঃ কলকাতা — নিকিতা চোখানি
তারিখঃ ০৫.০২.২০২৫ — কোম্পানি সচিব

Office of the Ramsagar Gram Panchayat
Ramsagar, Onda, Bankura
Notice Inviting e-Tender No – 17/2024-25 (2024_ZPHD_808385),
Pradhan Ramsagar GP has invited a percentage rate e-Tender for total 2 (two) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **8th February, 2025 at 18:00** hrs & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ট্রিআরএস/খড়্গপুর, দপ্তর রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: [illegible]
২০২৫-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিটির জন্য ০৪.০৩.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, মাপকাঠি, সংশোধনীর জন্য এবং বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1103)**

আবারও জুনিয়র ডাক্তারদের অশান্তি বর্ধমান মেডিকেলেঃ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে মেডিকেল কলেজের দুই গোষ্ঠীর বাদানুবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস চত্বর। মেডিকেল কলেজের এক গোষ্ঠীর দাবি কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্রে টোকাটুকি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে অন্য গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা। তারা বাইরে থেকে মেডিকেল কলেজের এক গোষ্ঠীকে মদত দিচ্ছে। আর জি কর আবহে যে সকল পড়ুয়া চিকিৎসক আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তাদের অভিযোগ কলেজ ক্যাম্পাসে যে সকল ছাত্রছাত্রীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়। বিষয়টি জানিয়ে দুই পক্ষই বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে ডেপুটেশন দেয়। এদিন এক গোষ্ঠী প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে অন্য গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা তাদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় বলে অভিযোগ। যার ফলে মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে যায় বর্ধমান থানার পুলিশ। যদিও মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল জানান, এমন কিছু সমস্যা হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের দাবি শোনা হয়েছে। বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনকে জানানো হয়েছে। জুনিয়র চিকিৎসক শেখ মহম্মদ সাকির বলেন, 'অভয়া আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমরা দেখেছিলাম মেডিকেল কলেজ গুলিতে থ্রেট কালচার চলছে। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে এনকোয়ারি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বর্ধমান মেডিকেল কলেজে তৈরি হয়ে গেলেও রিপোর্ট অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এছাড়াও আমাদের দাবি ছিল মেডিকেল কলেজগুলিতে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন কেনাবেচা সহ নানান দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। বিগত কিছুদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি বাইরের কিছু ছেলের মদতে পরীক্ষায় যাতে ফের টোকাটুকির সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা যায় সেই চেষ্টা চলছে। তার প্রতিবাদ জানিয়ে মেডিকেল কলেজে জড়ো হই। এদিন প্রতিবাদ করতে এলে মেডিকেল কলেজেরই একদল ছাত্রছাত্রী কলেজের তিনজন ছাত্রীকে নিগ্রহ করা হয়। কলেজ কাউন্সিলের মিটিং এ বিষয়টি জানাবো। আসলে যারা বাইরে থেকে মদত দিচ্ছে তাদের ইন্ধনেই আজ মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের নিগ্রহ করে। মূলত মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় যাতে টোকাটুকি ফিরিয়ে আনা যায় সেই ব্যবস্থাই তারা করতে চাইছে। ফলে আমরা ভীত সন্ত্রস্ত। আমরা কলেজ কাউন্সিল ও পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাবো। ' বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ওরা আমাকে কিছু জানিয়েছে। সেটা নিয়ে আমি কলেজ কাউন্সিলের মিটিং ডেকেছি। বিষয়টি খুবই আভ্যন্তরীণ হওয়ায় আমরা উপর মহলে স্বাস্থ্য ভবনে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা যা নির্দেশ দেবে সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করবো। জানা গেছে, আর জি কর কান্ডের সাথে থ্রেট কালচারে নাম জড়িয়ে যাওয়া জুনিয়র ডাক্তার অভিকদের ঘনিষ্ঠদের সাথে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের এই দ্বন্দ্ব।

স্কুল ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা প্রতিবেশী কিশোরের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টার আভিযোগ উঠল প্রতিবেশী কিশোরের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে শহর লাগোয়া মহিশুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বুধবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চঞ্চল্য। ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবার বুধবার দুপুরে নবদ্বীপ থানায় প্রতিবেশী ওই কিশোরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও নির্যাতিতা পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার রাতে খাওয়া - দাওয়া শেষ করে ছোট ভাইকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে বছর ১৫ নবম শ্রেণীর পড়ুয়া ওই নাবালিকা। দরিদ্র পরিবারে একটিমাত্র ঘর হওয়ায় ঘরের পাশে বারান্দায় ঘুমোচ্ছিলেন নির্যাতিতার মা ও বাবা। অভিযোগ, গভীর রাতে প্রতিবেশী ওই কিশোর সটান ঘরে ঢুকে ছাত্রীটির পাশে শুয়ে পড়ে। পরে নাবালিকা ছাত্রীটি বুঝতে পারে ভাই ছাড়াও তার পাশে অন্য কেউ শুয়েছে। বিষয়টি বুঝে যাওয়ায় নাবালিকার মুখে কাঁথা দিয়ে চেপে ধরে অভিযুক্ত ওই কিশোর। পরে ছোট ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে বাবা মাকে বিষয়টি জানালে, তারা ঘরে ঢুকে প্রতিবেশী কিশোরকে চেপে ধরে। অভিযোগ এই সময় অভিযুক্ত কিশোর নাবালিকার মাকে আঙুলে কামড় দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। সকাল হতেই বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে জানালে, তিনি থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেইমতো নবদ্বীপ থানায় এসে অভিযুক্ত কিশোরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার।

দিদি যা বলবেন, সেই মতো চলবো, অনুব্রত মণ্ডল

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বীরভূমে কোনো নির্বাচনে মার্ডার হয় নি, জেলা সভাধিপতি কাজল সেখের পাল্টা দিলেন অনুব্রত। বুধবার নলহাটি চামটি বাগানের পালোয়ান বাবার মাজারে চাদর চড়ানোর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। এদিন তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে কে কী বলছে পাত্তা দিই না। আর কারো নাম করে কাউকে হাইলাইট করতে চাই না। দিদি যা বলবেন, সেই মতো চলবো। অনুব্রত বলেন, আমি উন্নয়নের পক্ষে। জেলা পরিষদে আগে কী উন্নয়ন হয়েছে, সেটা বিকাশ দা বলতে পারবে। জেলা পরিষদের সভাধিপতির পদ পরিবর্তন হবে কি না? সেটা এক সাংবাদিক জানতে চাইলে, তিনি বলেন, তা কেন হবে? বিকাশদা তো দশ বছর ছিলেন। কই পরিবর্তন তো হয়নি। নাম না করে অনুব্রতর বিরুদ্ধে কাটমানির কথা কাজল সেখ বলেছেন, এমন অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করতেই, অনুব্রত বলেন, কাটমানি আমি কোনোদিন খাই নি। আমি জেলাশাসককে বলেছি, গর্ভনমেন্ট রেভেনিউ বাড়াতে হবে। অনুব্রত জেল থেকে বের হওয়ার পর অশান্তি বেড়েছে। পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনে কোনো অশান্তি হয় নি। ঘুরিয়ে অনুব্রতকে কাজলের কটাক্ষর সংবাদ চাউড় হতেই, সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে অনুব্রত বলেন, ১৬, ১৯, ২১ সালে কোনো মার্ডার হয়েছে? হয়নি। তাই এসব কথার মানে হয় না। আজ আমার বয়স ৬৮ বছর হলো। ছোট থেকে রাজনীতি করছি। সবাইকে নিয়ে ভালোবেসে চলতে জানি।

পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসকের নেতৃত্বে পদ্মপুকুর জলপ্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের কারণে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে জল বন্ধ থাকবে হাওড়া পুর এলাকায়। তার আগে সব প্রস্তুতি ঠিক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে বুধবার হাওড়া পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি দল পদ্মপুকুর জলপ্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। সৈকত চৌধুরী বলেন, হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় জলের কাজ চলছে। সেই কারণে জল শাট ডাউনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অনেক জায়গায় পাইপলাইন পাতা হয়েছে। মানুষের কাছে জল পৌঁছে দিতে সেই পাইপলাইনের সঙ্গে জলের সংযোগ দিতে হবে। সেই নিয়ে মঙ্গলবার আমরা আলোচনা করেছি। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে জল শাট ডাউন করা হবে। যাতে জল ভালোভাবে সরবরাহ করতে পারা যায় সেই কারণে ওই শাট ডাউনের সময়ে কাজগুলো করে নিতে হবে। পাইপলাইন ও ভাল্ব প্রতিস্থাপনের কাজে কয়েক ঘন্টার জন্য জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে হাওড়ায়। প্রসঙ্গত, হাওড়া পুরসভা সূত্রে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হাওড়া পুরসভা ও কেএমডিএ দ্বারা পুর এলাকার বিভিন্ন স্থানে পানীয় জল সরবরাহকারী পাইপলাইনে জরুরিভিত্তিতে ছিদ্র মেরামত, বিভিন্ন ব্যাসের পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও ৩ টি ৯০০ মিলিমিটার ব্যাসের ভাল্ব প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর জন্যে বৃহস্পতিবার ৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে দুপুর ১২টা থেকে পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবার ৭ ফেব্রুয়ারী সকাল ৬টা পর্যন্ত পুরসভার সবকটি ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। শুক্রবার সকাল ৬ টা থেকে পুনরায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে।

Government of West Bengal
Office of the Principal
GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, MANGALKOTE
Purba Bardhaman 713132
Sealed Tenders and e-Tenders will be invited for purchase of various articles and services in the Financial Year 2025–26, the detail inside information of which may be had in the Office Notice Board as well as in the Website **https://www.mangalkotegovtcollege.org**
Sd/-
Principal/Officer-In-Charge

CORRIGENDUM NOTICE
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-133, 134, 141 & 149/2024-25** Bid submission closing date(Online) - **13/02/2025** instated of **04/02/2025** and Bid Submission opening date (Online) **17/02/2025** instated of **06/02/2025**. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

সীমান্তে রণক্ষেত্র! পাচার রুখতে এলোপাথাড়ি গুলি, রণক্ষেত্র মল্লিকপুর, জখম বিএসএফ-সহ বাংলাদেশি

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পাচার নিয়ে ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা। বিএসএফ ও পাচারকারীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে ঘিরে রণক্ষেত্রের পরিবেশ দক্ষিণ দিনাজপুরের মল্লিকপুর সীমান্তে। এলোপাথাড়ি গুলি বিএসএফের। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ এক বাংলাদেশী পাচারকারী। পাচারকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানও। বুধবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের মল্লিকপুর সীমান্তে। ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চলছে আহতদের চিকিৎসা। জানা গেছে, গুলিবিদ্ধ ওই বাংলাদেশী পাচারকারীর নাম মহম্মদ আলাউদ্দিন (৩২) বাড়ি বাংলাদেশে। এবং আহত বিএসএফ জওয়ানের নাম ওরফেজ কুমার (২৭)। বাড়ি বীরভূম জেলার রামপুরহাট এলাকায়। আহত ৯১ বি এস এফ ব্যাটেলিয়নের ওই জওয়ান ওইদিন মল্লিকপুর বিওপিতে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন। বিএসএফ সূত্রের খবর অনুযায়ী, বুধবার ভোররাতে প্রায় ৫ জন সশস্ত্র বাংলাদেশি পাচারের উদ্দেশ্যে ঢুকে পড়ে ভারতীয় সীমান্তে। সেইসময় কর্তব্যরত ৯১ বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের ওই জওয়ান দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীরা অতর্কিত হামলা চালায় ওই বিএসএফ জওয়ানের ওপর। শুধু তাই নয় বিএসএফ জওয়ানের রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করে। এরপরেই আত্মরক্ষার্থে পাচারকারীদের উদ্দেশ্যে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ওই বিএসএফ জওয়ান। ঘটনায় মহম্মদ আলাউদ্দিন নামে ওই বাংলাদেশী পাচারকারী গুলিবিদ্ধ হলেও বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালাতে সক্ষম হয়। এদিন যে খবর প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় সীমান্তবর্তী এলাকায়। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চলছে চিকিৎসা। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে, এলাকায় পৌঁছে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্তে নেমেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। জানা গেছে, গঙ্গারামপুরের সুখদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই মল্লিকপুরের উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় বেশকিছুদিন ধরে শুরু হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ। যে এলাকা দিয়েই পাচার করার চেষ্টা করছিল ওই বাংলাদেশি পাচারকারীর দল। এর আগে যে সীমান্ত দিয়ে পাঁচটি গরু উদ্ধার করেছিল বিএসএফ জওয়ানেরা। যদিও এইনিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোন মন্তব্য করতে চাননি বিএসএফের আধিকারিকেরা।

মর্মান্তিক মৃত্যু সুতির পরিযায়ী শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ওড়িশায় রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়ে মৃত্যু হল পরিযায়ী শ্রমিকের। জানা যায়, বহুতল নির্মাণের কাজ চলাকালীন তিনতলা থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু হয় শ্রমিকের। উপযুক্ত সুরক্ষা এবং নির্মাণকারী সংস্থার গাফিলতির কারণেই এই মৃত্যু, এমনটাই অভিযোগ মৃতের পরিবারের। মৃতের নাম রবিউল শেখ (২৩)। সুতির দিহি গ্রাম এলাকার বাসিন্দা। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা মাকে রেখে ওড়িশায় রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে একটি নির্মাণে কাজ করছিলেন রবিউল। জানা যায়, কাজ চলাকালীন তিনতলা থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় সুন্দরগড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়। সুন্দরগড় হাসপাতাল থেকে তাকে রেফার করে দেওয়া হয় ওড়িশার ভুলনা হাসপাতালে। ভুলনা হাসপাতলে তিনদিন চিকিৎসার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রেফার রেফার করে দেয় রবিউলকে। ওড়িশা থেকে রবিউল কে আনা হয় কলকাতায়। কলকাতার এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে, ১ তারিখে মৃত্যু হয় রবিউলের। পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর খবর পেয়ে নার্সিংহোমে পৌঁছালে পরে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পুলিশি ঝঞ্ঝাট দেখিয়ে পরিবারের হাতে রবিউলের মৃতদেহ ছাড়তে গরিমসি করে। অবশেষে সাহায্যের দাবি নিয়ে পরিবারের লোক দ্বারস্থ হয় সুতি থানার আধিকারিকদের কাছে। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ শুনে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয় সুতি থানার তরফ থেকে রবিউলের পরিবারকে। সুতি থানার অফিসার ইনচার্জ বিজন রায় এবং এ এস আই সমর হালদারের তত্ত্বাবধানে অবশেষে দুদিন পর মঙ্গলবার রবিউলের দেহ হাতে পায়ে পরিবার। রবিউলের দেহ মঙ্গলবার গভীর রাতে বাড়ি ফেরার পর, বুধবার তার জানাযার হবে। তার আগে বুধবার সকালে এএসআই সমর হালদার সমবেদনা এবং গভীর শোক জানিয়ে শোকাহত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন তিনি।

যৌন নিগ্রহের ঘটনায় ১০ বছর জেল ভ্যান চালকের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ৬ বছরের এক শিশুকে স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে আসার পথে যৌন নিগ্রহের ঘটনায় ১০ বছর জেল হল ভ্যান চালকের। বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের বিশেষ পকসো আদালত এই রায় দিয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তি শিশুটির স্কুল ভ্যানচালক ছিল। ২০১৬ সালে ডুয়ার্সের মাল মহকুমার ক্রান্তি এলাকায় চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে। সাজাপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তি প্রতিদিন শিশুটিকে বাড়ি থেকে স্কুলে নিয়ে যেত এবং বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতো। সেই চালকই জঘন্যতম এই অপরাধ করে। ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুটি। পরবর্তীতে তার দিদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। দীর্ঘ প্রায় .৯ বছর ধরে শুনানি চলার পর অভিযুক্ত ভ্যান চালককে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন ভ্যান চালককে। পাশাপাশি নির্যাতিতা শিশুটিকে চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

PANCHLA GRAM PANCHAYAT
P.O.: Panchla, Dist: Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
No. PGP/203/2025(TIED) DATE 06.02.2025
For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites sealed percentage rate tender for total **6 (Six)Nos.** different works. Date of floating tender **06.02.25.** Last date of submission **18.02.25**. Opening of tender on **20.02.25**. For details visit website **https://wbtender.gov.in**
Sd/- Pradhan
Panchla Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৫/৭, তারিখঃ ০৪.০২.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১০২৪২৪১৬;** ইক্যুয়ালাইজার বিমের সেট, লং এবং শর্ট; ২০১৪৯০ টাকা। **(২); ১০২৪২৫০১বি;** লো মেন্টেন্যান্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারি ৭৫ এএইচ; ২৬৮৫১০ টাকা। **(৩); ১২২৪৫৭৭৯;** সোলনয়েড ভালভ; ১৪১৫১০ টাকা। **(৪); ১৫২৪৫০৯৩;** অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি (ওসিটি) মেশিনের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৪৫৪১৫০ টাকা। **(৫); ২২২৪১৩৫১;** ট্যাব/ক্যাপ এলট্রোম্বোপ্যাগ ওলামিন ৫০ এমজি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৪.০২.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১ থেকে ৫-এর জন্য)। **(৬); ১১২৪১১১৮এ;** এয়ার স্প্রিং বেলো অ্যাসেম্বলী কমপ্লিট-এর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১২২২২২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৩.০৩.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৭); ১১২৫২১৫৯;** প্রাইমারি সাসপেনশনের জন্য টিপিইউ রিংয়ের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৬৬৪৪১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.০৩.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং. ১ থেকে ৭-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-76/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস,, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ডিইএন/৪/হাওড়া। ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নংঃ ৩৩৭_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** ২ প্ল্যান্টের জন্য ৩ বছর সময়সীমার জন্য টার্নকি ভিত্তিতে এইএন/রামপুরহাটের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে রামপুরহাট এবং পাকুড়ে পানীয় জলের জন্য কেমিক্যাল সরবরাহ সহ আরও (আরইওএস) প্ল্যান্টের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি এবং ওভারহলিং। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২৭,৯৩,৭৮৫.৬০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫৫,৯০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, ই-টেন্ডার নংঃ ৩৩৮_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** এইএন/বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধীনে এসএসই/ডব্লু/বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বোলপুর শান্তিনিকেতনে ৩ বছর সময়সীমার জন্য পানীয় জলের জন্য কেমিক্যাল সরবরাহ সহ আরও (আরইওএস) প্ল্যান্টের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি এবং ওভারহলিং। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১৩,৯৬,৮৯২.৮০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২৭,৯০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৩, ই-টেন্ডার নংঃ ৩৩৯_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে (১) হাওড়া ডিভিসনে মেইন লাইন শাখায় ব্রিজ নং. ১৯০এ এবং এসবিজি ল্যুপে ব্রিজ নং. ৫এফ, ৭৭, ৮৯, ১৩২, ১৪১, ১৪৩, ১৫২, ১৭২ আপ, ২০২ আপ, ২০৬ আপ-এর গ্যাং ওয়ে, সাইড পাথওয়ে, ম্যান রিফিউজ এবং টলি রিফিউজের স্টেনলেস স্টিল চেকার্ড প্লেট দ্বারা করোডেড/পারফোরেটেড এম.এস. চেকার্ড প্লেটের প্রতিস্থাপন এবং বর্তমান সাইড পাথওয়ের শক্তিবৃদ্ধি এবং (২) খানা-গুমানি শাখায় মেজর ব্রিজের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ব্রিজ বোর্ডের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,২৬,৭৪,১৬৪.২২ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,১৩,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৪, ই-টেন্ডার নংঃ ৩৪০_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ইনসিটু গ্লুড জয়েন্টের ফেব্রিকেশন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৫৬,৬৭,৯৮৬.৩৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,১৩,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৫, ই-টেন্ডার নংঃ ৩৪১_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** (১) হাওড়া ডিভিসনে রামপুরহাট-দুমকায় রামপুরহাট-আদলপাহাড়ী স্টেশনের মধ্যে কিমি ১০৫/৭-৮-তে এলসি গেট নং. ৩০/ই-র পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ এবং (২) হাওড়া ডিভিসনে রামপুরহাট-দুমকায় রামপুরহাট-আদলপাহাড়ী স্টেশনে মধ্যে কিমি ১০৯/৭-৮-তে এলসি গেট নং. ২৯/ই-র পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১২,৬৫,৪১,৮৯২.৫৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৭,৮২,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য (ক্রমিক নং. ১ থেকে ৫-এর জন্য)। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৩৬ (ছত্রিশ) মাস (ক্রমিক নং. ১ ও ২-এর জন্য), স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (ক্রমিক নং. ৪ ও ৫-এর জন্য) এবং স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস (ক্রমিক নং. ৩-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-584/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভ্রমণ

ডুনোটার ক্যাসেল স্কটল্যান্ডের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন আকর্ষণ

অ্যাবারডিন শহর থেকে স্বল্পবসতির লোকালয় পেরোতেই পাহাড়ি পথ পড়ল। মিনিট চল্লিশ এই পথ মাড়িয়ে পৌঁছে গেলাম ডুনোটার ক্যাসেলের পার্কিং লটে। সাগরতীরে একটি বিচ্ছিন্ন পাথুরে পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত ক্যাসেলটি স্কটল্যান্ডের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন আকর্ষণ। আশ্চর্য সুন্দর ক্যাসেলটি দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন সাগরের ওপর শূন্যে ভেসে আছে। অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কার্বন ডেটিং করে এই ক্যাসেলকে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম পিকটিশ দুর্গের স্বীকৃতি দিয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ সাল থেকে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে ধারণা করা হয়। ৯০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ভাইকিংরা এই দুর্গে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সে সময় স্কটল্যান্ডের রাজা ডোনাল্ড দুই এই ক্যাসেল নিহত হন। পরের হাজার বছরের ইতিহাসে এই ক্যাসেলে অনেকবার যুদ্ধ হয়েছে, কখনো স্কটল্যান্ডের হাতছাড়া হয়ে ইংল্যান্ডের কবজায় গেছে, আবার পুনরুদ্ধারও হয়েছে বারবার। স্কটল্যান্ডের ইতিহাসের অনেক সমৃদ্ধ এবং দুঃখজনক অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে আজও টিকে আছে এই ক্যাসেল। এলাকাটা মালভূমির মতো, পাহাড়ের খাড়া ঢাল সাগরতীরে গিয়ে মিলেছে। ঝকঝকে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কনকনে বাতাস বইছে বলে বেশ ঠান্ডা লাগছে। সঙ্গে আমার ফুফাতো ভাই সুমন। পার্কিং এরিয়ার কফিশপ থেকে দুই ভাই দুটো কফি হাতে করে ক্যাসেলের মূল ফটকের উদ্দেশে রওনা হলাম। খানিকটা পথ পাড়ি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা নিচে নেমে আবার তার চেয়ে বেশি ওপরের দিকে উঠতে হয়। প্রবেশদ্বারের কাউন্টার থেকে জনপ্রতি সাড়ে ১০ পাউন্ডের টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে বেশ অল্প কয়েকজন দর্শনার্থীর দেখা মিলল। ক্লিফের ওপর স্থাপিত ক্যাসেলটা একেবারেই ছোট। সবুজ ঘাসের গালিচা মাড়িয়ে প্রথমেই আমরা দরবার হলে প্রবেশ করলাম। দরবারটা আগের মতো করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, ছাদে সুন্দর কিছু কাজ চোখে পড়ল। চত্বরটায় বেশ কয়েকটা ছোট ভবন, বেশির ভাগ আধা ধসা, দু-তিনটা ছাড়া সবগুলোর ছাদ কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। একে একে আমরা রাজা-রানির ব্যক্তিগত কক্ষ, ডাইনিং হল, কোয়ার্টার, অস্ত্রাগার, আস্তাবল ঘুরে দেখলাম। হুইগস ভল্ট নামের বন্দিশালাটা একটা টানেলের মতো। বন্দিশালার খোলা জানালা দিয়ে শোঁ শোঁ করে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। সেখান দিয়ে নিচে তাকালে অনেক নিচে সাগরের জল আছড়ে পড়তে দেখা যায়। ছোট্ট এই বন্দিশালায় গাদাগাদি করে শত শত যুদ্ধবন্দীকে রাখা হতো। জানালা দিয়ে পাহাড়ের কিনারা বেয়ে পালাতে গিয়ে সাগরে ডুবে অনেক বন্দীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার লড়াইয়ে ডুনোটার ক্যাসেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের ভিত্তি এবং নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে কাজ করেছিল। তিন দিকে নর্দান সি বেষ্টিত অবস্থান এবং শক্তিশালী প্রতিরোধব্যবস্থা এটিকে শত্রুর বিরুদ্ধে একটি আদর্শ দুর্গে পরিণত করেছিল। বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে খ্রিষ্টীয় উপাসনালয় চ্যাপেলে ঢুঁ মারলাম। শত বছরের পুরোনো চ্যাপেলটির ছাদ ছাড়া অন্য অংশ এখনো টিকে আছে। অনেকটা সময় নিয়ে মোটামুটি সবকটি কক্ষই ঘুরে দেখে নরম ঘাস মাড়িয়ে ওয়াচ টাওয়ারের দিকে হেঁটে গেলাম। একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছবি তুললাম। সমাধি এলাকায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। জায়গাটা খুব ছোট, কোনো

সমাধিফলক নেই, পুরোটাই ঘাসে ঢাকা। কোনায় ছোট্ট একটা সাইনেজ দেওয়া রয়েছে। সমাধিস্থলের ওপর দিয়ে হেঁটে মূল ফটকের দিকে পা বাড়ালাম। ততক্ষণে পশ্চিমে অনেকটা ঢলে পড়েছে সূর্য, তীব্র বাতাসে হাত জমে যাওয়ার দশা। মূল ফটক পেরোতেই কাউন্টারের মেয়েটা চিৎকার করে বলল, নিশ্চয়ই তোমরা এনজয় করেছ।

আরও দুটি গ্রাম দখলের দাবি রাশিয়ার

ইউক্রেনের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকের আরও দুটি গ্রাম দখলে নেওয়ার দাবি করেছে রাশিয়া। বুধবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ দাবি জানিয়েছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, তাদের সেনারা উত্তর-পূর্ব খারকিভ অঞ্চলের নোভোমলিনস্ক নামের একটি গ্রাম দখল করেছেন। ওস্কিল নদী পার হয়েই রুশ সেনারা গ্রামটি দখল করেছেন।

এত দিন পর্যন্ত নদীটির দুই তীর দুই দেশের সেনাদের দখলে ছিল। গ্রামটি খারকিভের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এ অঞ্চলের কয়েকটি স্থানের রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগ (ফ্রন্টলাইন) এসে মিলেছিল এই গ্রামে। সম্প্রতি ওস্কিল নদীর ওপর রুশ সেনারা একটি সাময়িক সেতু তৈরি করেন এবং গ্রামটি ধীরে ধীরে দখল করতে থাকেন। রুশ বাহিনীর দখল করা দ্বিতীয় গ্রামটির নাম বারানভকা। এটি ওচেরেটিন শহরের উত্তরে অবস্থিত। কয়েক মাস চেষ্টার পর গ্রামটি দখল করল রুশ বাহিনী। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে কয়েক মাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো গ্রাম বা বসতি দখল করছে রাশিয়া। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের তিন বছর পূর্ণ হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি। এখন দেশ দুটির মধ্যে যুদ্ধবিরতির নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে উভয় পক্ষ রণক্ষেত্রে নিজেদের অর্জন বাড়াতে চেষ্টা করছে। গত কয়েক মাসে ইউক্রেনের পূর্ব দিকের দনবাস অঞ্চলে রাশিয়ার অগ্রগতি বেড়েছে। ইউক্রেনের সেনারা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, রুশদের অগ্রগতি ঠেকাতে।

পলাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত বিল গেটস

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী বিল গেটস নতুন বান্ধবী পওলা হার্ডকে 'সিরিয়াস গার্লফ্রেন্ড' বলে মন্তব্য করেছেন। নতুন এই আলোচিত জুটি 'মজার' সময় পার করছেন। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম টুডে-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৬৯ বছর বয়সী বিল গেটস এ কথা বলেন। নতুন বান্ধবীর বিষয়ে বিল গেটস বলেন, 'পলা হার্ডের মতো একজন একান্ত বান্ধবী পাওয়ায় আমার নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। আমরা বেশ মজার সময় পার করছি, অলিম্পিকে গেলাম, অনেক ভালো ভালো জিনিস হচ্ছে।'২০২১ সালে মেলিন্ডা ফ্রেঞ্চের সঙ্গে বিল গেটসের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ২৭ বছরের দাম্পত্য জীবনে তাঁদের তিন সন্তান রয়েছে।

মেলিন্ডার সঙ্গে বিচ্ছেদকে সম্প্রতি 'ভুল সিদ্ধান্ত' ছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিল গেটস। গত মাসের শেষের দিকে লন্ডনের দ্য টাইমসকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে বিল গেটস বলেছিলেন, 'এ ভুলের জন্য আমি সবচেয়ে বেশি অনুতপ্ত।' তবে বর্তমানে নিজেকে 'উৎফুল্ল' বলে মন্তব্য করছেন তিনি। বিচ্ছেদের পরের বছর ২০২২ সাল থেকে বিল গেটস ও পলা হার্ড একসঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে হাজির হতে থাকেন। তবে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের সম্পর্কের কথা নিশ্চিত করেননি। ২০২৪ সালে তাঁদের একসঙ্গে অলিম্পিকে দেখা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পলা হার্ড যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক প্রযুক্তি কোম্পানি ওরাকলের সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক হার্ডের স্ত্রী ছিলেন। ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধ শেষে ২০১৯ সালে ৬২ বছর বয়সে মার্ক হার্ড মারা যান। এই দম্পতির ক্যাথরিন ও কেলি নামে দুই সন্তান রয়েছে। দানবীর হিসেবে পলার সুখ্যাতি রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে তিনি বিপুল দান করেছেন। দুই দশক ধরে তিনি এসব দাতব্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। গতকাল বিল গেটসের আত্মজীবনীমূলক বই 'সোর্স কোড মাই বিগিনিংস' প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে তিনি পলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। মাইক্রোসফটের এই সহপ্রতিষ্ঠাতার বইটির পাণ্ডুলিপি যারা শুরুর দিকে পড়েছেন, পলা তাঁদের অন্যতম।

নতুন বইয়ে বিল গেটস নিজের শৈশব, ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিক পর্যন্ত নিজের কর্মজীবন এবং ১৯৭৫ সালে পল অ্যালেনের সঙ্গে যৌথভাবে মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠার নানা স্মৃতি উল্লেখ করেছেন। টুডেকে নিজের বই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিল গেটস বলেন, 'চলতি বছর আমার বয়স ৭০ হবে, মাইক্রোসফট ৫০-এ পা দেবে। এই অবস্থায় আমার মনে হলো, আমার দুর্দান্ত মা-বাবা সম্পর্কে কিছু চমৎকার বিষয় সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করা উচিত। তাঁরা আমাকে যেভাবে সব জায়গায় যেতে, ঘুরতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং নতুন জিনিস করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, তা সত্যিই দুর্দান্ত।

আমি অবিশ্বাস্য রকমের ভাগ্যবান ছিলাম, এ কারণেই মাইক্রোসফট এতটা সফল হয়েছে।'

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে ঘর তৈরি বন্ধ করতে সক্রিয় হলো এবার প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা,সুন্দরবন, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ জলনিকাশী খাল বন্ধ করে ঘর তৈরি কিংবা সুন্দরবনেরম্যানগ্রোভ ধ্বংসের মত কাজের খবর পেলেই এবার ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রশাসনের। এই ধরণের কাজ একশ্রেণীর মানুষ করছে বলে বারবার অভিযোগ আসে। সে ক্ষেত্রে প্রশাসনও ব্যবস্থা নেয়।তবে এবার থেকে আরও কড়া হচ্ছে প্রশাসন।এই ধরণের খবর পেলেই দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে যাবেন আধিকারিকরা। এরপর তাঁরা রিপোর্ট দেবেন। তাঁর উপর গ্রহণ করা হবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। আর প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলেই। মূলত শীতে শেষের দিকে দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় মাটি কাটার প্রকোপ বাড়ে। কোথাও গাছ কাটা হয়।এই

সময় আবহাওয়া ভাল থাকে, বৃষ্টি হয়না। ফলে এই সময় এই কাজগুলি সহজে করা যায়।এ ছাড়াও শীতের শেষের দিকে নদী গুলি ও শান্ত থাকে। ফলে নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে এই ম্যানগ্রোভ কাটার মত ঘটনা ঘটে। এই সমস্ত কিছু ঘটনা মাথায় রেখে এবছর এখন থেকেই সক্রিয় হলো প্রশাসন।এবছর যে কয়েকটি ঘটনার খবর এসেছে সবগুলিই খতিয়ে দেখা হয়েছে।এবছর শীতের শেষে আর যাতে নতুন কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে তার দিকে লক্ষ রেখেছে সকলেই। তবে কিছু জায়গা থেকে এইরকম খবর আসছে। সেগুলিও খতিয়ে দেখা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। সুন্দরবনের রায়দীঘি, কাকদ্বীপ, বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলি সহ একাধিক এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে,তাই সেই সব এলাকায় প্রশাসন এবার আরও সক্রিয় হচ্ছে এগুলো বন্ধ করতে।

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আবহে কটাক্ষ সিঙ্গুরের চাষী থেকে সাধারণ মানুষের

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর হুগলি, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ভেড়ির পাড়ে চাষ হচ্ছে সর্ষে, চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন সিঙ্গুরের মানুষ! বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আবহে কটাক্ষ এলাকার চাষী থেকে সাধারণ মানুষের। এক সময় এখানেই সর্ষে ছড়িয়ে চাষীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, বঙ্গে পালাবদলের আগে হোক বা পরে, 'সিঙ্গুর' নামেই বরবারই বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায় লেগেছে দোলা। এরইমধ্যে ফের আরও এক বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসেছে কলকাতায়। বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এদিন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছেন দু'দিনের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। ৪০টি দেশের ২০০ জন প্রতিনিধি-সহ ৫,০০০ বিশিষ্ট জন অংশ গ্রহণ করছেন এই সম্মেলনে।

প্রসঙ্গত, একসময় সিঙ্গুরেই কারখানা তৈরি করতে চেয়েছিল টাটারা। যদিও জমি আন্দোলনের আবহে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সিঙ্গুর ছাড়তে হয়। পরবর্তীতে চাষে উৎসাহ দিতে ২০১৬ সলের ২০ অক্টোবর সিঙ্গুরের জমিতে সর্ষে ছড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সর্ষে হচ্ছে তবে ভেড়ির পারে। যদিও সময় যত গড়িয়েছে ততই সিঙ্গুরে কারখানা তৈরির দাবি জোরাল হয়েছে। আড়াআড়ি বিভাজন দেখা গিয়েছে কৃষকদের মধ্যে। এখন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে চাষীদের একাংশের দাবি, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় যতই ঘটা করে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন করা হোক সিঙ্গুরে শিল্প না হলে কোন শিল্পপতিই শিল্প প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হবে না এই বাংলায়। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন টাটাদের কারখানা না হওয়া নিয়েও।

ক্ষোভের সুরেই অনেকে বলছেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য যাঁরা ৯০ শতাংশ তৈরি কারখানা ডিনামাইট চার্জ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, তাঁদের ডাকে কোনও শিল্পপতিই সারা দেবে না। শুধু ঘটা করে সম্মেলনই হবে। প্রসঙ্গত, আদালতের নির্দেশে জমি ফেরত পেলেও এখনও সেই জমির বড় অংশই চাষযোগ্য হয়নি বলে দাবি সিঙ্গুরের বড় অংশের কৃষকদের। তা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। কৃষকরা বলছেন, সিঙ্গুরে শিল্প হলে তা আদতে গোটা রাজ্যের জন্যই মঙ্গল হবে।

তৃতীয় দফায় নিলামে বিক্রি করতে ব্যর্থ সু-চির বাড়ি

মিয়ানমারের প্রাক্তন গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সু চির ইনিয়া লেকের পাশে অবস্থিত বাড়িটি নিলামে বিক্রির চেষ্টা করে আবারও ব্যর্থ হয়েছে সামরিক জান্তা। আজ বুধবার এই নিলাম হয়। বাড়িটি কেনার জন্য কেউই দাম হাঁকায়নি। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো বাড়িটি বিক্রির চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

ইয়াঙ্গুনে অবস্থিত দুই তলাবিশিষ্ট বাড়িটি . ৮ হেক্টর বা ১. ৯ একর জমির ওপর অবস্থিত। ন্যূনতম দাম ১৪ কোটি ডলার ধরে বাড়িটি বিক্রির জন্য নিলাম শুরু করা হয়। কয়েক দশক এই বাড়ি নিয়ে সু চির সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের বিরোধ ছিল।

সাবেক জান্তা সরকারের অধীন গৃহবন্দী অবস্থায় ওই বাড়িতে অনেক বছর কাটিয়েছেন অং সান সু চি। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মিয়ানমারের ক্ষমতা পুনর্দখলের পর সামরিক বাহিনী সু চিকে গ্রেপ্তার করেছিল। মিয়ানমারের মার্কিন দূতাবাসের কাছেই লিফি ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউয়ে ঔপনিবেশিক আমলের বাড়িটির বাইরে সাদা পোশাকের নিরাপত্তাকর্মীদের তত্ত্বাবধানে নিলামের আয়োজন করা হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এএফপির সাংবাদিকেরা জানান, নিলামে সু চির বাড়িটির দাম হাঁকা হয় ২৯ হাজার ৭০০ কোটি কিয়েটে, যা দেশটির সরকারি বিনিময় হার অনুযায়ী ১৪ কোটি ডলারের সমান। কিন্তু নিলামে কোনো সাড়া না পেয়ে নিলামকারী বিক্রয় বাতিল করে দেন। নিলামকারী বলেন, 'তিনবার দরপত্র আহ্বান করার পরও আমি ঘোষণা করছি, নিলাম সফল হয়নি।' গত বছরের মার্চ ও আগস্ট মাসেও নিলামে সু চির বাড়িটি বিক্রির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।সামরিক অভ্যুত্থানে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধের ফলে মিয়ানমারের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার পর ক্রমেই জীর্ণ হয়ে পড়া বাড়িটির জন্য কেউ ১৪ কোটি ডলার ব্যয় করতে পারবেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। রিয়েল এস্টেট এজেন্টরা বলছেন, অভিজাত ইয়াঙ্গুন অঞ্চলে একই আকারের সম্পত্তির দাম ১০ থেকে ২০ লাখ ডলার হতে পারে।

মিয়ানমারের ইতিহাসে বাড়িটি একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। ১৯৮৮ সালে তৎকালীন জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের সময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন অং সান সু চি। এরপর তাঁকে বাড়িটির জীর্ণ চার দেয়ালের মধ্যে টানা ১৫ বছর গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। সে সময় সু চির স্বামী ও সন্তানেরা ইংল্যান্ডে ছিলেন। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন সু চি বন্দিদশায় পিয়ানো বাজিয়ে, গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ে ও ধ্যান করে সময় কাটাতেন। গণতন্ত্র ও অহিংসার মাধ্যমে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে অং সান সু চির বক্তব্য শুনতে শত শত মানুষ নিয়মিত বাড়িটির বাইরের ফুটপাতে জড়ো হতেন। ২০১০ সালে মুক্তি পাওয়ার পর সু চি ওই বাড়িতেই থাকতেন। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, সাংবাদিক, কূটনীতিকসহ বিভিন্ন বিদেশি নেতার সঙ্গে সেখানেই তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। বর্তমানে রাষ্ট্রদ্রোহ, ঘুষ কেলেঙ্কারি, আইন লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন অভিযোগে ২৭ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন সু চি।

নোটিশ

বিগত ইং ০৯-১০-২০২১ তারিখে আমতা A.D.S.R- অফিসে ৫১১৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ১) সেখ হাসিবুল রহমান ২) সেখ সাইফুল রহমান ৩) সেখ আনিসুর রহমান ৪) মোমতকাজ বেগম ৫) মুর্শিদা খাতুন ভান্ডারগাছা নিবাসী সেখ হোসেনারা বেগমকে হাওড়া জেলার, জগৎবল্লভপুর ব্লকের অধীন মাজুক্ষেত্র মৌজায় ১২২ ও ৩৪৪০ নং খতিয়ানে ৩৫০.৫০ শতক সম্পত্তিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত নোটিশের বিরুদ্ধে যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে তারা B.L & L.R.O.-Jagatballavpur অফিসে আপনাদের আপত্তি ১ মাসের মধ্যে দশাইবে।

বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের ৩১/০১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রের এফিডেভিট বলে আমি নূপুর সেন, ঠিকানা ৩৫, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা- ৭০০০১০, সকলের জ্ঞাতার্থে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আমার পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা ও ওয়ারিশান। আমার পিতা হিমাংশু সেন ইংরাজী ১২/০১/২০২৫ তারিখে পরলোকগমন করেন ও আমার মাতা কৃষ্ণা সেন ইংরাজী ১৯/১১/২০১৭ তারিখে পরলোকগমন করেন। আমি ছাড়া আমার পিতা-মাতার আর কোন ওয়ারিশান নাই।

Name Change

I, Suparna Dutta (Old Name) wife of Subhas Dutta, residing at Sreenagar Gate No.3 Madhyamgram, North 24 Parganas, Pin- 700129, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Suparna Majumder Dutta (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/02/2025. Suparna Majumder Dutta (New Name) and Suparna Dutta (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sikha Biswas W/o Afsar Khan D/o Late Madan Mohan Biswas Residing at Premises no. 99/H/13/1, Cossipore Road, P.o & Ps - Cossipore, Kolkata - 700002 West Bengal India shall henceforth be known as Salma Begam as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Sealdah vide affidavit no 998 Date 29-01-2025. Sikha Biswas and Salma Begam both as same and one identical person.

Name Change

I, MANOJ KUMAR CHATTERJEE and MANOJ CHATTERJEE (Old Name) S/O SHAMBHUNATH CHATTOPADHYAY Residing at Vill-Bhaluksunda P.O.-Ikra Hazrapur, P.S.-Panrui, District - Birbhum, Pin - 731201, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MANOJ CHATTOPADHYAY (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 05-02-2025. MANOJ KUMAR CHATTERJEE and MANOJ CHATTERJEE (Old Name) and MANOJ CHATTOPADHYAY (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, JIARUL SARDAR (Old Name) S/O MOHAMMAD ALI SARDAR Residing at Vill & P.O.-Gunrajpur, P.S.-Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743273, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD JIARUL SARDAR (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 04-02-2025. JIARUL SARDAR (Old Name) and MD JIARUL SARDAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, JOYEETA PAUL D/O LATE SUSHANTA KUMAR PAUL W/O KRISHNANGSHU DAS RESIDING AT PERMAMENT & PRESENT ADDRESS BC-7/11, DESHBANDHU NAGAR, RAJARHATGOPALPUR, P.S.BAGUIHATI, KOLJATA 700059 , MY NAME IN MY DAUGHTER'S BIRTH CERTIFICATE HAS BEEN RECORDED AS JOYEETA PAUL DAS INSTEAD OF MY ACTUAL NAME JOYEETA PAUL JOYEETA DAS PAUL AND JOYEETA PAUL BOTH ARE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON i.e., MYSELF AND MOTHER OF MY DAUGHTER NAMED MOHITHA DAS VIDE AFFIDAVIT DATED 08.08.2024 BEFORE THE LD JUDICIAL MAGISTRATE,1ST CLASS, DIST NORTH 24 PARGANAS.

Name Change

I Ashok Dutta S/O Late Lal Chand Dutta Residing at Shakhari Sarak Lane Ward No-14, Nabadawip Municipality P.O & P.S Nabadwip, Dist-Nadia, have changed My Name And Shall Henceforth Be Known As Ashok Kumar Dutta As Declared Before The Notary Publie Nabadwip Court Dist-Nadia. W.B. Vide Affidavit No-13 Date-04/02/2025. Ashok Dutta and Ashok Kumar Dutta Both Are Same And Identical Person.

Name Change

I, Azizul Islam (Old Name) son of Ayub Ali Molla, residing at RAMAMARI , THAKURANIBERIA, PS-CANNING, SOUTH 24 PGS-743376, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Azizul Islam Molla (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/02/2025. Azizul Islam Molla (New Name) and Azizul Islam (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sekhar Ch Koley and Sekhar Chandra Koley (Old Name) son of Late Chandi Charan Koley, residing at Vill.- Jangalpara, P.O.- Jangalpara Bazar, P.S.- Chanditala, Dist.- Hooghly- 712701, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sekhar Koley (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/02/2025. Sekhar Koley (New Name) and Sekhar Ch Koley and Sekhar Chandra Koley (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Subodh Dutta (Old Name) son of Late Sudhir Dutta, residing at 32, Vidyasagar Street, P.O.- Konnagar, P.S.- Uttarpara, Dist.- Chandannagar, Pin- 712235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Subodh Chandra Dutta (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/02/2025. Subodh Chandra Dutta (New Name) and Subodh Dutta (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Kaushar Ali (Old Name) son of Late Abdul Shakur, residing at 28, AGA Mehdi Street, P.O.- Park Street, P.S.- Taltala, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kausar Ali (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/02/2025. Kausar Ali (New Name) and Mohammad Kaushar Ali (Old Name) both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Rony Das পিতা Gopal Das ঠিকানা 21/1a, Kumartully Street, PO: Hatkhola, Kolkata-700005 নতুন EC পাইবার জন্যে W.B.L.C.S.C এ আবেদন করিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

Name Change

I, Abdur Rajaque Mondal & Abdur Rajaque (Old name) S/O-Arejulla Mandal,residing at, Mondal para, - Hariharpara, Murshidabad 742165, I have change my name Abdul Razzak Mondal (New name) and henceforth I shall be known as Abdul Razzak Mondal vide affidavit before the Notary at Berhamporeon 01/02/2025 Abdul Razzak Mondal and Abdur Rajaque Mondal,Abdur Rajaque is same and one identical person.

ফেব্রুয়ারি মাসে সদ্য প্রকাশিত
সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা

Name Change

I, Kuldeep Kaur Chandhok (Old Name) wife of Kuldeep Singh, residing at 213/206, Milan Sarani, Parnasree Pally, Kolkata, Pin- 700060, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kuldeep Kaur Chandok (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/02/2025. Kuldeep Kaur Chandok (New Name) and Kuldeep Kaur Chandhok (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Kuldeep (Old Name) son of Ganga Singh, residing at 213/206, Milan Sarani, Parnasree Pally, Kolkata, Pin- 700060, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kuldeep Singh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/02/2025. Kuldeep Singh (New Name) and Kuldeep (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Nargis Ahmed (Old Name) wife of Maswood Ahmed, residing at Green Happy Ville, Rajarhat, North 24 Parganas, Pin- 700135, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nargis Begum (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/02/2025. Nargis Begum (New Name) and Nargis Ahmed (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Prabha Devi (Old Name) wife of Satyendra Kumar Singh, residing at 16/8 Pannalal Basak Lane, Liluah, Howrah, Pin- 711204, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Prava Devi (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/02/2025. Prava Devi (New Name) and Prabha Devi (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Seema Sharad Bajaj & Seema Bajaj (Old Names) wife of Sharad Bajaj, residing at P219, Block-A, P.S.- Lake Town, Bidhannagar, Pin- 700089, North 24 Parganas, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Seema S Bajaj (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/02/2025. Seema S Bajaj (New Name) and Seema Sharad Bajaj & Seema Bajaj (Old Names) all are same and identical person.

Change of Name

I, Md Arfan Box Mollah (Old Name) S/O–Late Ali Mohammad Mollah resident of 17/A Rejaul Karim Sarani, Po-Berhampore, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742101 do hereby decrale that I have changed my name from Md Arfan Box Mollah to Arfan Box Mollah and hencefort I shall be known as Arfan Box Mollah (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/02/2025. My name Arfan Box Mollah & Md Arfan Box Mollah both are same and one identical person.

Change of Name

I, Babul Shaikh (Old Name) S/O–Samser Sekh resident of Vill-Baliadanga, Po-Haripur, Ps-Santipur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741404 do hereby decrale that I have changed my name from Babul Shaikh to Babul Sekh and hencefort I shall be known as Babul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/02/2025. My name Babul Sekh & Babul Shaikh both are same and one identical person.

Change of Name

I, Jamsad Sk (Old Name) S/O–Anser Sk resident of Paschimpara, Sankarpur, Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742159 do hereby decrale that I have changed my name from Jamsad Sk to Jansad Sk and hencefort I shall be known as Jansad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/02/2025. My name Jansad Sk & Jamsad Sk both are same and one identical person.

Change of Name

I, Khejamatali Sekh (Old Name) S/O-Kesmatali Sk residing at Vill & Po- Barui Para, Ps-Palashipara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby decrale that I have changed my name from Khejamatali Sekh to Khejmatali Sekh and hencefort I shall be known as Khejmatali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2025 . My name Khejmatali Sekh & Khejamatali Sekh both are same and one identical person.

Change of Name

I, Kechmatali Sekh (Old Name) S/O-Kamai Sk residing at Vill & Po- Barui Para, Ps-Palashipara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby decrale that I have changed my name from Kechmatali Sekh to Kesmatali Sk and hencefort I shall be known as Kesmatali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2025 . My name Kesmatali Sk & Kechmatali Sekh both are same and one identical person.

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে, মালদা বিভাগীয় রেলওয়ে হাসপাতালের ওপিডি কমপ্লেক্সে একটি বিশ্ব ক্যান্সার সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মালদা মেডিকেল কলেজের অনকোসার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ প্রশান্ত কৃষ্ণ রায় প্রধান বক্তা ছিলেন। ডঃ রায় ক্যান্সারের ঝুঁকির কারণ, প্রাথমিক সনাক্তকরণের গুরুত্ব এবং প্রাক-ক্যান্সারাস অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন যা ব্যক্তিরা যদি ভালভাবে অবহিত হন তবে তারা সনাক্ত করতে পারেন। তিনি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় এবং সময়মত ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য তুলে ধরেন। স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সাথে একটি ইন্টারেক্টিভ অধিবেশন প্রাথমিক লক্ষণ এবং লক্ষণগুলি সনাক্তকরণে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যা আরও ভালভাবে কেস সনাক্তকরণে সহায়তা করে। ডঃ সুরজিত ভট্টাচার্য (এসিএমএস) এবং ডঃ এস. ব্যানার্জি (ডিএমও) এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এই কর্মসূচি রেলওয়ে কর্মীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয়েছে, ক্যান্সার স্ক্রিনিং নির্দেশিকা এবং প্রাথমিক হস্তক্ষেপের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা বৃদ্ধি করেছে।

বাঁশ দিয়ে ঘিরে মাটি ভরাটের অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর! পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশের পরেও ফের প্রকাশ্যে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। সরকারি সেচ দপ্তরের জমি এবং ক্যানেল। যে ক্যানেল এলাকার একমাত্র নিকাশির পথ। সেই জমি দখল করে বাঁশ দিয়ে ঘিরে মাটি ভরাটের অভিযোগ। দখলমুক্ত করতে রাস্তায় নামল এলাকাবাসী। সরকারি জমি বাঁচাতে তুমুল বিক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের। দখলকারীদের দাবি তারা স্ট্যাম্প পেপারে ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে স্থানীয় কমিটির কাছ থেকে এই জমি কিনেছেন। কিন্তু সরকারি জমি কি ভাবে স্ট্যাম্প পেপারে বিক্রি হলো। এই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন? এই ঘটনা সামনে আসতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের মদতে প্রশাসনের সহায়তায় দখল হয়ে যাচ্ছে সরকারি জমি। যদিও তৃণমূলের দাবি সরকারি জমি দখল হলে কঠোর পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপাথর গ্রামে রয়েছে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের দেড় বিঘা জমি এবং ক্যানেল। যে জমিতে স্থানীয় কৃষকরা চাষবাস করে। ওই ক্যানেল দিয়ে চাষবাস সহ এলাকার জল নিকাশি হয়। অভিযোগ ইসাক নামে এক ব্যক্তি ভুয়ো ভাবে ওই জমি কিনে বাঁশ দিয়ে ঘিরে মাটি ভরাট করছে। তারপরে এদিন এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভ করে। তাদের দাবি যদি এই ক্যানেল বন্ধ হয়ে যায় দুটি গ্রামের মানুষ ব্যাপক সমস্যায় পড়বে। বিঘ্ন হবে কৃষিকাজ। সাথে তাদের প্রশ্ন কি ভাবে সরকারি জমি বিক্রি হচ্ছে। এই নিয়ে তারা প্রশাসনিক দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এদিন বিক্ষোভের ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়। যদিও দখলকারীর ছেলের দাবি তারা স্থানীয় গ্রামবাসীর কমিটির কাছ থেকে এই জমি স্ট্যাম্প পেপারে ছয় লক্ষ টাকায় কিনেছেন। কিন্তু কে বা কারা কি ভাবে বিক্রি করল। প্রশাসন কেন টের পেল না। উঠছে একাধিক প্রশ্ন? অন্যদিকে জেলা সেচ দপ্তরের অধিকর্তা জানিয়েছেন এই নিয়ে খতিয়ে দেখে তারা মন্তব্য করবেন। অপরদিকে অভিযোগ পেলে পদক্ষেপ নেওয়া হবে আশ্বাস হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুরজিত দাসের। যদিও বিজেপির দাবি সমগ্র ঘটনায় তৃণমূলের মদত রয়েছে। তার জন্য প্রশাসন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের মতে সরকারি জমি কোনভাবেই দখল হবে না। যদি হয়ে থাকে প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে।

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই ৮টি দোকান ও বাড়ি, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার শহরের নিউটাউনে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল ৮টি দোকান। আগুনে পুড়ে গেছে এলাকার একটি বাড়িও। মঙ্গলবার মধ্যরাতে এই আগুন লাগে। মধ্যরাত দেড়টা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে পোড়া গন্ধ অনুভব করেন। বাইরে বেরিয়ে দেখা যায় এলাকার বেশ কিছু দোকানে আগুন লেগেছে। মুহূর্তে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা অনেকটাই বেশি ছিল। দোকানগুলির পাশেই একটি দোতলা বাড়ি ছিল। সেখানেও আগুন ছড়িয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিলেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় শেষপর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

PANCHLA GRAM PANCHAYAT
P.O.: Panchla, Dist: Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
No. PGP/204/2025(UNTIED)
DATE 06.02.2025

For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites sealed percentage rate tender for total 8 (Eight) Nos. different works. Date of floating tender **06.02.25**. Last date of submission **18.02.25**. Opening of tender on **20.02.25**. For details visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Panchla Gram Panchayat

OFFICE OF THE
CHAMRAIL GRAM PANCHAYAT
CHAMRAIL::HOWRAH
E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- i) WB/HOW/CGP/355/NIT/5th T/24-25

Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan,Chamrail Gram Panchayat, Bally Jagacha Block for implementation of One 1 no. work within Chamrail Gram Panchayat, Howrah. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Chamrail Gram Panchayat

Office of the
Dhandali Gram Panchayat
Belari, Shyampur-I, Howrah
Sub.- GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Dhandali Gram Panchayat, Shyampur-I, Howrah, for 11 nos. of work vide Memo No.- **21/DGP/2025 Dated- 04/02/2025**
NIET NO - WB/HZP/SHY-I/DGP/15 TH /NIET-148/24-25,
Memo No.- 22/DGP/2025 Dated- 04/02/2025 NIET NO - WB/HZP/SHY-I/DGP/15 TH /NIET-149/24-25,
Memo No.- 23/DGP/2025 Dated- 04/02/2025 ,NIET NO - WB/HZP/SHY-I/DGP/15 TH /NIET-150/24-25,
Memo No.- 24/DGP/2025 Dated- 04/02/2025 ,NIET NO - WB/HZP/SHY-I/DGP/15 TH /NIET-151/24-25,
Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/-
Pradhan,
Dhandali Gram Panchayat, Shyampur-I, Howrah.

শহরের নিরাপত্তা চাঙ্গা রাখতে বাইক নিয়ে নজরদারি সিউড়ি থানার পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি , ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এদিন সিউড়ি শহরের করা নজরদারি রাখতে সিউড়ি থানার আইসির উদ্যোগে মহিলা উইনার টিম সাইকেল বাহিনী সহ সিউড়ি থানার টাউনের পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন আনাচে কানাচে জমায়েত জায়গা গুলিতে হানা দিলেন।

তার পাশাপাশি শহরের দামি গহনা থেকে পোশাকের দোকানগুলি, সেগুলিতেও নজরদারি বাড়াতে সেই শোরুম গুলির কর্তৃপক্ষ এর সঙ্গে কথা বললেন তারা। তার পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন জায়গায় এদিন বাইক নিয়ে নজরদারি করে আঁটোসাঁটো পরিক্রমা করলেন। তবে এই পুলিশের বাইক নিয়ে নজরদারি দেখে শহরবাসী থেকে শুরু করে বিভিন্ন শহরের নামিদামি ব্যবসায়ীরা অনেকটাই সাধুবাদ জানিয়েছে। তার পাশাপাশি নিরাপত্তা কম মনে করছেন কারণ এতদিন ধরে এইভাবে পুলিশের বিভিন্নভাবে মোটরবাইক নিয়ে তল্লাশি এতদিন ছিল না। সেই কারণে আবারো পুলিশের মোটরবাইক নিয়ে সিউড়ি থানার একটি পুলিশ বাহিনী তৈরি করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় সকাল থেকে দেখা গেল নজরদারি রাখতে।

অণ্ডালে সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠান ঘিরে বচসা মারপিট, ছুরিকাঘাত ৪

দুরন্ত বার্তা, অণ্ডাল, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠান ঘিরে অশান্তি ছড়ালো পশ্চিম বর্ধমানের অণ্ডাল। মঙ্গলবার রাতে সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠান ঘিরে বচসা ও মারপিটের জেরে জখম হলেন কমপক্ষে ৪ জন। আহতরা ছুরিকাঘাত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার অণ্ডাল থানার নব কাজোরা কুড়মি পাড়ায় সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে ছোটদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কে অতিথি হবেন, তা নিয়েই শুরু হয় বচসা। ধারালো অস্ত্র নিয়ে চলে আক্রমণ। ছুরিকাঘাত হন ৪ জন। জানা গেছে, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন রাজকুমার নামে এক ব্যক্তি। মূলত তাকে কেন্দ্র করেই হয় ঝামেলার সূত্রপাত। স্থানীয় সাহিল (বাবলু) সিং, যোগিন্দর প্যাটেল, সানি সিং-রা রাজকুমারকে অতিথি করা নিয়ে আপত্তি তোলেন। এমনকী, তাকে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। কিন্তু রাজকুমার ও পুজো উদ্যোক্তারা এতে রুখে দাঁড়ায়। ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপরই তাদের উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায় সাহিল (বাবলু) সিং, যোগিন্দর প্যাটেল, সানি সিং-এর অনুগামীরা। ছুরিকাঘাতে আহত হওয়া ব্যক্তিদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অণ্ডাল থানার পুলিশ। হামলার অভিযোগে সাহিল সিং ও যোগিন্দর প্যাটেলকে আটক করা হয়েছে।

আমমোক্তারনামা

সামিম হাসান, পিতা- মোঃ ইসামাইল সেখ, সাং ও পোঃ- লালখাঁদিয়াড়, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. **অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বর্তমান ইং ২০২৪ সালে** Book-I, 12762 নং ও ইং ২০২৩ সালে Book-I, 18322 নং আমমোক্তার দলিল **মূলে ১) সেমি বিবি ওরফে মেমি বিবি, ২) সফিকুল ইসলাম, ৩) আব্দুল হক, ৪) সেলিমা সুলতানা আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১১২ নং সাধুয়া মৌজাস্থিত এল. আর. ৬৩, ৬২ নং দাগের এল. আর. ৫৮১, ১২৫৬, ১২৫৭, ৮৪৬ নং খতিয়ানের মোট ৩৯ শতক সম্পত্তি হইতেছে।**
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

মোঃ ইসমাইল সেখ, পিতা- মৃত ফেরদাউস সেখ, সাং- ও পোঃ- লালখাঁনদিয়াড়, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. **অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২১ সালে** Book-I, 5499 নং **আমমোক্তার দলিল মূলে কুতুবুদ্দিন সেখ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।**
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১১৪ নং শ্রীকান্তবাটি মৌজাস্থিত এল. আর. ২১৬ নং দাগের এল. আর. ৯৯৪০ নং খতিয়ানের মোট ৬.৬৬ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

সাহাদাত হোসেন, পিতা- মৃত মোঃ ইকতিয়ার হোসেন, সাং- নতুন বড়শিমুল, পোঃ-সম্মতিনগর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২২ সালে Book-I, 7857 নং আমমোক্তার দলিল মূলে অসিকুল সেখ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১৯ নং ছোটকালিয়াই মৌজাস্থিত এল. আর. ১০৬৬, ১০৬৭ নং দাগের এল. আর. ৬৫৫৮ নং খতিয়ানের মোট ২.৭৫ শতক সম্পত্তি হইতেছে।**
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

জমি নিয়ে বিবাদের জেরে কুপিয়ে খুন এক ব্যক্তিকে, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ জমি নিয়ে বিবাদের জেরে কুপিয়ে খুন এক ব্যক্তিকে। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানার অন্তর্গত খেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কাঁঠালপাড়া গ্রামে। মৃতের নাম সাদ্দাম হোসেন। আহত আরো দুজন। জানা গেছে প্রতিদিনের মতন সাদ্দাম এই দিন গ্রাম থেকে কিছুটা দূরত্বের মুরিয়ালিপারা এলাকায় নিজের জমিতে চাষ করতে গেছিল। এই জমিটি দখল করার চেষ্টা করেছিল কিছু ব্যক্তি। সাদ্দাম প্রতিবাদ করলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়। সাদ্দামকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হন মকবুল হোসেন ও উসমান আলী। এরপর তৈরি করি তিনজনকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় । চিকিৎসা চলাকালীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয় সাদ্দাম হোসেনের। বাকি দুইজনকে মালদার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজন চিকিৎসাধীন বলে জানা যায়। ঘটনার তদন্ত নেমেছে চাঁচল থানার পুলিশ।

বিমানবন্দরে আগুন, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বালুরঘাট এয়ারপোর্ট এর ভিতরে লাগলো আগুন। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট এয়ারপোর্টি এলাকায়, বুধবার বিকেল ওই আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকা। ঘটনাস্থলে ফায়ার ব্রিগেডের তিনটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভাতে উদ্যোগী হয়। প্রয়োজনে আরো ইঞ্জিন আসবে বলে জানা গেছে। তবে ঠিক কি কারণে আগুন লাগল তা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি বলে ফায়ার ব্রিগেডের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করেন। আগুন যাতে বিমানবন্দরে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য ফায়ার ব্রিগেড এর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

আমমোক্তারনামা

দরুদ সেখ, পিতা- আব্দুল কালাম সেখ, সাং- উমরপুর, পোঃ- ঘোড়শালা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. **অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে** Book-I, 8961 নং **আমমোক্তার দলিল মূলে সত্যবান সরকার আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।**
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১১৯ নং মথুরাপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ৩৮০, ৩৮১, নং দাগের এল. আর. ২০২৪, ২০৭৩ নং খতিয়ানের মোট ১৫ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

অ্যালায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড
CIN: L70100WB1895PLC001021
রেজি. অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন নং. ২২৩০৯০৯৫
ইমেইলঃ allianceudyog@gmail.com

নোটিশ

SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা শুক্রবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে বিবেচনা করার জন্য এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ আরও জানানোর জন্য যে কোম্পানির সিকিউরিটিজে লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডোটি কোম্পানির সকল পরিচালক, কর্মকর্তা এবং মনোনীত কর্মচারীদের জন্য ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ এবং ঘোষণার উদ্দেশ্যে বন্ধ করা হয়েছে, যা প্রথমদিকে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আমার ঘোষণার ৪ ঘন্টা পরে আবার চালু হবে। স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল।

অ্যালায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের জন্য
অরুণ কুমার লোহিয়া
পরিচালক
DIN:000613114

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ০৫.০২.২০২৫

পুলিশি তৎপরতায় ডাকাতি বানচাল

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, পুলিশি অভিযানে ডাকাতির আগেই গ্রেফতার হলো এক ডাকাত। ধৃত ডাকাতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১১ ইঞ্চি ট্রিগার, ফায়ারিং পিন ও লোহার বাঁট সহ একটি পাইপ গান। ধৃতের নাম আলিমুদ্দিন সেখ (২৭), বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পাকু। জেলার পলসা গ্রামে। সূত্রের খবর, আট থেকে নয় জনের একটি ডাকাত দল রামপুরহাট ১৪ নং জাতীয় সড়কের ধারে গরুর হাটে জমায়েত করে। আলিমুদ্দিন সেখকে সবমাল গ্রেফতার করে পুলিশ। যদিও বাকিরা পালাতে সক্ষম হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অত্যন্ত পুলিশি তৎপরতার কারণে ডাকাতির ঘটনা এড়ানো গেছে বলে সূত্রের খবর।

টোটোতে তোলা যাবে না অতিরিক্ত পড়ুয়া, সতর্কতা ময়নাগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কিছু দিন পরই মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেই কারণে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে টোটো চালকদের সতর্ক করল পুলিশ ও প্রশাসন। টোটো চালকদের বলা হল, আপনারা সঠিক ভাবে টোটো চালিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাবেন। অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী তুলতে যাবেন না। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত যাত্রী নিলে, এতে দুর্ঘটনা হতে পারে। টোটো ঠিক আছে কি না তা দেখে নেবেন। টোটো চালকদের সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। বুধবার বিভিন্ন টোটো চালকদের মধ্যে এই ভাবে সচেতনতা প্রচার সারল ময়নাগুড়ির পুলিশ-প্রশাসন। পুলিশের এই ভূমিকায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

SPANGLE MARKETING LIMITED
CIN: L51311WB1984PLC050209
Regd. Office :P-103, Princeep Street, 3rd Floor,Room No.24, Kolkata-700072
Phone:-033 2282-5020/22805022 **Email:**parida.1995@rediffmail.com **Website:** www.spanglemarketing.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 31ST DECEMBER, 2024
(Rs. in Lakhs)

SI	Particulars	Quarter Ended			Nine Months ended		Year ended
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	**Income from Operations**						
	Net sales/ Income from Operations	2.01	49.23	-13.77	51.52	1.65	-3.06
2	Other Operating Income	0.13	0.00	0.12	0.13	0.17	0.18
3	**Total Income (I+II)**	**2.14**	**49.23**	**-13.65**	**51.65**	**1.82**	**-2.89**
4	**Expenses**						
	(a) Cost of Meterials Consumed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Purchase of Stock-in-trade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) Employee Benefits Expenses	4.20	2.59	2.16	8.92	6.24	8.33
	(e) Finance Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) Depreciation and amortisation expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(g) Other expenses	0.63	1.10	0.55	2.87	2.53	4.87
	Total Expenses	**4.84**	**3.69**	**2.71**	**11.79**	**8.77**	**13.20**
5	**Profit / (Loss) from operations before exceptional and extraordinary items and tax (3-4)**	**-2.70**	**45.54**	**-16.36**	**39.86**	**-6.95**	**-16.09**
6	Exceptional items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**Profit/ (Loss) from ordinary activities before extraordinary items & tax (5-6)**	**-2.70**	**45.54**	**-16.36**	**39.86**	**-6.95**	**-16.09**
8	Extraordinary items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	**Profit / (Loss) from Ordinary activities before Tax (7-8)**	**-2.70**	**45.54**	**-16.36**	**39.86**	**-6.95**	**-16.09**
10	**Tax expenses**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Current year Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Income Tax for Earlier Years	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deferred Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	**Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after tax (9-10)**	**-2.70**	**45.54**	**-16.36**	**39.86**	**-6.95**	**-16.09**
12	**Profit/(Loss) from discontinuing operation**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Tax expenses of discontinuing operations**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**Profit /(Loss) from discontinuing operations (after Tax) (12-13)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15	**Net Profit / (Loss) for the period (11+14)**	**-2.70**	**45.54**	**-16.36**	**39.86**	**-6.95**	**-16.09**
16	**Other Comprehensive Income (net of Taxes)**						
	A. (i) Items that will not be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Incometax relating to items that will not be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B. (i) Items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Incometax relating to items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Comprehensive Income for the Period (15+16) (Comprising profit (Loss) and other comprehensive income for the Period)	**-2.70**	**45.54**	**-16.36**	**39.86**	**-6.95**	**-16.09**
17	Paid-up equity share capital (Shares of Rs 10/- each)	220.22	220.22	220.22	220.22	220.22	220.22
18	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27
19	**Earnings per Equity share (Rs. 10/- each) for continuing operation : (not annualised)**						
	(a) Basic	-0.012	0.207	-0.074	0.181	-0.032	-0.073
	(b) Diluted	-0.012	0.207	-0.074	0.181	-0.032	-0.073
	See accompanying notes to the financial results						

Notes:
1 The above statement of Unaudited Standalone financial results for the quarter and year ended 31st December, 2024 are specified incompanies (Indian Accounting Standrard) Rules 2015 and SEBI Regulation with Subsequent amandments. Prepared in compliance with(Indian Accounting Standard) es, 2015 and SEBI Regulation with subsequent Amandements.
2 The above unaudited financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by Board of Director at their meeting held on 5th February 2025.
3 The above financial results has bben subjected to limited review by the statutary auditer of the company.
4 The figure for the previous period has been regrouped /rearranged where considered necessary to conform to the current year classification .
5 This statement is as per Regulation 33 of SEBI (Listing obligation and disclosure obligation) Regulation, 2015 as amended.
6 There is no invester Complaints received or pending as on quarter ending 31st December ,2024

For and on behalf of the Board of Directors
For Spangle Marketing Limited

Sd/- P C Karmakar
Director
DIN:06514584

Sd/- S. K. Parida
Whole Time Director
DIN:00062443

Sd/-Pradosh Ranjan Biswal
CFO
PAN: CSHPB5555Q

Sd/- Amit Kumar Giri
Company Secretary
M NO: A65846

Place : Kolkata
Date : 05.02.2025

HASIMARA INDUSTRIES LIMITED
CIN:: L65993WB1904PLC001571
Regd. Office: McLeod House,1st Floor,
3,Netaji Subhas Road,Kolkata - 700001
Phone no. 033-2248-7386/87 email: hasimara_tea@yahoo.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Extra-ordinary General Meeting (EGM) of the Members of Hasimara Industries Limited (the Company) will be held on **Friday, 28th day of February, 2025 at 11.00 a.m.** to transact the business as set out in the Notice convening the Meeting at the Registered office of the Company,McLeod House,1st Floor,3,Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001.
The Notice of the EGM have been sent in electronic mode only to those Members who have registered their e-mail addresses in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. The dispatch of the Notice of the EGM has been completed on Wednesday 5th day of February, 2025 in conformity with the regulatory requirements.
Please refer to the Notice of the EGM for details for joining the EGM and the manner of casting vote etc. The details relating to e-Voting in terms of said Act and Rules, are as under.

1. The date and time of commencement of remote e-Voting on T**uesday, February 25, 2025 at 09. a.m.**
2. The date and time of end of remote e-Voting on Thursday, February 27, 2025 at 5.00 p.m.
   Remote e-Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The remote e-Voting modules shall be blocked by CDSL for voting thereafter.
3. The cut-off date - **February 21st 2025.**
   Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting.Persons who are not Members as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.
4. A person, who acquires shares and becomes a Members of the Company after the dispatch of the
   Notice and holding shares as on the cut-off date may approach the Company for issuance of the user Id and password for exercising their right to vote by electronic means.
5. Website address of the Company where the Notice of the EGM is displayed: Company: www.hasimara.com. The same can also be accessed from the websitesof CDSL at www.cdslindia.com.
6. Contact details of the person/s responsible to address the grievances connected with e-Voting:

Particulars	CDSL	NSDL
Name	**HELP DESK**	**HELP DESK**
E-mail id	helpdesk.evoting@cdslindia.com	evoting@nsdl.co.in
Phone No.	022-2305-8738/8542-43	18001020990/ 1800224430

7. Ms.Sweta Gupta, Practicing Company Secretary (ACS59873) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and casting of votes through e-Voting process during the EGM in a fair and transparent manner.
8. The declared results of voting along with a Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.hasimara.comand website of CDSL immediately after the declaration of results.

By Order of the Board
Hasimara Industries Limited
Sd/-.
(Prakash Chand Bhandari)
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: February 5th 2025.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/ASPH/PB/GM-09/2024-25**
Name of the Work: **Repairing of Thermodrum roller ring, bucket elevator sprockets of DM50 plant and cleaning of bitumen pipe line with allied works at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated cost: **QUOTATION.** Earnest Money: **₹ 9,500.00**. Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **18.02.2025, 1.00 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal (online): **20.02.2025, 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.02.2025 (after 1.00 p.m.)**
2. NIT No.: **KMC/ASPH/P.BAZAR/BN-16/2024-25 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of road by lowering Asphalt surface and allied works at Princep St. from 7, Prafulla Sarkar St. to 9, Ganesh Chandra Avenue and from 2A, G.C. Avenue to 3, Princep St., in Ward No.-46, Br-VI, under Roads(M) department.** Estimated Amount (Incl. GST, Contigency & CESS): **₹ 4,95,962.74.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **18.02.2025, 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.02.2025 (after 12.30 p.m.)**. The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Dy. C. E. (Mech.)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/ASPH/PB/GM-10/2024-25**
Name of the Work: **Replacement of outside insulation of reserve bitumen tank of DM50 plant at Asphaltum Palmer Bazar Plant under Roads(M) Department.** Estimated cost: **QUOTATION.** Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **17.02.2025, 1.00 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal (online): **19.02.2025, 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.02.2025 (after 1.00 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/ROADS/2024-2025/744 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of road surface disturbed by W/S & drainage Deptt. at A.P.C Road, A.J.C Bose Road etc. under Borough-V.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,85,474.35.** Earnest Money: **₹ 9,750.00**. Period of Completion: **120 days.**
2. NIT No.: **KMC/ROADS/2024-2025/745 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of road surface disturbed by W/S & drainage Deptt. at N.S. Road, BBD Bag Road etc. under Borough-V.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,91,342.58.** Earnest Money: **₹ 9,850.00**. Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **19.02.2025 – 12.00 noon.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **08.02.2025 (12.00 noon)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer / Water Sypply / (ARSM SQ.BPS), KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/WS/ARSM/95/2024-25**
Name of the Work: **Improvement of reliability of existing fire equipments at Jorabagan WTP cum BPS.** Estimated Amount: **₹ 2,01,780.00.** Earnest Money: **₹ 4,050.00**. Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **17.02.2025 up to 2.00 p.m.** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Sypply/GRWW), KMC** invites e-tender for the following work :–
NIT No.: **EEWS/KMC/GRWW/24-25/28**
Name of the Work: **Repairing of damaged portion of 1500 mm dia PSC, CC grid in front of Institute of Hotel Management Bus Stand with other allied works.** Estimated Amount: **₹ 1,47,417.00.** Earnest Money: **₹ 2,950.00**. Period of Completion: **7 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (online): **13.02.2025 at 2.00 p.m. /15.02.2025 at 2.00 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), Borough-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/WS/JOKA/38/2024-25**
Name of the Work: **Restoration of damaged filter water supply pipe line, G.I. Pipe, Standpost, Ferrule cleaning and its allied work at 22 Bigha, Kalyannagar, Srijani, Satyen Park, Dhalipara, Nabapally Road, Malancha etc. in Ward No.-143, Borough-XVI.** Estimated cost of the work: **₹ 1,46,420.82.** Earnest Money: **₹ 3,000.00**. Period of Completion: **24 days.**
2. NIT No.: **KMC/WS/JOKA/39/2024-25**
Name of the Work: **Improvement of Water Supply 600 mm M.S. and 200 mm dia C.I. Leakage repairing at J.L. Sarani (Daspara), cutting and flushing, Leakage repair at Jyotirmoy Nagar, Majhi Para, Progati Palli and Das Para Road Ward No.-124**. Estimated cost of the work: **₹ 1,77,379.90.** Earnest Money: **₹ 3,600.00**. Period of Completion: **30 days.**
3. NIT No.: **KMC/WS/JOKA/40/2024-25**
Name of the Work: **Improvement of Water Supply Pipe Line by Leak Repair, G.I. Pipe Change and Ferrule Checking, and other allied works due to drainage works at different places of Purba Para Road, Vidya Sagar Sarani in Ward No.-124**. Estimated cost of the work: **₹ 2,11,679.22.** Earnest Money: **₹ 4,300.00**. Period of Completion: **45 days.** Last date of submission of bid: **20.02.2025 up to 3.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on: **22.02.2025 at 4.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **10.02.2025 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3). **1344/24-25**

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলবেন প্রথম ভারতীয় ফুটবলার

বেঙ্গালুরু, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ স্লোভেনিয়ার সর্বোচ্চ লিগ, প্রভালিগার ক্লাব রাডমলজে যোগ দিলেন তরুণ ভারতীয় গোলরক্ষক সোম কুমার। সুব্রত পাল ও গুরপ্রীত সিং সাঁধুর পর তিনিই তৃতীয় ভারতীয় গোলরক্ষক যিনি ইউরোপের কোনো দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার সুযোগ পেলেন। ১৯ বছর বয়সী সোম কুমার কিছুদিন আগেই আইএসএলের ক্লাব কেরল ব্লাস্টার্সের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করেন। তখনই শোনা যাচ্ছিল তিনি স্লোভেনিয়ার কোনো ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন। অবশেষে সেই জল্পনাই সত্যি হলো। বেঙ্গালুরুতে জন্ম নেওয়া সোম কুমার, সেখানকার আইএসএল ক্লাব বেঙ্গালুরু এফসি-র অ্যাকাডেমি ও তারপর বেঙ্গালুরু-স্থিত বোকা জুনিয়র্স অ্যাকাডেমি ও বিওয়াইএফএল অ্যাকাডেমিতে ফুটবলপাঠ নেওয়ার পর স্লোভেনিয়ায় পাড়ি দেন ও সেখানে এনকে ব্রাভো, এনকে ক্রকা ও বিখ্যাত অলিম্পিয়া লুবলানার যুব দলে খেলার পর চলতি মরসুমের শুরুতেই ভারতে এসে কেরল ব্লাস্টার্সের হয়ে সিনিয়র কেরিয়ার শুরু করবেন। কিন্তু চলতি আইএসএলে মাত্র তিনটি ম্যাচই খেলার সুযোগ হয় তাঁর। তারপর

আবার স্লোভেনিয়াতেই ফিরছেন ভারতের অনূর্দ্ধ-১৭ ও অনূর্দ্ধ-২০ জাতীয় দলে খেলা এই প্রতিভাবান গোলরক্ষক। ফলে তিনি হবেন প্রথম কোনো ভারতীয় ফুটবলার খেলতে চলেছে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগে খেলবেন। কয়েকদিন পরই আছে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগের কোয়ালিফায়ার ম্যাচ। সেখানে খেলতে চলেছেন তিনি। ইতালিতে সোম তার ক্লাবের সাথে একটি অনূর্দ্ধ ১৫ সামার টুর্নামেন্ট খেলতে আসে এবং সেখানে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এর জেরে নিজের ক্লাবের প্রথম চয়েস গোলকিপার পজিশন পাকাপাকি হওয়ার পাশাপাশি সে ডাক পায় ভারতীয় দলের অনূর্দ্ধ ১৭ জাতীয় দলের ট্রায়ালে এবং সেখানে ফোর্থ চয়েস থেকে হয়ে ওঠে প্রথম চয়েস গোলকিপার। সেখানে ভালো পারফরম্যান্স এর জেরে ডাক পায় ভারতীয় টিমের অনূর্দ্ধ ২০ দলে এবং সাফ টুর্নামেন্টে সে পায় বেস্ট গোলকিপার আওয়ার্ড। আই এস এলের বড় ক্লাবের অফার থাকা সত্ত্বেও সোম কুমার ইউরোপে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। বর্তমানে সে প্রাকটিস করছে এমন একজন গোলকিপার কোচের কাছে যার তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে জান অবলাক এবং হ্যানডানোভিকদের মতো বিখ্যাত গোলকিপাররা। ভারতীয় ফুটবল পেতে চলেছে সোম এর মত এক রত্নকে যে বিশ্বফুটবলের দরবারে উজ্জ্বল করতে চলেছে ভারতবর্ষের নাম।

নেই ভারতের রেফারি-আম্পায়ার!

চ্যাম্পিয়ন্সস ট্রফির জন্য ১৫ জন ম্যাচ অফিসিয়ালের তালিকা প্রকাশ আইসিসি'র

দুবাই, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আইসিসি পুরুষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫। এর জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল তথা আইসিসি ১৫ জন ম্যাচ অফিসিয়ালের এক তালিকা প্রকাশ করেছে। এই টুর্নামেন্টটি মোট চারটি আইকনিক ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে পাকিস্তানের করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই অন্তর্ভুক্ত। আইসিসির মতে, এই প্রতিযোগিতায় আটটি দল অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের ম্যাচ পরিচালনা করবেন বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ ১২ জন আম্পায়ার। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য নির্বাচিত আম্পায়ারদের মধ্যে বেশ কিছু পুরনো মুখ থাকছেন। যারা ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম হলেন রিচার্ড কেটেলবোরো, যিনি ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেও আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কেটেলবোরো, যিনি ১০৮টি পুরুষদের একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, এবারও এই টুর্নামেন্টে অফিসিয়াল হিসেবে থাকবেন। তার সঙ্গে থাকছেন ক্রিস গ্যাফানি, কুমার ধর্মসেনা, রিচার্ড ইলিংওর্থ, পল রেইফেল এবং রড টাকার মতো অভিজ্ঞ আম্পায়াররা, যারা ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন। ধর্মসেনা, যিনি শ্রীলঙ্কার অন্যতম সেরা আম্পায়ার, তার ওডিআই ম্যাচের পরিচালনার সংখ্যা ১৩২। এটি শ্রীলঙ্কার জন্য এক রেকর্ড এবং তিনি এই টুর্নামেন্টে তার অভিজ্ঞতা আরও বাড়াতে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে, কেটেলবোরো এবং ইলিংওর্থ, যারা ২০২৩ সালে ভারতের আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত আইসিসি পুরুষদের ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালেও আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন

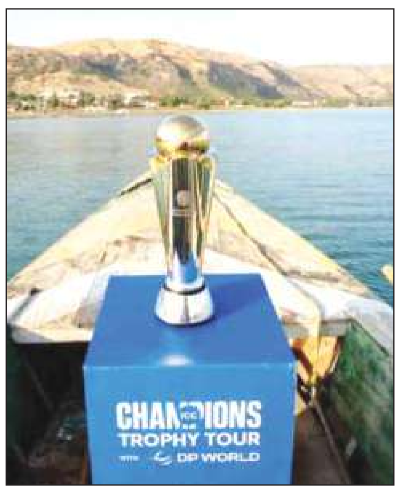

করেছিলেন। তাদের সঙ্গে রয়েছেন আরও কিছু বিশ্বকাপ অভিজ্ঞ আম্পায়ার। এর মধ্যে মাইকেল গফ, অ্যাড্রিয়ান হোল্ডস্টক, আহসান রাজার মতো আম্পায়াররা উল্লেখযোগ্য। শারফুদ্দৌলা ইবনে শাহিদ, অ্যালেক্স হোয়ার্ফ এবং জোয়েল উইলসনও বিশ্বকাপ ২০২৩-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এবার চ্যাম্পিযন্স ট্রফিতেও তাদের অবদান থাকবে। এই টুর্নামেন্টে ম্যাচ রেফারি হিসেবে থাকবেন তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তারা হলেন ডেভিড বুন, রঞ্জন মাদুগালে এবং অ্যান্ড্রু পাইক্রফট। এই তিনজনই আইসিসির এমিরেটস এলিট প্যানেলের সদস্য। ডেভিড বুন ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেও রেফারি হিসেবে ছিলেন, রঞ্জন মাদুগালে ২০১৩ সালের ফাইনালেও রেফারি ছিলেন এবং অ্যান্ড্রু পাইক্রফটও ২০১৭ সালে এই টুর্নামেন্টে রেফারি হিসেবে কাজ করেছিলেন। আইসিসির সিনিয়র ম্যানেজার - আম্পায়ারস এবং রেফারিজ, শন ঈজির মতে, ''আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা ২০২৫ সালের আইসিসি পুরুষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য এই অত্যন্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ম্যাচ অফিসিয়ালদের তালিকা ঘোষণা করতে পারলাম। তাদের সম্মিলিত দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা টুর্নামেন্টের সুষ্ঠু পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'' তিনি আরও বলেন, ''আমরা সবসময় এমন অফিসিয়ালদের নিয়োগ দিতে চাই যারা এ ধরনের মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের জন্য উপযুক্ত। আমরা নিশ্চিত যে এই দলটি পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে টুর্নামেন্টটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে। আমরা তাদের জন্য একটি স্মরণীয় টুর্নামেন্ট কামনা করছি।''

ম্যাচ অফিসিয়ালদের তালিকা

আম্পায়াররা-কুমার ধর্মসেনা, ক্রিস গ্যাফানি, মাইকেল গফ, অ্যাড্রিয়ান হোল্ডস্টক, রিচার্ড ইলিংওর্থ, রিচার্ড কেটেলবোরো, আহসান রাজা, পল রেইফেল, শারফুদ্দৌলা ইবনে শাহিদ, রডনি টাকার, অ্যালেক্স হোয়ার্ফ, জোয়েল উইলসন।

ম্যাচ রেফারিরা-ডেভিড বুন, রঞ্জন মাদুগালে, অ্যান্ড্রু পাইক্রফট।

এই অভিজ্ঞ প্যানেলটি নিশ্চিতভাবেই আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫-কে একটি সুষ্ঠু, সেরা মানের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পরিণত করবে।

নাগপুরের নেটে মারকুটে মেজাজে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি

নাগপুর, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ তাঁদের অনুশীলন দেখতে ভিড় জমেছিল নাগপুরের বিদর্ভ ক্রিকেট সংস্থার মাঠে। এই মাঠেই বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। তার আগে অনুশীলনে মারকুটে মেজাজে দেখা গেল রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে। তাঁদের একের পর এক শট আছড়ে পড়ল গ্যালারিতে। বুধবার দুপুরে অনুশীলনে প্রথমে ব্যাট করতে যান রোহিত। গত এক বছরে সাদা বলের ক্রিকেটে রোহিতের ব্যাট করার ধরন বদলেছে। প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক শট খেলেন তিনি। অনুশীলনেও তা-ই করলেন। পেসারদের বিরুদ্ধে একের পর এক পুল খেললেন। আবার স্পিনারদের বিরুদ্ধে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে সামনের দিকে শট মারলেন। সুইপও মারতে দেখা গেল তাঁকে। দেখে বোঝা গেল, রক্ষণাত্মক শট খেলার কোনও মানসিকতা তাঁর নেই। রোহিতের পরে নেটে যান কোহলি। তিনিও শুরু করেন একই মেজাজে। গুড লেংথের বলে একের পর এক কভার ড্রাইভ মারেন তিনি। প্যাডের বল ফ্লিক করেন। একটু শর্ট লেংথে বল পেলেই পুল মারলেন। স্পিনারদের বিরুদ্ধে হাত খুললেন কোহলিও। তাঁদের একটা করে শট গ্যালারিতে পড়ছিল আর দর্শকেরা চিৎকার করছিলেন। তাঁরা চান, বৃহস্পতিবার ম্যাচেও একই মেজাজে খেলুন দুই ব্যাটার।

রোনাল্ডোর 'মিথ্যে' ধরা পড়ল বিশেষজ্ঞের চোখে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

স্প্যানিশ টিভি শো 'এল চিরিনগুইতো'য় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর দাবি, 'আমি সর্বকালের সেরা কমপ্লিট খেলোয়াড়। ক্রিস্টিয়ানো পরিপূর্ণ নন বলাটা হবে মিথ্যার নামান্তর। আপনি পেলে, মেসি, মারাদোনাকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন।' ড্যারেন স্ট্যানটনকে না-ও চিনতে পারেন। ইংল্যান্ডের এই ভদ্রলোক 'হিউম্যান লাই ডিটেক্টর' ও শরীরী ভাষার বিশেষজ্ঞ। পর্তুগিজ কিংবদন্তির সাক্ষাৎকারটি তিনি দেখেছেন। দেখার পর স্ট্যানটনের দাবি, রোনাল্ডো নিজেকে সর্বকালের সেরা হিসেবে দাবি করার সময় তাঁর শরীরী ভাষায় সেটির প্রকাশ ছিল না। অর্থাৎ রোনাল্ডো নিজ মুখে কথাটা বললেও তিনি নিজেই তা বিশ্বাস করেন না বলে দাবি করেন স্ট্যানটন। সহজ কথায়, রোনাল্ডো মুখে যা বলেছেন, তাঁর শরীরী ভাষা সেটি মিথ্যা দাবি করেছে। স্পোর্টস বেটিং কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম ওলবিজিতে এ দাবি করেন স্ট্যানটন। সর্বকালের সেরা নিয়ে বিতর্কটা আজকের নয়। এক দশকের বেশি সময় ধরে সেরার প্রশ্নে উত্তরটা অনেকের কাছেই লিওনেল মেসি ও রোনাল্ডোয় এসে ঠেকেছে। মেসি ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর অনেকেই আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে রোনাল্ডোর চেয়ে এগিয়ে রাখেন। ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে ৯২৩ গোল করা রোনাল্ডো এর আগেও নিজেকে সেরা হিসেবে দাবি করেছেন। সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে দাবিটি আবারও তুলেছেন আল নাসর তারকা। সবচেয়ে 'কমপ্লিট'

খেলোয়াড়ের প্রশ্নে রোনাল্ডো নিজেকে মেসি, পেলে ও মারাদোনার চেয়ে এগিয়ে রেখে জুতোর ফিতা বেঁধেছেন। ওই মুহূর্ত নিয়ে স্ট্যানটন বলেছেন, ''সে যা বলেছে, তার সঙ্গে শরীরী ভাষা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমার মনে হয় না যে সে বিশ্বাস করে সে-ই সর্বকালের সেরা। আমার মতে, সে সামনে যা বলছে, ভেতরে তা নয়।'' স্ট্যানটনের ব্যাখ্যা, ''(রোনাল্ডোর) চোখের পলক ফেলা বেড়েছে, যেটা উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কাঁধ ঝাঁকানো কিংবা মেকি হাসি। নিজের আবেগ লুকোনোয় সে খুব একটা দক্ষ নয়। মুখে সে যা-ই বলার চেষ্টা করুক না কেন, আবেগটা বেরিয়ে আসেই। ব্যক্তিত্বের কিছু বিষয়ে অনিরাপদ বোধ করার জন্য এমন হতে পারে।''

সাক্ষাৎকারে নিজেকে নিয়ে রোনাল্ডো আরও বলেছেন, 'আমি এতটাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ যে কখনো কখনো নিজের অর্জন ভুলে যাই। কারণ, প্রতিবছর আরও ভালো করার প্রেরণা পাই এতে। আমার মতে, অন্যদের সঙ্গে এখানেই আমার পার্থক্য। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে ১০ বছর আগেই ফুটবল ছেড়ে যেত। আমি আলাদা। এ নিয়ে তর্কের সুযোগ নেই।' নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তাঁর আরও একটি যুক্তি, 'ইতিহাসের সেরা গোল স্কোরার কে? এটা সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। মাথা, বাঁ পা, পেনাল্টি ও ফ্রি-কিকে সবচেয়ে বেশি গোল করেছে কে? সেদিন দেখছিলাম, আমি বাঁ পায়ের ফুটবলার না হয়েও ইতিহাসে বাঁ পায়ে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের মধ্যে শীর্ষ দশে আছি। মাথা, ডান পা এবং পেনাল্টিতেও, সবকিছুতে।' রোনাল্ডোর সাক্ষাৎকার নিয়ে স্ট্যানটন তাঁর ব্যাখ্যায় আরও বলেছেন, ''রোনাল্ডো সত্যিই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। সে তখন বেশ রাগান্বিত ছিল। আমার মনে হয়, যতটা সম্মান পাওয়ার যোগ্য সে, ততটা পায় না বলে মনে করে। আমরা মেকি হাসি দেখেছি, যেটা সেকেন্ডেরও কম সময় স্থায়ী হয়েছে। যেটা আসলে রাগের বহিঃ প্রকাশ। সুখের হাসির উল্টোটা। চোখের ভ্রু দুটো একসঙ্গে উঠেছে এবং তির্যকভাবেও তাকিয়েছে। আমার মনে হয় না কিংবদন্তিদের মধ্যে যে জায়গাটা সে প্রাপ্য বলে মনে করে, সেখানে অধিষ্ঠিত হওয়া থেকে কেউ তাকে আটকে রাখতে পারবে বলে সে মনে করে না। কিন্তু বিপরীত বাস্তবতাটা হলো, তাকে দেখে এমন মানুষ মনে হয়, যার বিশেষ কিছু জায়গায় আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি আছে।'

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্পষ্ট করতে হবে

রোহিতকে ডেডলাইন দিল বিসিসিআই!

মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিই কি রোহিত শর্মার ভারত অধিনায়ক হিসেবে শেষ অ্যাসাইনমেন্ট? বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়া হারার পর থেকে রোহিতের নেতৃত্ব, ফর্ম নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট মহলে এও আলোচনা হচ্ছে যে আর কতদিন খেলবেন রোহিত শর্মা? ভারতীয় টিম নিয়ে পরিস্কার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করতে চায় বোর্ড। বিসিসিআই তাই কোনও রাখঢাক না করেই রোহিতের কাছে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চেয়েছে। এ বারের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই রোহিত শর্মার সঙ্গে বোর্ডের কর্তারা এবং নির্বাচন কমিটি বৈঠক করবে। এক রিপোর্ট অনুযায়ী তেমনটাই জানা গিয়েছে। এ বার দ্রুত গতিতে ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য পরিকল্পনা করতে চাইছে বোর্ড। এবং টেস্ট ক্রিকেটেও একটি ট্রানজিশন পিরিয়ডের প্রক্রিয়া চালু করতে চাইছে বিসিসিআই। এই দুই ফর্ম্যাটে এক স্থায়ী অধিনায়কের ভাবনাও চলছে বোর্ডের অন্দরে। এ বছরের এপ্রিলে রোহিতের বয়স হবে ৩৮। ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০। শেষ চার মাস টেস্টে হিটম্যানের ব্যাট হিটের ধারেকাছেও যায়নি। আর তিনি ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের পর থেকে এই ফর্ম্যাটে খেলেননি। এ বার দেখার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে কেমন পারফর্ম করেন রোহিত। সময় এসেছে বোর্ডের কাছে রোহিতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পরিস্কার করার। বোর্ডের এক সূত্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ''নির্বাচক এবং বোর্ডের কর্তারা শেষ মিটিংয়ের সময় রোহিতের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ওকে বলা হয়েছিল, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পরিস্কার করতে হবে। পরবর্তী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র এবং ওডিআই বিশ্বকাপ নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের একটা ভাবনাচিন্তা রয়েছে। একটা মসৃণ বদলের পথে সকলে যেন ঠিকমতে এগিয়ে যেতে পারে সেটাই দেখতে চাইছে বোর্ড।'' রোহিতকে নিয়ে একদিকে বোর্ডের চিন্তা যখন বাড়ছে বিরাট কোহলিকে নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। তবে তাঁকে নিয়ে চিন্তা কিছুটা কম বোর্ডের। কারণ কোহলি যথেষ্ট ফিট। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ফর্ম খারাপ চললেও তাঁকে নিয়ে এখনও বেশি ভাবছে না বোর্ড। কারণ ওডিআইতে কোহলির ফর্ম নিয়ে চিন্তা নেই বিসিসিআইয়ের।

ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন মেসি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ আইএসএলের মাঝে আবার নতুন বিদেশি যোগ দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলে। কেরল ব্লাস্টার্সে খেলে যাওয়া রাফায়েল মেসি বাউলি যোগ দিচ্ছেন লাল-হলুদে। চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচের আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। তবে নতুন বিদেশিকে নিয়ে উঠছে প্রশ্নও। একই দিনে জানানো হয়েছে, চোটের কারণে বাকি মরসুম থেকে ছিটকে গিয়েছেন ডিফেন্ডার হিজাজি মাহের। কেরলের হয়ে ২০১৯-২০ মরসুমে ১৭টি ম্যাচ খেলেছেন বাউলি। করেছেন আটটি গোল। তবে মাথা গরম করে পাঁচটি হলুদ কার্ডও দেখেছেন। কেরল ছেড়ে যাওয়ার পরে চিনের বিভিন্ন ক্লাবে খেলেছেন তিনি। শেষ বার খেলেছেন শিজিয়াজুয়াং গোংফু ক্লাবে। সেখানে ১৮টি ম্যাচে ন'টি গোল রয়েছে। শোনা গিয়েছে, মরসুমের শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল তাঁর সঙ্গে চুক্তি করেছে।

কলকাতায় কেকেআরের সম্ভাব্য ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক রাহানে, খেলবেন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ইডেন গার্ডেন্সে এ বার খেলতে চলেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের সম্ভব্য ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক রাহানে। কিন্তু কীভাবে? আসলে হঠাৎ করেই বদলে গিয়েছে রঞ্জি ট্রফির একটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের ভেনু। ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে রোহতকের লাহলিতে হরিয়ানা বনাম মুম্বইয়ের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের কয়েকদিন আগে লাহলির জায়গায় ভেনু বদলে ফেলল বোর্ড। এ বার ইডেন গার্ডেন্সে হবে রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনালে রাহানেদের ম্যাচ। রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচগুলি গ্রুপ পর্বের চ্যাম্পিয়ন দলের ঘরের মাঠে হওয়ার কথা। কিন্তু হরিয়ানা এক্ষেত্রে হোম গ্রাউন্ডের সুবিধা পাচ্ছে না। তাদের শেষ আটের ম্যাচ খেলতে হবে নিরপেক্ষ ভেনুতে। এই ম্যাচে অজিঙ্ক রাহানের সঙ্গে নামার সম্ভবনা রয়েছে সূর্যকুমার যাদব, শিবম দুবের মতো ক্রিকেটারদের। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর রিপোর্ট অনুযায়ী, বোর্ডের এই হরিয়ানা ও মুম্বইয়ের কোয়ার্টার ফাইনালের ভেনু বদলের কথা হরিয়ানাকে বোর্ডের পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে জানানো হয়নি। তাতে খুশি হয়নি হরিয়ানা ক্রিকেট সংস্থা। কারণ আগামী কয়েকদিন লাহলির আবহাওয়া পরিস্কারই থাকার কথা। ফলে ম্যাচ আয়োজন নিয়ে সমস্যার জায়গাও নেই। তারপরও বোর্ড কেন ভেনু বদল করল? তার উত্তর নেই। আচমকা ম্যাচ ভেনু বদলে যাওয়ার ফলে দুই দলকে শেষ মুহূর্তে সফরের পরিকল্পনা বদল করতে হচ্ছে। শনিবার থেকে রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচগুলি শুরু হওয়ার কথা। আজ বুধবার সন্ধেয় কলকাতায় পৌঁছান রাহানেরা। পাশাপাশি হরিয়ানা টিমও বুধ-সন্ধ্যেতে কলকাতায় পৌঁছায়।

১০ জন নিয়ে জিতল ব্রাজিল, জয় পেল আর্জেন্টিনাও

কারাকাস, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ আমেরিকার অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জিতেছে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। ভেনেজুয়েলার কারাকাসের অলিম্পিকো স্টেডিয়ামে চিলিকে ২-১ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা এবং একই শহরের ব্রিগিদো স্টেডিয়ামে উরুগুয়ের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয় পেয়েছে ব্রাজিল। ম্যাচে শেষ ৩৩ মিনিট ১০ জন নিয়ে

খেলেছে ব্রাজিল। ৫৭ মিনিটে উরুগুয়ের রাইট উইঙ্গার আলেহান্দ্রো সেভেরোকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ব্রাজিলের লেফটব্যাক আর্থুর দিয়াস। ব্রাজিল জয়সূচক গোলটি পেয়েছে তারপরই। প্রতি-আক্রমণ থেকে ৭৪ মিনিটে ব্রাজিলকে গোল এনে দেন ফরোয়ার্ড পেদ্রো। আর্জেন্টিনা দুটি গোলই পেয়েছে ম্যাচের প্রথমার্ধে। ৩৫ মিনিটে উইঙ্গার ইয়ান সুবিয়াব্রের গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। রিভার প্লেটের এই ফুটবলার ২০২২ সালে চিলি অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়েও খেলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ চিলির এবং বাবা মার্টিন ফুটবল ক্যারিয়ারে 'চিলি' নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। সুবিয়াব্রেকে হাতছাড়া করতে চায়নি আর্জেন্টাইন ফুটবল। এ কারণেই অনূর্ধ্ব-২০ দলে তাঁকে নেওয়া হয়। সুবিয়াব্রের গোলের ৭ মিনিট পরই আর্জেন্টিনাকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন রিভার প্লেট ফরোয়ার্ড অগাস্তিন রুবের্তো। বিরতির পর ৬১ মিনিটের চিলির স্ট্রাইকার

হুয়ান রসেল একটি গোল পরিশোধ করেন। যুবাদের এই কোপা আমেরিকায় ফাইনাল কিংবা তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ নেই। ছয় দল নিয়ে গঠিত চূড়ান্ত পর্বে লিগভিত্তিক খেলা শেষে যে দল শীর্ষে থাকবে, তারাই চ্যাম্পিয়ন। কারাকাসে প্যারাগুয়েকে ৪-০ গোলে হারানো কলম্বিয়া ১ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্জেন্টিনা। গোল ব্যবধানে কলম্বিয়ার (+৪) চেয়ে পিছিয়ে আর্জেন্টিনা (+১)। ১ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ব্রাজিল (+১)।

রিয়াল ম্যাচের আগে গোল উৎসব আতলেতিকোর

মাদ্রিদ, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ঘরের মাঠে মঙ্গলবার রাতে ৫-০ গোলে জিতেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। জোড়া গোল করেছেন জুলিয়ানো সিমেওনে। একবার করে জালে বল পাঠিয়েছেন আনহেল কোররেয়া, সামু লিনো ও আলেকসান্দার সরলথ। ১৭ মিনিটের মধ্যে জোড়া গোল করে আতলেতিকোকে চালকের আসনে বসান আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড জুলিয়ানো। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি দিয়েগো সিমেওনের দলকে। ৪৯তম মিনিটে জালে বল পাঠিয়ে

হ্যাট্রটিকের আনন্দে মেতেছিলেন কোচ দিয়েগো সিমেওনের ছেলে জুলিয়ানো। কিন্তু অফসাইডের জন্য মেলেনি গোল। বিপুল করতালির মধ্যে ৬১তম মিনিটে মাঠ ছাড়েন তিনি। ম্যাচ শেষে তেলেপোর্তেকে জুলিয়ানো বলেন, ''গেতাফের বিপক্ষে এই ল।ড়ই খুব কঠিন ছিল। আজ আমি ভীষণ খুশি, এটা ছিল পাগলাটে। আমি দলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ, এটা দারুণ প্রচেষ্টা ছিল। গোলের জন্য আমি খুশি, সে সব জিনিস নিয়ে চিন্তা করি যেগুলোতে দিন দিন উন্নতি করতে পারি। আমার এখনও অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে, বেড়ে ওঠা ধরে রাখতে যেগুলোতে উন্নতি করতে চাই। আজ একটি কঠিন ম্যাচ ছিল। তাই আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। এরপর ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে শনিবার সর্বশক্তি দিয়ে লড়াইয়ে নামতে হবে।'' সেদিন লা লিগার হাইভোল্টেজ ম্যাচে শিরোপাধারী রিয়ালের মুখোমুখি হবে আতলেতিকো। ২২ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে আতলেতিকো। ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে চূড়ায় রিয়াল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com